# ত্রিপুরা জিলার কথ্য-ভাষা।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের—
কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত

# ত্রিপুরা জিলার কথ্য-ভাষা।

লেখক—

শ্রীগৌরচন্দ্র গোপ

শিক্ষক

মুরাদনগর হাই স্কুল, ত্রিপুরা।

প্রকাশক—

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ।

কুমিল্লা সিংহ প্রেসে,

শ্রীললিতচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

---

কুমিল্লা— আশ্বিন, ১৩৩৪ বাং।

---

মূল্য— ৩৲ তিন টাকা।

# প্রস্তাবনা

প্রাদেশিক ভাষা বিদেশীদিগের নিকট সর্ব্বত্র সুবোধ্য হয় না। অনেক ইউরোপিয়ান পরিশ্রম সহকারে বঙ্গভাষা শিক্ষা করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের বিশুদ্ধ ভাষা পল্লীবাসী নিরক্ষর জনসাধারণের বোধগম্য হয় না। আবার গ্রাম্য নিরক্ষর লোকের ব্যবহৃত ভাষাও তাঁহারা বহু স্থলেই বুঝিতে সক্ষম হন না। এমন কি চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের নিরক্ষর সাধারণ লোকের ভাষা অপর জিলা বাসী বাঙ্গালীর পক্ষেই বুঝিয়া উঠা কঠিন। বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে যাহাদিগকে দেশের অভ্যন্তরে যাইয়া সাধারণের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে এ শ্রেণীর পুস্তক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় না হইলেও কতকটা যে উপাদেয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন জিলার কথ্য ভাষা সম্বন্ধীয় পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণীত হইলে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকের সহায়তা লইয়া বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক নানা তথ্য ও বিচিত্রতাপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইতে পারে। এ জাতীয় পুস্তকাদি হইতে শব্দাবলী সংগ্রহ করিয়া খাঁটী বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়ণ ও সহজ সাধ্য হয়। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার সমবেত ফলে জাতীয় সাহিত্যের কোন কোন অঙ্গের পরিপুষ্টি সহজে সম্ভবপর হয়।

এবম্বিধ দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া Mr. A. J. Dash, I. C. S. মহোদয়, বঙ্গ ভাষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি বশতঃ জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-রূপে নোয়াখালী অবস্থান কালে তত্রত্য কথ্য ভাষা সম্বন্ধে, বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর বদলী হইয়া কুমিল্লার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের গভার্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট্‌স্বরূপে অবস্থান কালে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুরোধে ও উৎসাহে তাঁহারা উভয়ে ত্রিপুরা জিলার "কথ্য ভাষা সম্বন্ধীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য" কলেজ ফাণ্ড হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায়

মাত্র ৭টী প্রবন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে কুমিল্লা জজ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত হলধর চৌধুরী বি, এল, এবং জাহাপুর কমলাকান্ত একাডেমির হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বি, এ, ও মুরাদনগর দুর্গারাম হাই স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র গোপ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ, পরীক্ষকগণ দ্বারা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রবন্ধ, "এ জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার কথা ভাষার পার্থক্য প্রদর্শনে" সমধিক "কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া"--অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর কুমিল্লা কলেজ হইতে এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার প্রস্তাব হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ ক্রমে শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র গোপ মহাশয় প্রতিযোগিতার জন্য প্রাপ্ত অপর প্রবন্ধ সমূহ হইতে, যাহা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে ছিল না, এমন কতকগুলি প্রবাদ বচন, ইত্যাদি তাহার লিখিত প্রবন্ধের সহিত সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কাহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে কোন কোন সংখ্যা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা তিনি বিশেষ ভাবে গৃহীত স্থলে নির্দ্দেশ করেন নাই। তজ্জন্য আমরা লজ্জিত আছি। এই প্রবন্ধে নানা বিষয়েই অনেক অভাব ও অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অপর প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ না করিলে বর্ত্তমান আকারে প্রকাশ করা ও সম্ভব পর হইত না। তজ্জন্য অপর প্রবন্ধ লেখকগণের প্রতি, প্রধানতঃ শ্রীযুত হলধর চৌধুরী বি, এল, এবং শ্রীযুত বসন্তকুমার রায় বি, এ, এবং বিশেষতঃ আমাদের কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বন্ধু শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহন তলাপাত্রের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে সিংহ-প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সহ কর্ম্মীগণ ও বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

শ্রীবৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত

# ত্রিপুরা জিলার কথ্য ভাষা।

## অবতরণিকা।

ত্রিপুরা জেলার কথ্য ভাষার উচ্চারণের বিশিষ্টতা, জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণের পার্থক্য, সমগ্র জিলার এবং ইহার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যরচনা প্রণালীর বিশিষ্টতা, এই জেলার ও তাহার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত শব্দাবলীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তিক্রম অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ বঙ্গের অন্যান্য জিলার কথ্য ভাষার ন্যায় ত্রিপুরার কথ্য ভাষাও অধিকাংশ বাঙ্গলা শব্দ-সম্ভারে পরিপূর্ণ। সুতরাং বঙ্গভাষার ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা পূর্ব্বক ত্রিপুরার কথ্য ভাষার তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত না হইলে, ইহার নিরপেক্ষ বিচার ও সমালোচনা সম্ভবপর নহে।

যে যে মহাত্মাগণ বঙ্গভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যাবলীর বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আর্য্যগণের বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, তাঁহাদের কথিত আর্য্যভাষা হইতেও স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নানা ভাষার উৎপত্তি। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন যে সেই আর্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইংরেজী, পার্শি ইত্যাদি ভাষার মূলগত বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

যাহা হউক সেই আর্য্যগণের এক শাখা যখন সিন্ধু নদ পার হইয়া সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত উর্ব্বর প্রদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন, তখন আর্য্যদের সেই শাখার নাম হিন্দু হইল এবং এই পরিবর্ত্তিত আর্য্য জাতীয় শাখা বা সম্প্রদায় যে ভাষায় পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করিতেন, এই সময়ে, বেদরচনায় সেই ভাষাই রক্ষিত হইয়াছিল। এই জন্যই তাহাকে বৈদিক ভাষা বলা হইত। কিন্তু বৈদিক ভাষা অতি দুর্ব্বোধ্য ও দুরুচ্চার্য্য। ইহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও তদ্রূপ। এ দিকে ভারতীয় আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের

কথিত ভাষার সংশ্রবে আসিয়া বৈদিক ভাষার ক্রমে দ্রুত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভারতের ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্বল্পকালে, স্বল্প আয়াসে, অপেক্ষাকৃত অধিকতর কার্য্য সুসম্পাদন করাই মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই নিখিল জগতের ভূরি ভূরি কার্য্যে তাহার নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাষা সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অতএব সেই বৈদিক ভাষা সরল ও সংক্ষেপ হইয়াই প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা সরল ও সংক্ষেপ হইয়াই প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা সরল ও সংক্ষেপ হইয়াই বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি করিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের আলোচনায় ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

প্রত্যেক ভাষাই দ্বিবিধ—লেখ্য এবং কথ্য। লেখ্য ভাষা ব্যাকরণ ঘটিত বিধি বা ভাষা বিষয়ক নিয়ম দ্বারা শাসিতা হইয়া নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে অবরুদ্ধা, স্বাভাবিকতাবর্জ্জিতা, লাবণ্যবিহীনা। কিন্তু কথ্য ভাষা স্বাধীনা, উন্মুক্তা, স্বাভাবিক ওজস্বিতা গুণসম্পন্না ও লাবণ্যবিমণ্ডিতা। মোটের উপর আগে কথন তৎপর লিখন,—ইহাই নৈসর্গিক ক্রম বিকাশ বা বিবর্ত্তন। কথিত বিষয়টিই চিরস্থায়ী ভাবে সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্যাকরণ যন্ত্রের সাহায্যে মার্জ্জিত করিয়া লিখিত বিষয়ে পরিণত করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বের কথিত ভাষা ব্যাকরণ সাহায্যে বিশুদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই লিখিত ভাষা একটু কঠিন আবরণে আবৃত হইয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইলেও সর্ব্বত্র প্রায় একরূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কথ্য ভাষা কাল, পাত্র, আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও শিক্ষা প্রসার ভেদে বিচিত্র, বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া পার্থক্যের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। অন্যান্য কথ্য ভাষায় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে যত পার্থক্য—বঙ্গভাষায় ঐরূপ পার্থক্যের মাত্রা আরও অধিক। এমন কি বাঙ্গলা কথ্য ও লেখ্য ভাষাকে অনেক স্থলে এক ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন চাটগেঁয়ে, শ্রীহট্ট, কি নোয়াখালীর কথ্য বাঙ্গলা। কোন বিদেশীয় ভ্রমণকারী যদি উক্ত বিভিন্ন জেলার বিভিন্নরূপ কথ্য ভাষা শ্রবণ করেন, তবে তিনি কিছুতেই তাহাদিগকে একই বঙ্গভাষা ভাষী বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

এ সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যসম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় সাধুভাষা ও অপর

ভাষা নামে দুইটী স্বতন্ত্র ভাষাই প্রচলিত ছিল। সাধু ভাষাটী লিখিবার ভাষা, অপরটী কহিবার ভাষা। পুস্তকাদিতে প্রথমটী ভিন্ন, দ্বিতীয়টীর চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হইত না। টেকচাঁদ ঠাকুরই (প্যারীচাঁদ মিত্র) আলালী ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নের প্রথম সূত্রপাত্র করেন।

যাহা হউক এই পার্থক্যবহুল বঙ্গীয় কথ্য ভাষা আবার অপর কতকগুলি পারিপার্শ্বিক প্রভাব বশতঃ আরও বহু রূপ ধারণ করিয়া বিচিত্র বিভিন্নতার একশেষ প্রদর্শন করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে বলিয়া সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহাতে উচ্চারণ গত, ব্যবহারগত, ব্যাকরণগত, যতই কেন ভুল প্রমাদ থাকুক না, তাহা কাহারও ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নহে। উহা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বা অভিব্যক্তি মাত্র। তাহা না হইলে আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির মুখ হইতে "মা নিষাদ"—শ্লোকের ন্যায় এমন অবিশুদ্ধ অসঙ্গত বাক্য বা পদ বিনির্গত হইত না। ঐ শ্লোকের প্রথম চরণটী ব্যাকরণগত, বিশুদ্ধ প্রণালী অনুমোদিত নহে। তথাপি ইহা নিন্দনীয় হয় নাই। পরন্তু মহাকাব্য রচনার প্রাথমিক সোপান স্বরূপ হইয়া আজিও অমর কবি বাল্মীকির অফুরন্ত অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তবে কথ্য ভাষার সকল স্থলই যে এরূপ তাহা নহে। সময়, স্থান ও ব্যক্তি ভেদে ইহার যেমন অপকারিতা যথেষ্ট, তেমন উপকারিতারও সীমা নাই।

কথ্য ভাষার এইরূপ স্বাভাবিক ক্রম বা পর্য্যায় হইতে বঙ্গের কোন জেলাই বিমুক্ত নহে। সুতরাং ত্রিপুরাও মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।

পূত-সলিলা ভাগীরথী যেমন তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাচলের গোমুখী হইতে বিনির্গতা হইয়া সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত গতিপথে ক্রমশঃ জটিলতা ও আবিলতা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুলভ হইয়াছে, পরন্তু পথিমধ্যে প্রবাহিতা অপরা স্রোতস্বিনী সহযোগে পরিবর্দ্ধিত কলেবরা ও তেজস্বিনী হইয়াছে, আমাদের বঙ্গভাষার পরিণতিও ঠিক তদ্রূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার জননী প্রাকৃত ভাষা এবং মাতামহী সংস্কৃত ভাষা। সৌভাগ্যবশে বাঙ্গালা ভাষা, স্বীয় জননী ও মাতামহীর স্নেহ, যত্নে ও রস দানে, দেববালার ন্যায় রূপ গুণে ভুবনমোহিনী বটেন; কিন্তু সেই দৈবী সৌন্দর্য্য জ্যোতিতে সাধারণের নয়ন ঝলসাইয়া দিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কথ্য ভাষাই ব্যাকরণের সাহায্যে সংযত হইয়া লিখিবার ভাষায় পরিণত হইতেছিল। কোন কোন স্থানে কথ্য ভাষা অবিকল লেখ্য ভাষায় বহু পূর্ব্ব হইতেই রক্ষিত হইতেছিল। টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারী মিত্র) তাহার বহুকাল পরে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষার আদি কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময় হইতেই, এই প্রথার আরম্ভ। তাঁহাদের কৃত পদাবলীতে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। তৎপরবর্ত্তী বিশিষ্ট লেখকদের গ্রন্থাদিতেও গ্রাম্য দেশজ কথ্য ভাষার শব্দরাজি সাদরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান। (মুকুন্দরাম)

আমানি অর্থে পান্থাভাতের জল। ত্রিপুরাতে তাহাকে কাঞ্জি বা কাঁজি বলে। যথা—নামে গোয়াল, কাঁজি ভক্ষণ (প্রবাদ)

ধরত আমার পুত্, কোন কাল্কে আর (কৃত্তিবাস)

পুত্ শব্দের অর্থ পুত্র। ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় তাহা 'পোলা' বলে। যথা—কুমিল্লার ৫।৭ মাইল দূরবর্ত্তী চতুর্দ্দিকস্থ স্থানেই আগন্তুক আত্মীয় বালকের সাদর জন্য বলিয়া থাকে যে—

"দই নাই, দোদ্ নাই কি দিয়া খাইবরে পোলায় ?"

"ডেঙ্গর উকুন নিকি করে কিলি বিলি।" (ভারতচন্দ্র)

ত্রিপুরার মধ্যাঞ্চলে সদর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সংযোগ স্থলের অনেক স্থানে বলিয়া থাকে যে—"বুইড়া পুড়িডার বা ছেড়িডার মাতায় উকুনে লিকে বিল্ বিল্ করে"।

ডেঙ্গর বা বুইড়া অর্থ বৃদ্ধ। পুরিডার বা ছেড়িডার অর্থ বয়স্কা বালিকাটীর। উকুন অর্থ উৎকুন। লিকি অর্থ উকুনের ডিম।

"না হইতে সাজ সারা নগরে পড়িল সারা"। (কৃষ্ণকমল)

সারা হবি, মারা যাবি (শিবচন্দ্র)

সারা শব্দের অর্থ সমস্ত শেষ, গণ্ডগোল, সোর। ত্রিপুরাতে সারাকে হারা কহে। যথা—"হারা দিয়া আইছচ্ তুই হেইপাড়া"।

"হারা দিন কেবল কেচ্মেচ্ করে।

"সাড়াদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না" (মদনমোহন)

এইরূপে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, এইরূপ গ্রাম্য ও দেশজ শব্দ আপন আপন গ্রন্থগুলিতে অবিকল ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ইদানীন্তন কালেও দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, মনোমোহন বসু প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণ এই শ্রেণীর অনেক শব্দের প্রবেশাধিকার আপন আপন গ্রন্থে আদরের সহিত দিয়াছেন। সুতরাং আধার, কাল, পাত্রভেদে প্রাদেশিক ও কথা গ্রাম্য শব্দও লেখা ভাষারূপে ব্যবহার করিতে উক্ত মনীষিগণ উপেক্ষা করেন নাই। তবে নাটক নভেল উপন্যাসাদিতে তাহার প্রয়োগ যতদূর সঙ্গত, পাঠ্য কি অপর বিষয়ক গ্রন্থাদিতে তাহার প্রয়োগ ততদূর সমীচীন নহে।

আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে বৈষ্ণব কবিগণদ্বারা বঙ্গভাষার প্রাথমিক শ্রীবৃদ্ধি, তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাবলীতেও গ্রাম্য কথা ভাষার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উদাহরণ দ্বারা আর বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করি না।

শারীরিক স্বাস্থ্য ও রুচি বর্দ্ধনের জন্য যেমন সময় বিশেষে কালিয়া, কোর্ম্মা, পোলাও ইত্যাদি রাজভোগের পরিবর্তে, কখন কখন শাক-শব্জী, তেতুলের চাটনি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সময় সময় ভাষার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অর্থাৎ জীবনী শক্তি পরিবর্দ্ধনের জন্যও লেখা ভাষাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতানুযায়ী ভাষার পরিবর্তে প্রাদেশিক কথা ভাষার প্রয়োগ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। তবে কথা ভাষা কোন বিশেষ বিধি নিয়মের বশবর্ত্তিনী নহে বলিয়া লেখা ভাষায় তাহার অবাধ প্রয়োগ নিরাপদ নহে। ইহাতে ভীষণ ভাষা বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে। কারণ কথা ভাষায় স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ অত্যধিক বলিয়াই উহা এক এক স্থানে এক এক রূপ ধারণ করিয়া বহুরূপীর ন্যায় অভিনেত্রী হইয়া দাড়াইয়াছে।

যাঁহারা বঙ্গীয় লেখা ও কথা ভাষা সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মন্তব্য পাঠ করিলে মোটামুটি বুঝা যায় যে, বঙ্গীয় লেখা এবং কথা উভয় ভাষাতেই, সংস্কৃত, প্রাকৃত, আদিম অধিবাসীয়, হিন্দি, উর্দ্দু, পারসী, আরবী, ইত্যাদি ভাষার বহু শব্দ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়াছে। ইহা আর্য্যগণের বঙ্গে আগমন হইতে মসলমান রাজত্বকাল পর্য্যন্ত। তৎপর ইংরেজ কোম্পানীর আগমন হইতে বর্ত্তমান ইংরেজ সার্ব্বভৌমত্ব হেতু বহু ইংরেজী শব্দ লেখা এবং কথা উভয় বঙ্গ ভাষাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

আবার বঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসায়ী পর্টুগীজ, স্পানিয়ার্ড, ওলন্দাজ, ডিনেমার, ইহুদী বণিকদিগের ভাষার রাশি রাশি শব্দাবলী লেখ্য এবং কথ্য উভয় ভাষায়ই স্থান লাভ করিয়া, উভয়টিকেই পরিপুষ্টাঙ্গিনী ও সৌষ্ঠবশালিনী করিয়া তুলিয়াছে।

বঙ্গের অন্যান্য জিলার কথা ভাষার ন্যায় ত্রিপুরার কথ্য ভাষাতেও ঐ সকল শব্দ প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিচিত্র-অলঙ্কার-ভূষিতা, কুল-ললনার ন্যায় সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। পক্ষান্তরে উত্তরে কামরূপ, দক্ষিণে রসাঙ্গ (আরাকান) পূর্ব্বে মিতাই বা মণিপুর পশ্চিমে বঙ্গ এই সীমান্তবর্ত্তী দেশকে প্রাচীন রাজমালা লেখক ত্রিপুরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। রাজমালার উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সমগ্র কুকি (লুসাই) প্রদেশ, মণিপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণদিগস্থ প্রদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ কাছার, শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, ময়মনসিংহের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ, সমগ্র নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত হইতেছে। অধুনা ত্রিপুরার সেই সীমা পরিসর খর্ব্বীকৃত হইলেও এই অনার্য্যপ্লাবিত দেশে আর্য্য বাঙ্গালী উপনিবেশিকদের কথিত ভাষার সহিত তত্তৎস্থানীয় ভাষা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ত্রিপুরার কথ্য ভাষাকে বঙ্গের অন্যান্য জেলার কথা ভাষা হইতে বৈশিষ্ট প্রদান করিয়াছে। কারণ ত্রিপুর নরেশ্বরগণের মধ্যে কেহ কেহ আসাম, মণিপুর, কাছার, লুসাই, রসাঙ্গ, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। সময়ে সময়ে যুদ্ধাদি নানা কারণে পলায়িত বা আগত বহু অনার্য্য, প্রাচীন ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের সংশ্রব পরম্পরা এবং ত্রিপুরাবাসিগণের স্বাভাবিক অনুকরণ প্রিয়তা ও রাজানুবর্ত্তিতা হেতু তাহাদের কথা ভাষায় বিস্তর শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যাহা আর্য্যেতর জাতিরা ব্যবহার করিত। ইহাতেই পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জিলার কথ্য ভাষা হইতে ত্রিপুরার কথ্য ভাষা এত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তদনন্তর মুসলমান প্রভাব ও ক্রমে ইংরেজ প্রভাব রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শুধু কথা ভাষা কেন, লেখা ভাষাকেও অতি বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ আমরা রাজমালা হইতে নিম্নে প্রাচীন ত্রিপুরার কতকগুলি দলিল দস্তাবেজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট লিখিত বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যথা -

## ত্রিপুরা জিলার কথা ভাষা।

( ১ )

### কল্যাণ মাণিক্যের তাম্রশাসন।

স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত কল্যাণ মাণিক্য দেব বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজা নামা দেশোযং, শ্রীকারকোন বর্গে বিরাজতেতন্মাত্ পরং রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা নুরনগর মৌজে বাউরখার অজঙ্গলাতে শত দ্রোণ ভূমি ৺প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম, ইহা আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহুক, এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ। ইতি শকাব্দা ১৫৭৩, সন ১০৬০ তাং ১৫ই মাঘ।

( ২ )

### গোবিন্দ মাণিক্যের তাম্রশাসন।

পূর্ব্বোক্তরূপ নাম পরগণাদি লিখিবার পর—

পরগণে মেহেরকুল মৌজে শোলনল অজ হাসিল জমা ১/০ কাণি ভূমি শ্রীনরসিংহ শর্ম্মারে ব্রহ্মউত্তর দিলাম এহার পাচা পঞ্চক ভেট বেগার ইত্যাদি মানা সুখে ভোগ করোক, ইতি, সন ১০৭৭ তাং ১২শে কার্ত্তিক ইত্যাদি।

ত্রিপুরার জজ মেং টমাস্ ক্রস্ সাহেবের ১৮৯৫ইং ২৭শে মার্চ্চের নিষ্পত্তি (বোবকারী।

| | |
|---|---|
| হরসুন্দরী জওজে নীলকণ্ঠ বর্ম্মণ মরহুমা | মজহরা |
| মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর | তরফ ছানী |

( ৩ )

### রাজধর মাণিক্যের হুকুমনামা।

রাজা রাজধর মাণিক্যের দেওয়ান কালীচরণকে হুকুম হইল যে মেঃ জন বেলাহর ( মিঃ হনার ) সাহেব মফস্বল চাকলা মজকুরের যেমতরূপ নিরিখ বন্দী মোকরর করিয়াছে একণে ইজারাদার সেই মাফিক রাইয়ত গয়রহ স্থানে খাজানা উশুল তহশীল করিবেক কিছু বেশী লইবেক না। কেন না এমসনে ৮ সনা বন্দোবস্ত রাজার সহিত কিছু বেশী বন্দোবস্ত হয় নাই।

( ৪ )

### আর একখানা দলিলে লিখিত আছে।

"চৌধরিয়ান, নেওগীয়ান ও তালুকদারান" প্রভৃতিকে "খাতির জমা দিলাসা ও তল্লি করিয়া" "জমিন আবাদ তরত্তুত করাহ"।

(৫)

স্বস্তিঃ— শ্রীশ্রীইন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর বিষম-সমর-বিজয়ী ইত্যাদি মামুলি কথা লিখিবার পর —

"পরগণে নুরনগরের চৌধুরিয়ান ও নেওগিয়ান ও তালুকদারাণের জঙ্গলবুড়ি মৌরসী নবাবের সেরেস্তায় আগত তালুক পরগণা মজকুরের জমাফিরানী (মিলানী) মতে দিতেছে এইক্ষন চলে না দরখাস্ত করিল। অতএব বত্রিশ অঙ্গুষ্ঠের ডাঙ্গের সতর ভাগের নলে হাসিলা জমি জরিপ হইয়া সাবেক দস্তুর খানেবাড়ী আবাদী মিনা ফি দ্রোণ ৵৪ তিন কাণি ষোল কড়া বাদে মহাফিক জ্ঞায় নিরেখ মতে বাকী জমি জমাবন্দী হইয়া দশোত্তরা ও সরঞ্জামি মুদামদ মাহাফির বাদে বাকী জমা লওয়ার জন্য পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই সকল দফার অন্যথা না হইব এবং তাহারগ বিনা দরখাস্তে জরিপ না হইব। ইতি সন ১১৫৩ তারিখ ৭ই আশ্বিন।

( ৬ )

ত্রিপুরার রাজ সরকারী আবাদী তালুক সমূহের যে সমস্ত প্রাচীন পাট্টা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিতেই প্রায় নিম্নলিখিত কয়েকটা কথা লিখিত আছে :- যথা

"এই চৌহদ্দি মধ্যে খিলা ও বটখিলা ও জঙ্গলা, কুদাল কোপ ও কুড়াল কোপ দোরবস্ত জমি বাড়ী আবাদ করিবার তোমারে তালুকদারী পাট্টা দেওয়া গেল"।

( ৭ )

স্বস্তি : শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরাদ বেগ আলা: শ্রীকারকোনবর্গে সমাজ্ঞেয়ং পরং মুদাফত নুরনগর (হাল) মুরাদনগর ডিহি কুকিহা মৌজে সুলতানপুর ও নওয়ামুড়া অজঙ্গল আবাদ করাইবার পাট্টা শ্রীমধুসূদনকে দিলাম। পুত্র পৌত্র তার পুরুষানুক্রমে দ্রোণ প্রতি শিক্কা চারি রূপাইয়া দিবা। এই জমিন আবাদকারী ও খানেবাড়ীর ভোগ স্বত্ব অজঙ্গলী মুরাদনগরের দস্তুর পাইবা আমিও তৌজি মহাফিক পাইব। ইতি ১১২৩ সন, তারিখ ১লা কার্ত্তিক।

ত্রিপুরাবাসিগণের অনুকরণীয়, সর্ব্বাদর্শের দৃষ্টান্ত ত্রিপুরা রাজ সরকারের প্রদত্ত এই সকল প্রাচীন দলিলের লেখা ভাষার বিচিত্রতা দৃষ্টেই অনুমিত হয় যে ত্রিপুরার কথ্য ভাষার বিশিষ্টতা কত !

যাঁহারা ত্রিপুরাবাসিগণের সংশ্রবে আসিয়াছেন এবং প্রসঙ্গাধীন আলাপাদির সুযোগ পাইয়াছেন—তাঁহারা প্রণিধান করিলেই জানিতে শুনিতে ও দেখিতে পাইবেন, যে অশিক্ষিতের তো কথাই নাই, শিক্ষিতগণও যদি পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিয়া সতর্কতা অবলম্বন না করেন, তবে তাঁহারা এমন কতকগুলি স্বরভঙ্গী ও উচ্চারণগত বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করেন, যে শুধু তদ্দ্বারাই তাঁহাদের কথ্য ভাষায় শব্দোচ্চারণ ও শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতা সম্যকরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। যথা—

১। "অ! রা'র বেডা! তোম্রার বাড়ীতে আম্রারে নিবানি?"

( সদরের মধ্যাঞ্চলে—মেহারকুল, পাইটকারা, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর )

অ! রায়ের পোত্! (অথবা রা'র পো!) তোমাগ বাড়ীতে আমাগ লৈয়া যাও না। ( ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে—কচুয়া, দাউদকান্দি, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর থানা ইত্যাদি )

"আরে বা রায়ের বেটা! তোম্রার বাড়ীতে আম্রারে লৈয়া যাওনা তে।

( ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নাসিরনগর, নবীনগরের উত্তর )

"আয়্ অ রা'র পুত্! তোঙ্গ বাঁড়ী আঙ্গরে লৈঁ যাঁও না?

( লাকসাম হাজিগঞ্জের কতক অংশে )

২। "আম্রার দাম্রাডা বাও বাজু দিয়া পূব্ উজু গেছে গিয়া"

( আগড়তলা, কসবা থানা, মোগড়া প্রভৃতি )

আমাগ বলদ্টা বাও ধার দিয়া পূব দিগে গেছে।

( দাউদকান্দী, কচুয়া, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর )

৩। "কয়াম্ কি? যায়াম্ অ, ধরাম্ অ, মারাম্ অ, তবে ছারাম্।"

কুঠি, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর ইত্যাদি )

"কমু কি? যা'মু অ, ধর্মু অ, মার্মু অ,—তবে ছার্মু।"

( মুরাদনগর, রামচন্দ্রপুর, কামাল্লা ইত্যাদি )

"কর্বাম্ কি? যাইবাম্, ধর্বাম্, মার্বাম্—তবে ছার্বাম্"।

( বিটঘর, বিদ্যাকুট, কাইতলা, নবীনগরের উত্তরপূর্ব্ব )

"কৈয়াম কি? যাইয়াম্অ, ধইরাম্অ, মাইরাম্অ,—তবে ছাইরাম্"

( পূর্ব্বাটী, বিশারা, নাসিরাবাদ, ছলিমগঞ্জ, শ্রীঘর )

"কিতা কৈতাম্ তে ? যাইতাম্অ, ধর্ত্তাম্অ, মার্ত্তাম্অ,— তবে ছার্ত্তাম্"

( সাতবরগ, সতরখণ্ডল ও সরাইল ইত্যাদি স্থান )

"কি কৈত্যাম্ ? যাইত্যাম্, ধৈত্যাম্, মাইত্যাম্, তবে ছাইত্যাম্"

( চৌদ্দগাঁও, লাকশ্যাম )

ইত্যাদি প্রকারের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা এক্ষণে তাহারই নিরপেক্ষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কেবল যাথার্থ্যের অনুরোধে আমরা বাধ্য হইয়া ত্রিপুরাবাসী শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকলেরই কথ্য ভাষার শব্দোচ্চারণের ও পদবিন্যাসের বিশিষ্টতা ও পদ্ধতির বিরুদ্ধ ও অনুকূল, উভয়বিধ আলোচনা করিব। লেখকের ধৃষ্টতা, ক্রুটী, বিচ্যুতি দয়াপরবশ হইয়া কেহ গ্রহণ না করেন, তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নেই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া রাখিতেছি। পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে এবং বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত না থাকিলে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি জেলাবাসী শিক্ষিতগণও যেমন স্ব স্ব স্থানোপযোগী স্বরভঙ্গী কি শব্দোচ্চারণবৈশিষ্ট্য একবারে ত্যাগ করিতে পারে না, ত্রিপুরাবাসী শিক্ষিতগণও তদ্রূপ। অশিক্ষিতদের তো কথাই নাই! এসম্বন্ধে আর অধিক ভূমিকা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এক্ষণে ত্রিপুরার কথ্য ভাষার সম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিষয়গুলির তথ্য নির্ণয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব।

## ১। (ক) এই জিলার শব্দ উচ্চারণের বিশিষ্টতা এবং জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণ পার্থক্য।

ত্রিপুরাবাসিগণ লেখ্যভাষায় বিশুদ্ধ প্রণালীই অবলম্বন করেন বটে, কিন্তু ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, বা জন্মভূমিগত অভ্যাস দোষে অথবা সংস্কার দোষেই হউক, বলিবার সময় তদনুরূপ উচ্চারণ করেন না; কিম্বা করা আবশ্যক বোধ করেন না। ব্যঞ্জনবর্ণান্তর্গত বর্গীয় মহাপ্রাণ বর্ণের প্রাণবধ করিতে তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না। মহাপ্রাণ বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে যেন বাস্তবিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, অশিক্ষিতদের তো কথাই নাই। কোন কোন সময় আবার অল্পপ্রাণ বর্ণকে মহাপ্রাণ, এবং মহাপ্রাণ বর্ণকে অল্পপ্রাণের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া মহা অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর অবশ্য এই গুরু অপরাধ চাপান যায় না। কিন্তু অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-

শিক্ষিতগণ অবাধে তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা নিম্নে তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

( বাউলিয়া গীত )

গউর আমার বাগ্যে এই দশা চিল অঃ অঃ অঃ—।
ফুলে ফল ঐল না তায় মূল বাইঙ্গা গেল অঃ অঃ ॥
চাতক রৈল মেগের আশে, মেগ পৈরা যায় অন্য দেশে।
হেই দশা গটিল—
দর্‌তে গেলে না দেয় দরা অদর চান্দ্‌ যে মৈল ॥ ইত্যাদি

কিন্তু লেখ্য ভাষায়—

গৌর আমার ভাগ্যে এই দশা ছিল।
ফুলে ফল হ'ল না তায় মূল ভেঙ্গে গেল ॥
চাতক র'ল মেঘের আশে, মেঘ্ পড়ে যায় অন্য দেশে,
সেই দশা ঘটিল,—
ধর্‌তে গেলে না দেয় ধরা অধর চাঁদ্‌ যে মৈল ॥

২। সারি গান ( ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের )

অ দারুণ বিদিরে
অবলা অন্তরে দুক্কু কতই দিলায় রে ॥ ধ্রু
অ বিদিরে বিদি !
বার না বচরের কালে ঐলাম আমি রাড়ী ( ঐরে ঐ )
না লই বারি, না লই গর, ঐচি দেশান্তরী।
( দারুণ বিদিরে ঐ )

এইরূপে যে কেবল মহাপ্রাণ বর্ণের প্রাণ বধ করা হয় তাহা নহে। শ, ষ, স, র, ড়, ঢ় প্রভৃতির উচ্চারণও একই গণ্ডীতে আবদ্ধ। ইহাদের উচ্চারণের কোন পার্থক্যই অনুভূত হয় না। "হ"-কার ত অশিক্ষিত ভ্রাতাদের হাতে পড়িয়া প্রাণ ভয়ে "অ" এই স্বরবর্ণের ছদ্মবেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। শ, স, ও 'হ' কারের নামে দোষারোপ করিয়া শালা স্থলে 'হালা', সিন্দুর স্থলে হিন্দুর, আবার কায়া বদ্‌লাইয়া হাইকোর্ট স্থলে সাইকোর্ট, হরনাথ স্থলে অরনাথ, সম্বন্ধী স্থলে হমন্দী ইত্যাদি রূপ হয়। যাহা হউক মহাপ্রাণ বর্ণের উপর অত্যাচারটা, সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর ইত্যাদি অঞ্চলে যতদূর গুরুতর হইয়া লক্ষ্য পথে পড়ে, ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে তদপেক্ষা বহু কম

চন্দ্রবিন্দু অর্দ্ধ দেহ এবং বিসর্গ অসংলগ্ন খণ্ড দেহ লইয়া মানে মানে এই দেশ ত্যাগ করিয়াছে। শিক্ষিতগণ ঔদাস্য ও অবজ্ঞা বশতঃ এবং অশিক্ষিতগণ অজ্ঞতা হেতু এই দুইটী আশ্রয়স্থানভাগী অপভ্রংশ বর্ণ উচ্চারণ করিতে বড়ই নারাজ। তবে আজ কাল শিক্ষিতগণ কতকটা সতর্কতা নিয়া চাদা স্থলে চান্দা, ফাদ্ স্থলে ফান্দ, দুক্ক স্থলে দুখ্খ ইত্যাদি রূপ উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখনও কিন্তু এতদ্দেশীয় কথ্য ভাষায় চন্দ্রবিন্দু কি বিসর্গের উচ্চারণ তত প্রচলিত হইতেছে না।

স্বরবর্ণের মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ভেদাভেদ নাই। ই, ঈ, উ, ঊ ও এর উচ্চারণ একই পর্য্যায় ভুক্ত। সত্য বলিতে গেলে শিক্ষিতগণও এই অপরাধ হইতে একবারে বিমুক্ত নহেন। এ সম্বন্ধে আরও উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। চাঁদপুর হইতে গজারিয়া যাইটনল পর্য্যন্ত স্বরবর্ণগুলির যথাযথ উচ্চারণ কতকটা হয় বটে; এতদ্ব্যতীত ত্রিপুরার সর্ব্বত্র স্বরবর্ণের যথাযথ উচ্চারণের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যথা—

৩। মোলা ক্ষেতে চুর গেছে। গুপাল্যার মামির মাসি, বারিত্ নাই। সুণাতন মোদির বিয়ার হুনা কাপর দিয়া আইছে।

৪। গান—মীচা দান্দা বাজী এই সংসার
মন্‌রে বরসা কর কার ?
মৈলে দিবে কী একটা মাট্যা কলসি
পাচ করার করি দিবে, আর কামাই তর্ কি ?
আরে চাইর জনাতে কান্দে কৈরে
বাসা দিবে নদির পার ?
মনরে বরসা কর কার ?
তীরি পুত্রু দন তারা কেউ নয় আপন
মৈলে করে পরামর্শ বাইট্যা নিতে দন।
অরে কণ্টাগত প্রাণ থাকিতে আগে করে
গরের বাইর।
( উত্তর মুরাদনগর বিভাগ )

৫। গান—বাউলিয়া।

( উত্তর মুরাদনগর ও দক্ষিণ নবীনগর )

দয়াল গওর্অ কুতায় নোকাইলে
শ্যাম্ কলঙ্কের কলঙ্কিনি আমারে করিলে। ধ্রু
গিরস্ত বাই মৈইরা গেলে বারি পরে ছারা,
কেঐ টানে চালের ছন, কেঐ টানে বেরা। ঐ
বট বৃক্ষের তলে গেলাম ছায়া পাইবাম্ আশে,
পত্র ছেইদ্যা রওদ্র লাগে আপন কর্ম্ম দুষে।

৬। গান—

( দাউদকান্দি ও হোমনা থানার পশ্চিমাংশ )

নাগর হায়্ হায়্ রে।
বাইট্যা গুইট্যা বাইদ্যার মাইয়া গো,
অগো লম্বা মাথায় কেশ
চিরল দাতে মিস্সি দিয়া পাগল করল দেশ রে।
নাগর হায়্ হায়্ রে॥
আছিল বামুনের ছেইলে গ,
বর খাপী খুপী,
এখন নৈদার চান্দের মাথায় দেখি মুছলমানের টুপী রে
নাগর হায় হায় রে॥

এখানে বাইট্যা গুইট্যা অর্থ—খাটখোট, খর্ব্বাকৃতি।
বাইদ্যার মাইয়া—বে'দের মেয়ে, যাযাবর কন্যা।
খাপী খুপী—হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর।

৭। গান—( ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল, নাসিরনগর থানা। )

অ ছাহেব গুলাম্ রচুল্ মিয়া
একবার আইস্যা যাও দেকা দিয়া।
কুতায় রৈল্ তবলা ডগ্গি কুতায় রৈল্ ছেতারা,
কুতায় রৈল্ সারিন্দা, বে'লা, কুতায় রৈল্ দুতারা॥
( ছাহেব অ )

মায়ে কান্দে বাইয়ে কান্দে বিবিজান সুন্দার
সিরিস্তার মইদ্যে বৈসা কান্দে লাউরের চৌহুরি
( ছাহেব অ )
পানিত্ কান্দে পানিকাউরি হুকুনায় কান্দে উদ্,
বিচানায় গৈরাইয়া কান্দে ছুনাল্যা বন্দুক,
ছাহেব অ

৮। হরষপুর পরগণা ও ঐ অঞ্চলের প্রবাদ।

রাজারে পাইল বুতে ( ভুতে )
ঠুনি বওয়াইয়া মারে নুরমামুদের পুতে।

৯। চৈত মাস্ অ বাইন্যায় ডেডা (ডাটা) বৈশাক্ মাস কায় (খায়)
ইজ্জত্মারা মুকুন্দমায় বাউন্বাইরা যায়।

প্রবাদ প্রবচন :

১০। এক ঠগ্ দুই ঠগ্ তিন ঠগের মেলা,
ঠগের গুরি অবয় টাকুর রাম্জী (রামজয়) তার চেলা
রামপরাদ্যায় (রামপ্রসাদে) পুরে ( পূর্ণ করে)
নলের চুঙ্গা দিয়া নবা আওলাই (নবকিশোর হাওলাই) ঘুরে।
প্রচলিত স্থান—পূর্ব্ব নুরনগর, আখাউড়া, মোগড়া, কসবা ইত্যাদি

১১। পাডায় বুলে বে—
ঠাকুর দাদায় বারিত্ নাই
বলি দিবে কে ?

ঐ অঞ্চলের—

১২। মনিঅইন্দা গিরি
মুগ্রা গাইয়া তিরি
নয়াদিল্যা বাই
বন্গজ্যা গাই
তিরভুবনে নাই।

মনিঅন্দের গৃহস্থ, মোগড়ার স্ত্রী, নয়াদৌলের বাইজী, বনগজের গাভী বিখ্যাত।

১৩। গীত ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব্বাংশে মনুনদীর তীরস্থ তেতৈয়া প্রভৃতি স্থানে

রাজা ভাগল্ খাইলারে
উদয়পুরের সিঙ্গাসন কারে দিলা রে।
পানিত্ কান্দে পানিকাউরী শুক্নাত্ কান্দে উদ্
উদয়পুরের গোয়ালে কান্দে কারে দিবাম দুদ্।

১৪। ফকিরী গান—ত্রিপুরার মধ্যাঞ্চলে।

দয়াল গুরুজী—
সকল্রে তরাইলা ভবে আমার উপায় কি ?
আগেত জর্ম্মিলাম আমি পাছে জর্ম্মিল্ মায়
বাব্তে বাব্তে ভাই জর্ম্মিল্ বাপ্ত জর্ম্মিল্ না।
(গুরুজী) হাওরা গাছে আম ধরে তেঁতৈ গাছে বেল্
জুনি পুকের কান্ বিন্দাইতে কুরাল ভাঙ্গা গেল্।

১৫। ঐ

সাহুরে বাই, দিন গেলে তিন্নাতের নাম লইয়।
এক পইসার পান সুবারি এক পয়সার তেল্
আর এক্ পইসার সিদ্দি ঐলে তিন্নাতের মেল।
আমার ঠাকুর তিন্নাত্ যেবা করে এলা
কাইরা নিমু কুলের ছাওয়াল দিয়া বিসম জালা।

১৫ ক। প্রবাদ—বরদাখাতে।

আর্চি গঙ্গা বুড়ি মাই,
সিদ্ধেশ্বরী যমুনাই,
গোমতী মিশাইয়া তাতে
পঞ্চ তীর্ত বর্দাখাতে।

বরদাখাতের মধ্যে আর্চ্চি, বুড়ি, সিদ্ধেশ্বরী, যমুনা, গোমতী তীর্থতুল্য এই পাঁচটী নদী আছে।

১৬। প্রবাদ—

গপী গেছিল্ বর্দাখাল
কিনা আন্ছে গর্সাল।

গল্পকারী বরদাখাত গিয়া একটি বৃষ কিনিয়া আনিয়াছে।

১৭। গান—লাকসাম্ চৌদ্দগ্রাম।

বন্দের্ বারি যাইতাম্ বুলি পাইল্যাম না সই,
একখানা আগুন-তুলনী ন ঐলেনি বন্দের কাছে বৈয়ন্ যায় ?

অর্থ - কার্য্যগতিকে বন্ধুর বাড়ীতে যাইতে পারি নাই। একখানা চিম্‌টা না হইলে বন্ধুর কাছে বসা যায় না। কারণ তামাক খাওয়ার আগুন চিম্‌টা ছাড়া পাতিল হইতে তোলা যায় না।

১৮। ঐ অঞ্চলের প্রবাদ।

আরে বা !
পোলার লাইগল্ বিঁয়া
আঁতে নাই খঁচ্চের টিঁয়া।
বর্ বৌরে ধৈল্যাম ঠাঁসি
বৌত খঁচর্ মঁচর করে আর হাঁসি।
হেয়ে ঝণাৎ কৈঁরা ফেলায়া দিল্ এক তোঁড়া টিঁয়া
ছোঁৎ কৈঁর্ ঐল্গেঁ হেঁই পোলার বিঁয়া॥

অর্থ আরে বাপু, ছেলের বিবাহ আরম্ভ হইল বটে ; কিন্তু সেই খরচের জন্য হাতে এক টাকাও ছিল না। পরে নিরুপায় হইয়া বড় বধূর নিকট গেলাম। তিনি টাকা দিবেন কি না দিবেন এ সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পরে নিতান্ত ধরিয়া পড়ায়, তিনি তাড়াতাড়ি এক তোড়া টাকা আনিয়া ফেলিয়া দিলেন। এই জন্যই অনায়াসে ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারিল।

১৯। প্রবাদ—কসবা, মুরাদনগর, নবীনগর।

লেখা পরা গুরার ডিম কপাল মাত্র সারা
চণ্ডীচরণ গৈটা টুকায় রামায় দেওরায় গুরা।

অর্থ—লিখা পড়া শিখিয়াও চণ্ডীচরণের উন্নতি হইল না। কিন্তু কপাল গুণে মূর্খ রামচন্দ্রও অশ্বারোহণে ভ্রমণ করে।

২০। নুরনগর ও বরদাখাতে ডুডু খেলার ছড়া।

উচ্ খুচ্ মাডি
ছেলাম কৈরা আডি।
যদি মাডি লরে চরে
হাত্ আত্ মাডি খুচ্ করে।

অর্থ। ভূমি উচ্চ নীচ অতএব সাবধান হইয়া চল্।

২১। আমার সামেরে মাইরা কি সুখ্ পাইলি,
পাষাণ দিয়া বুক বান্দাইলি
পাষাণে না মানে টান
খাল কাইট্যা পানি আন।

অর্থ। তুই নির্দ্দয় হইয়া আমার খেলার সাথীকে মারিয়া কি সুখ পাইয়াছিস্? এরূপ নির্দ্দয় হইলে খেলা চলে না। এখন সদয় হ।

২২। ত্রিপুরার পশ্চিমাংশে চর অঞ্চলে যখন পাটের প্রথম আবাদ হয় তখন কৃষকগণ স্ফূর্ত্তির সহিত গান করিত -

নাল্যা কররে গিরস্ত ভাই,
নাল্যার সমান কির্ষি নাই।
নাল্যার এমুন গুণ তিন টাকা তার মণ
বৈষ্যাকালে কুদিনাতে ঝল্ঝল্যা টেকা পাই।

অর্থ। হে গৃহস্থ ভাইসকল পাটের আবাদ কর। ইহার তুল্য আর কৃষি নাই। ইহার এমন গুণ যে, তিন টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হয়, বর্ষাকালে দুর্দ্দিনে নগদ টাকা হাতে আসে। বাস্তবিক ১৲।১৷০ করিয়া চাউল বিক্রয়ের দিনে ৩৲ টাকা মণ পাটের কদর বেশী ছিল।

২৩। নুরনগর, লোহঘর, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত ইত্যাদি অঞ্চলে—
গাজা খাইয়া বাই গেছে গা রাগা।
তুমার গরের দর্জা দৈরা দিবাম্ এক্‌ন্ আগা।।

অর্থ। গঞ্জিকা সেবন করিয়া বায়ু উগ্র হইয়াছে। অতএব তোমার গৃহের দ্বার অবলম্বন করিয়া এখন মল ত্যাগ করিব।

২৪। গাজা খাইয়া মুচে দিলাম্ তাও
তিন গর রাইঅত আছ, থাক বা যাও?

অর্থ। গঞ্জিকা সেবনে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া গোঁপে চাড়া দিতেছি। মোটের উপর তিন ঘর প্রজা মাত্র আছ। ইচ্ছা করিলে যাইতেও পার, থাকিতেও পার।

২৫। ঐ অঞ্চলে প্রবাদ—

পথ্ থাক্তে না কাইট্টু ফারি,
শিশু গছিলেও তবু না গইচ্চ রারি।

অর্থ। প্রশস্ত পথ থাকিতে ফাড়ি পথে যাইও না। সুলক্ষণা অল্প বয়স্কার সঙ্গে বিবাহ হইলেও কুলক্ষণা বয়স্কা পাত্রী গ্রহণ করিও না।

১৬। প্রবাদ প্রবচন—

"সুসঙ্গের সঙ্গ
পর্ত্তি কতায় রং।
কুসঙ্গের সঙ্গ
গলায় ঢং ঢং॥

অর্থ। সুসংসর্গে বাস করা বাস্তবিক আনন্দজনক, কিন্তু কুসংসর্গ নিতান্তই দুঃখের কারণ।

প্রচলিত স্থান—নুরনগর, লৌহঘর, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত অঞ্চল।

(ক) "কাট্কাটা লোয়াপিডা বান্যা বিসম জাত্
তার সঙ্গে পিরিত্ কল্লে গর পুরা যায় রাইত্।"

অর্থ। সুতার, কামার, সোণার বেণের সঙ্গে প্রীতি করিলে সর্ব্বনাশ হয়।

প্রচলিত স্থান—নুরনগর, লৌহঘর, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত অঞ্চল।

১৭। "হতি নারির পতি যেমুন পর্ব্বতের চুরা,
অহতির পতি যেমুন ভাঙ্গা না'র গুরা।"

অর্থ। সতী নারীর পতি পর্ব্বততুল্য উচ্চ। অসতী নারীর পতি ভগ্ন তরণীর গুড়ার (আরার) ন্যায় বিপদগ্রস্ত।

প্রচলিত স্থান—চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, দাউদকান্দি, হোমনা থানার পশ্চিমাংশ।

১৮। আসল হরি ছেলাম্ পায় না
নানি হরি ঠেং বেরায়।

অর্থ। দূর সম্পর্কীয়া নানী শাশুড়ী সম্মান পাওয়াত দূরের কথা, নিকট সম্পর্কীয়া আপন শাশুড়ীই সম্মান পায় না।

প্রচলিত স্থান - ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

২৯। "মোড়ে মায় রান্দেনা তপ্তা আর পান্তা" ?

অর্থ। গরম ভাত আর পান্তা ভাতের বিচার করিব কি ? মাতা আদৌ রন্ধনই করেন নাই।

প্রচলিত স্থান—ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

৩০। "গরে নাই ক্ষুদ্ কু'রা পাগ্‌রী বান্দে তেরা।"

অর্থ। গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, কিন্তু ধনবান্ বিলাসীর ন্যায় উষ্ণীষ্ বন্ধন করে।

প্রচলিত স্থান—ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

৩১। "ছাল্ নাই কুত্তার মির বাগা নাম্"

অর্থ। দুর্ব্বল কুকুরও ব্যাঘ্রের ন্যায় পরাক্রম দেখাইতে চায়।

প্রচলিত স্থান—ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

৩২। "লেজ নাই গরুর গাগরা ক্ষেত্ দিয়া পথ"

অর্থ। কণ্টকময় ঘাগ্‌রা ফল লাগিবার আশঙ্কা নাই বলিয়া লেজ শূন্য গরু ঘাগ্‌রা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতে সাহস পায়। লেজ থাকিলে যাইত না।

বরদাখাত ও নয়াবাদের সংযোগ স্থলের বালকেরা শীতকালে আবছায়ায় সূর্য্য ঢাকা পড়িলে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায়না। যথা—

"গুয়া দেম্ কাইট্যা, রৈদ উট্ ফাইট্যা—।

৩৩। "চেঙ্গানী ল পোতানি, তর্ পোতে গেছে কই !
আড (হাটে) গাই বিয়াইছে খাল,
উড়ুম্ ( মুড়ি ) দিমু মুট্ মুট্
চেং চেঙ্গাইয়া রৈদ্ উড্।

৩৫। "ইজল্ গাছের বিজল্ গুটা, চাইল্‌তা গাছের লৌ।
মিডাইবাঙ্গা হাইকিলানী. রাম্‌জী নাতের বৌ॥"

মুরাদনগর থানার রামচন্দ্রপুর, দিঘলদী, পাঁচকিত্তা, ব্রাহ্মণ চাপিতলা ইত্যাদি গ্রামের ছেলেদের কথিত ছড়া।

৩৬। আর্‌নি যাইবিরে ময়না রামঠাকুরের নায় ?

রামঠাকুরের নায় গিয়া কি সুক্ পাইলি ?
উবুত্ ঐয়া নাও ডুইব্যা আক্ কৈরা রৈলি !

অর্থ। আরে ময়না (ময়না নামক বালক) আর রামনাথ ঠাকুরের নৌকায় বেড়াইতে যাইবি কিনা ? রামনাথ ঠাকুরের নৌকায় গিয়া কি কিছু সুখ পাইয়াছিস্ ? বেশীর ভাগ উপুর হইয়া নৌকা ডুবি হওয়াতে, হাঁ করিয়া মরিয়া গিয়াছিস্ !

ঐ অঞ্চলের ছেলেদের কথিত সমস্যা বা ধাঁধা—

৩৭। "রাঙ্গা মাটি চুকা দৈ
ঠেং বাঙ্গ্লে যাইবি কৈ ?

৩৮। এই খান্ থাক্যা মার্লাম্ হলা
হলা গেল্গা গাঙ্গের তলা। (জাল।

৩৯। গাছের আগাত হৈলের পোনা
কৈ যাচ্রে বাই জিলা কানা। (খেজুর)

৪০। এই দেকলাম্ এই নাই
তারা ক্ষেত বাগ্ নাই। (বিদ্যুৎ)

ঐ অঞ্চলের প্রবচন—

৪১। আমি যদি কই—
বাইঙ্গা পর্ব দৈ।

অর্থাৎ আমি বলিলে সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

৪২। আবাগ্যার লগনে
চান্দ ওডে দখিনে।

আমার দুর্ভাগ্যের সময় বলিয়া চন্দ্রও দক্ষিণ দিকে উদয় হইতেছে। অর্থাৎ দুর্ভাগ্যের সময়ে স্বাভাবিক নিয়মের কার্য্যেও ব্যতিক্রম ঘটে।

৪৩। বাতের আগ্, তরকারীর শেষ
আর জ্বাল্ দেচ্ বা না দেচ্।

অন্ন পাক করিবার প্রথম ভাগে এবং তরকারী পাক করিবার শেষভাগে খুব বেশী জ্বাল দিতে হয়। তৎপর বা পূর্ব্বে আর না দিলেও চলে।

৪৪। আড়ের আগ্, দরবারের শেষ
গেলে অয়্ অতি বেশ।

হাটের প্রথম ভাগে সদায় করাই সুবিধা, সস্তায় টাট্‌কা দ্রব্য পাওয়া যায়। দরবারের শেষে যাওয়াই ভাল, কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া শত্রু বৃদ্ধি করিতে হয় না।

৪৫। আগে গেলে বাগে খায়
পাছে থাক্‌লে বুতে পায়।

দলের অগ্রগমন ভাল নহে। বিপদ হইলে অগ্রগামীই প্রথম আক্রান্ত হয়, লাভ হইলে সকলেই ভাগ পায়। পশ্চাৎ গমনেও নানা ভয়ের কারণ আছে। অতএব মধ্যে গমনই নিরাপদ। মধ্যপন্থীই এই মতে ভাল।

সমস্যা বা ধাঁধাঁ।

৪৬। তিন তের, দিয়া বার,
নয় দিয়া আইন্যা পূরা কর।
মর্ সোয়ামীর এই নাম
পার কৈরা দেও, বারিত্ যাম্।

নদী পারার্থিনী কোন মহিলা খেয়ানীকর্ত্তৃক পরিচয় জিজ্ঞাসিতা হইয়া, স্বামীর নাম করিতে পারে না বলিয়া সঙ্কেতে পরিচয় দিতেছে। যথা—
৩ × ১৩ = ৩৯ + ১২ + ৯ = ৬০ ষাটিয়া—স্বামীর নাম।

সমস্যা—

৪৭। আগে যত পাছে তত,
তার অর্দ্ধেক, তার পাই
তারে লৈয়া একশ পাই।

যথা।—
৩৬ আগে
৩৬ পাছে
১৮ অর্দ্ধেক
৯ পাই
১ তাহার সহিত
———
১০০

প্রবচন

৪৮। এং উজায় বেং উজায়,
খৈয়া পুড়ি বুলে আমি গ উজাই।

সমর্থ ও বলবানেরা অগ্রগামী হইতেছে দেখিয়া, দুর্ব্বল ও অশক্তেরাও দুরাশা করিয়া মারা যায়। যথা, বৃষ্টির সামান্য জল পাইয়া ভেক প্রভৃতি জন্তুগণ লাফাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু খলিসা ও শফরী মাছ সেই দৃষ্টান্তে ফর্ ফর্ করিয়া অকালে মারা যায়।

প্রবাদ—

৪৯। বৈত জান্‌লে উড়েনা
খাইত জান্‌লে টুড়েনা।

যাহারা উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বসে, তাহাদের উঠিয়া সরিয়া যাইতে হয় না। আর যাহারা খাইতে অভ্যস্ত, তাহারা কখনও কম খায় না।

৫০। আগে তিতা পাছে মিডা
লুকে বুলে বালা হিডা।

লোকে বলিয়া থাকে, যে বিষয় পূর্ব্বে কড়াকড়ি করিয়া সাব্যস্ত হয়, সেই-টাই পরিণামে ভাল হয়।

৫১। কামার্ মাস্তু, কুমার কাম্
লাগে তাতে আম্ জাম্।

যে ব্যক্তি যে বিষয়ে উপযুক্ত, তাহার সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য, নতুবা বিশেষ গণ্ডগোলে পড়িতে হয়।

৫২। যেমুন খুঁপা
তেমুন চুপা।

ভূমিকা দেখিলেই বক্তব্যের দৌড় বুঝা যায়। পাত্ পাতা দেখ্‌লেই ভোক্তার ভোজ্যের ভবিষ্যৎ পরিমাণ কিরূপ হইবে তাহা বুঝা যায়।

৫৩। পরের কুচ্ছা গাইও না
আপ্‌না মরণ মৈরনা।

পরনিন্দা করিয়া আত্মঘাতী হইও না।

৫৪। পাইয়া পরের দন্
বাপে পোতে কির্ত্তন্।

পরধন হস্তগত হইলে কেহই বাহুল্য খরচ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না।

৫৫। গর জামাইয়া থাইক্ক না।
পুস্য পুত্র লইঅ না॥

গৃহ জামাতার জীবনের ন্যায় এমন ধিক্কৃত জীবন আর নাই। পোষ্য পুত্র গ্রহণ, নির্ব্বোধের কার্য্য (অধিকাংশ স্থলে)।

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, শ্রীনগর, চান্দোরা ইত্যাদি স্থানে নিম্নলিখিত গানটী করা হইয়া থাকে।

৫৬। কইঅ তুক্কু বন্দের লাগ্ পাইলে গ নিরলে
কইঅ তুক্কু বন্দের লাগ্ পাইলে।
আমার বারির উপ্‌রে দিয়া আরাক্ বারিত বৈস গিয়া
আমারে হুনাইয়া কতা কইঅ গ নিরলে। ঐ
আমার বন্দু চিকুন্ কালা, বাশী বাজায় কদম্‌তলা
বাশীর টানে মন্ ঐরা নেয়—কাচে গ নিরলে। ঐ

সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর, সাতবরগ ইত্যাদি স্থানে—

আবুদ্যা কেচার কতায় রাগ্ ঐচ কে'রে?

নুরনগরের পশ্চিমাংশ, বরদাখাত ও নয়াবাদের পূর্ব্বাংশে—

অবুঝ্ পোলাপানের কতায় রাগ্ ঐচ কিয়েরে?

চাঁদপুর, মতলব, দাউদকান্দি, হোমনার পশ্চিমাংশ—

অবোদ্ ছাইলা পাইলার কথায়্ রাগ্ হও কেন?

লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, পশ্চিমগাঁওএ—

বেবুঝ্যা ছেরাছেরির কতায়্ রাগ্ পাও কিয়ের লাইগ্ অ!

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, গৌতমপাড়া, গোকর্ণ, সুশীলপুর, সরাইল, কালীকচ্ছ. সূর্য্যকান্দি, ধর্ম্মতীর্থ ইত্যাদি গ্রামের স্থানীয় উচ্চারণ—

বাউন্‌বাইরা, গুতাওরা, গোকন. শোলপুর. অরাইল. কালীগচ্, সুরুজকান্দি, দরন্তী।

ঐ সব অঞ্চলের কথ্য—

অরনাতের বারিত্ অরিরলুট, অরসুন্দরেরা অগলে আইছে।

অর্থাৎ—হরনাথের বাড়ীর হরিরলুটে হরসুন্দরেরা সকলে আসিয়াছে।

আমরা বাল্যকালে "শ্রীকাইল" নিবাসী কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে নিম্নলিখিত গল্পটী শুনিয়াছি।

তিনি স্বগ্রামের একটি ভৃত্য সহ বহুদিন কলিকাতা প্রবাস করিয়া নিজ বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। এক দিন ব্রাহ্মণ, ভৃত্যের গৃহসংলগ্ন পুকুরের ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন; ভৃত্য নিজ মাতার সঙ্গে গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতেছে। ভৃত্যের নাম কালীচরণ। সে জানিত না তাহার মনিব তাহার এত নিকটে রহিয়াছেন; সুতরাং স্ফূর্ত্তির সহিত তাহার কলিকাতা প্রবাসের গুণপনা দেখাইবার জন্য মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,-

কলিকাতার কথ্য স্বরভঙ্গীতে—

"হ্যাগা মা! আমাদের যে একটী কাল দামের ছেলো, সেটায় কি বৎস হয়েছে গা"?

আহ্নিকে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া ভৃত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

আরে কাল্যা! কচ্ কি"? *

ভৃত্য উত্তর করিল—আইগ্যা কর্তা! না,—আমি মা'রে জিগ্যাই যে আম্রার কাইল্যা দাম্‌রীডা কি ডেকা বিয়াইছে?

সরাইল পরগণার কোন উন্নতিশীল গ্রামের বিলাত ফেরত, উচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষিত বিখ্যাত ভদ্রলোককে বলিতে শুনিয়াছি; তিনি তাহার বাটী সংলগ্ন পুরাতন ভূইমালী ভৃত্যকে বিপত্নীক ও তাহার গৃহস্থালীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সখেদে বলিয়াছেন;

"বলাক্কা! একটা রারি বিয়া কর্? তা ঐলে তর রান্দন বারণ খানিদানি খেজমত অগল্ কাম্ঐ চল্‌ব।

ভৃত্য উত্তর করিল—

কিতা কও ভাতিজা! ইতান্ তুম্রার বড্ড বর ল্যুকের কাম্, বা। আম্রা ছুডুলুকে কি রারি বিয়া কৈরা হাম্‌লাইতাম পারি বা?

* শিক্ষিতগণও যে কথ্য ভাষা ব্যবহারে সতর্ক নহেন ইহা তাহারই প্রমাণ।

অর্থাৎ মনিব বলিতেছেন,—

( বলরাম খুড়া ) বলাই কাকা ! একটা বিধবা বিবাহ কর্ ? তাহা হইলে তোর রাঁধা বাড়া খাওয়া দাওয়া সেবা শুশ্রূষা সকল কার্য্যই চলিবে।

ভৃত্য উত্তর করিতেছে—

ভাইস্তা (ভ্রাতুষ্পুত্র) কি বলিতেছ ? এই সকল ( বিধবা বিবাহ কার্য্যাদি) তোমাদের মত ভদ্র বড়লোকদেরই উপযুক্ত কার্য্য বাবা। আমাদের মত ছোটলোকে বিধবা বিবাহ করিয়া সকলদিক রক্ষা করিয়া সমাজে চলিতে পারিবে না বাবা !

অবজ্ঞা বা সংস্কার বশে, অথবা পাত্র বিশেষে সমতা রক্ষার জন্য এ জিলার উচ্চ শিক্ষিতগণও ঐরূপ কথ্য ভাষা অনেক সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিতদের তো কথাই নাই। যথা—

"কিতান্ রে কাশ্যা ! আডের্তনে হিতান্ আন্চচ্ নি" ?

অর্থাৎ কি রে কাশি ! (কাশীনাথ), হাট হইতে সেই সকল আনিয়াছিস্ কি না ?

দক্ষিণ হাজিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান নারিকেল বেপারীগণ বলিয়া থাকে—

"টিয়ার্ আপ্ তোঁতার মার্ বাঁরি ঐ দেঁখা যাঁর গৈঁ। না গাটাঁও নাঁইরল্ তুল্ ?

অর্থাৎ—টিয়া নামক ছেলের বাবা ! তোতা নাম্নী মেয়ের মাতার বাড়ী ঐ দেখা যায়। নৌকা ঘাটে লাগাও। নারিকেল তোল।

চোদ্দগ্রাম,—লাকৃশামের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ঘরামি প্রভৃতি মজুরেরা বলিয়া থাকে—

"মঁস্তানা গাঁবুর ঐঁলে কিঁ ঐবঁ বাঁওঁ ! ঠঁনা মাঁডীত্ গঁরা কৈঁত্ত্য নঁ পাঁরি বাঁওঁ !"

অর্থাৎ—জোয়ান মজুর হইলে কি হইবে বাবু ? শক্ত মাটীতে গর্ত্ত করিতে পারিব না বাবু।

ত্রিপুরার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অর্থাৎ মুন্সীগঞ্জের পূর্ব্ব দিকে মেঘনার বাম তীরে গজারিয়া হইতে শ্রীমদ্দি হোম্না পর্য্যন্ত কথ্য ভাষায়—

প্রশ্ন—"হালার ভাই হালা ! আইলা না কেন্ পুঙির পো ?

উত্তর—"আইমু কি হালার, মাহী মাতারি মৈরে গেচ্চে, তাই আহি নাইকা"।

অর্থাৎ—প্রশ্ন (গালি) "শালার ভাই শালা, (পুঙির) অসতীর পুত্র! আইস নাই কেন?

উত্তর—"আসিব কি শালা! মাসী মা মারা গিয়াছে, সেইজন্য আসিতে পারি নাই।

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, শ্রীনগর, সাতবর্গ প্রভৃতি শ্রীহট্টের সন্নিহিত ত্রিপুরার সীমান্ত স্থানের কথ্য—

"জামাই নিরে বা? বারিরত বা কোওল"? তুমার অনে বগাই আট্‌ছেনা কিবা? জামাইও আইছন্—বিয়াল্যা আড যাওগানা তে, ঘরে কুস্তা না আছে তে।

অর্থ—জামাতা নাকি? বাড়ীর কুশল ত? তোমার সঙ্গে ভগবান যাত্রা করে নাই বোধ হয়। জামাতা আসিয়াছে বটে, কিন্তু ঘরে কোন দ্রব্য নাই। বিকালের হাটে যাও।

আশুগঞ্জ, আজবপুর, চাতলপার প্রভৃতি ময়মনসিংহের সন্নিহিত প্রদেশের কথ্য।—

"আড়াই পৈসা দিয়া, ন'লর চাটি লৈয়া আওকা"? তারপর বচ্ বউকা তামুক খাউকা॥

অর্থ—আড়াই পয়সা দিয়া নলের চাটি লইয়া আইস। তারপর বাস্ বইস, তামাক খাও?

নুরনগর, লৌহঘর, গঙ্গামণ্ডল, মেহারকুল, পাইটকারার পূর্ব্বাংশের কথ্য—

গালি——"বৌ এর পুত্ কৈন্যাইয়া—তর্ বিচ্না হরাম্ চাইচ্"।

অর্থ—স্ত্রীর পুত্র অর্থাৎ (আমার ছেলে!) কনুই দ্বারা প্রহার করিয়া তোর দফা শেষ কর্‌ব, সাবধান!

"আয়অ! হাচাঐ তুই হাচারের রত গেচ্‌লি নি অ"?

অর্থ—অরে! সত্যই কি তুই সাচারের রথে গিয়েছিলি নাকি?

কালীগঞ্জ, গাঙ্গেরকোট, কুটি, চৌবেপুর, দেওরা, দেউল বাড়ী প্রভৃতি স্থানের কথ্য—

"আজ্‌গা কিরাকাইরা কৈলাম্—এই "চুরাশির দলের" চুর, হগলে মিল্যা ধরাম্, কিলাম্, মুরাম্, তারপরে কৈমুল্যা জাণ্টু মাজেষ্টরের আতে দিয়া ছারাম্"।

অর্থ—অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, - এই "চৌরাশিদলে" চোরদিগকে সকলে মিলিয়া ধরিব এবং মুষ্টিপ্রহার করিব। তৎপর কুমিল্লার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের হাতে দিয়া ছাড়িব।

### ১। (খ) জিলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণের পার্থক্য।

বাস্তবিক যে যে কারণে মানবদিগের মধ্যে, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, আচার, ব্যবহার ও ভাষাভেদ হইয়াছে; একই কথ্যভাষাভাষীদের মধ্যেও সেই সব কারণেই বিস্তর পার্থক্য হইয়াছে। এমন কি একই পরিবারভুক্ত স্ত্রীপুরুষ. বালবৃদ্ধযুবা, শিক্ষিত অশিক্ষিত, প্রবাসী অপ্রবাসী, দরবারী গৃহাবদ্ধ দিগের মধ্যে একই কথ্য ভাষা,—বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া থাকে। যাহাহৌক ত্রিপুরার কথ্য ভাষার পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই জিলার মানচিত্রটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন ও আলোচনা করিয়া ইহার বসতি স্থানগুলির অবস্থান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা নিতান্তই আবশ্যক। তৎপর বিংশ শতাব্দীর এই ক্রম-বর্দ্ধমান অবারিত শিক্ষাস্রোত ত্রিপুরার কোন্ কোন্ অংশে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং বাহিরের সহিত ত্রিপুরার কোন্ ২ অঞ্চলের অধিবাসী বৃন্দের বিশেষ সংস্রব বা সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই উক্ত পার্থক্যের কারণ নির্দ্ধারণ করা অনায়াসসাধ্য হইবে। অতএব এই জিলার ভিন্ন ২ স্থানের উচ্চারণের পার্থক্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রধানতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যথা (১) স্থানীয় অবস্থান ভেদ, (২) বাহ্য সম্বন্ধ, (৩) সাধারণ শিক্ষার প্রসার।

(১) স্থানীয় অবস্থান ভেদ,—ত্রিপুরা জিলার উত্তরাংশস্থিত যে যে স্থান, ময়মনসিংহের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে ও শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশে অবস্থিত, সেই সেই স্থানের অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার উত্তর পশ্চিমাংশের কথ্য ভাষার সহিত, ময়মনসিংহের দক্ষিণপূর্ব্বাংশের এবং উত্তর অংশের সহিত শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশের কথ্যভাষার সাম্য আছে। ত্রিপুরার পূর্ব্বাংশের ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পশ্চিমাংশের বাঙ্গলা কথ্য ভাষার ঐক্য আছে। দক্ষিণাংশের সহিত চট্টগ্রামের পশ্চিমোত্তর ও নোয়াখালীর উত্তরাংশের কথ্য ভাষার সম্পর্ক আছে। পশ্চিমাংশের ও দক্ষিণাংশের সহিত ফরিদপুরের পূর্ব্বোত্তরাংশের; পশ্চিমাংশের সহিত মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের উপরিভাগের এবং ত্রিপুরার উত্তর

পশ্চিমাংশের সহিত ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার কথ্য ভাষার সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইহার উদাহরণ ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) বাহ্যসম্বন্ধ—ত্রিপুরা জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরী ও শিক্ষা ব্যপদেশে বিভিন্নস্থানবাসী বিভিন্ন লোকের সংস্রব করিয়াছে ও করিতেছে সে সকল স্থানের ভিন্ন ২ লোকের ভিন্ন ২ রূপ শব্দোচ্চারণ ও স্বরভঙ্গী, তাহাদের কথ্য ভাষার সহিত এক সাধারণ পর্য্যায়-ভুক্ত হইয়া বাগ্‌যন্ত্রে নিশ্চয়ই এক বিচিত্র ভাবভঙ্গী সংক্রমণপূর্ব্বক অপর সাধারণের কথ্যভাষা হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ যে যে স্থানে হাট, বাজার, বন্দর, মোকাম, সাধারণ বিচারালয় প্রভৃতি বহুলোকের সংস্রবের প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সকল স্থানের কথ্যভাষা অপর স্থানের কথ্যভাষা হইতে পার্থক্য লাভ করিতেছে।

কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর মহকুমা এবং তত্তৎ এলাকাধীন বিচারালয় ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান রেলওয়েষ্টেশন প্রভৃতির কথ্য ভাষা, অপর স্থানগুলির কথ্যভাষা হইতে ঐসব কারণেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। কারণ বিভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংশ্রব হেতু স্বাভাবিক অনুকরণপ্রিয়তাতে সেই সেই স্থানবাসীর কথ্য ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে।

(৩) সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা প্রসার হেতু উচ্চারণ পার্থক্য—এই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা প্রভাব নগরের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যে যে ক্ষুদ্রতম পল্লী পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব স্থানের কথ্য ভাষা, অপর স্থানের কথ্য ভাষা হইতে জ্ঞাত সারেই হউক, আর অজ্ঞাত সারেই হউক আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রণিধান করিলে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহু স্থলেই দৃষ্ট হইবে। যখন এই জিলায় মাত্র কুমিল্লা জিলাস্কুল এবং কুমিল্লা রয়েজ স্কুল অর্থাৎ বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া স্কুল ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অন্নদা স্কুলই উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল, তখনকার দিনে এজেলায় কথ্য ভাষার আকার প্রকার যেরূপ ছিল, এখন পল্লী ২ সেইরূপ উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কথ্য ভাষা বহু সংশোধিত সুসংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া দশজন ভদ্রলোকের কাছে খাপ্পা করিবার উপযুক্ত হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে কোন ২ পশ্চিমবঙ্গবাসীর মুখে যেই ত্রিপুরা বাসীকে নর-খাদক বর্ব্বরভাষা-ভাষী বলিয়া অখ্যাতি শুনিয়াছি ; আজকাল তাঁহারা জীবিত থাকিলে, ত্রিপুরায়

আসিয়া তদধিবাসীদের কথাবার্ত্তা শ্রবণে মনে মনে বলিবেন যে "ত্রিপুরার নব প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে!" এবং সকল স্থলে প্রাদেশিক ভাষার নিন্দা করিয়া তাঁহারাও ত্রিপুরার সঙ্গে জয়লাভ করিতে পারিবেন না। আমাদের মনে আছে, যখন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের একটি পোল, মোগড়া হাওরা নদীর উপর প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় তাহার সাহেব ইঞ্জিনিয়ারের কলিকাতাবাসী একজন কেরাণী, স্থানীয় মজুরদিগের কথাবার্ত্তা আদৌ বোধগম্য করিতে না পারিয়া বিনীত ভাবে বর্ত্তমান লেখকের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। লেখক কেরাণীর ন্যায় হইয়া সেই কেরাণীবাবুর নিত্য উদ্রিক্ত কৌতূহলবৃত্তিকে চরিতার্থ করিত। আজকাল তিনি জীবিত থাকিলে মোগড়া আসিয়া সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপাদিতে সুখী হইতেন। লেখকের মত মিথ্যা কেরাণী নিযুক্ত করা সেই কেরাণী বাবুর আবশ্যক হইত না।

এইগুলি কি শিক্ষাপ্রসার, বাহিরের সংশ্রব ও অনুকরণ প্রিয়তার জ্বলন্ত প্রমাণ নহে?

## ২। সমগ্র ত্রিপুরা জেলার এবং ইহার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত ভাষার ব্যাকরণ এবং বাক্যরচনা প্রণালীর বিশিষ্টতা।

(ক) প্রায় সচরাচর বাক্যের প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়াপদ স্থাপন করিতে হয়। ইহাই ব্যাকরণের বিধি। যথা—"তুই খাওয়া দাওয়া করিয়া চলিয়া যা"? কিন্তু ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থলে পাত্র বিশেষে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যথা—

(বরদাখাতের পশ্চিমোত্তরাংশে)

১। যাইগ্যা তুই খাইয়া লইয়া। অথবা—খাইয়া লৈয়া যাইগ্যা তুই।

এখানে যুষ্মদ্ শব্দের তুচ্ছার্থে "তুই"—কর্ত্তৃপদ বাক্যের প্রথমে না বসিয়া বাক্যের মধ্যে এবং অন্তে বসিয়াছে। যা ধাতু তুচ্ছার্থে মধ্যম পুরুষে অনুজ্ঞায় "যাও" হয় কিন্তু ত্রিপুরাতে "যা" অথবা যাইগ্যা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে এই যাইগ্যা ক্রিয়াপদটি বাক্যের অন্তে না বসিয়া, আদিতে ও মধ্যে বসিয়াছে।

( নয়াবাদ পরগণাতে )

২। আইয়চ্ না তুইন্, খাচ্না, গর ? উভা রে চেরাগ্যা ! যামু আমিঅ।

এখানে প্রথম বাক্যে "তুই" কর্ত্তৃপদে আবার অনর্থক "ন" সংযোগ হইয়া বাক্যের অন্তে এবং "আইয়চ্ না" অর্থাৎ "আয়্ বা আসিস্" ক্রিয়াপদ বাক্যের আদিতে বসিয়াছে। সংশোধিত বাক্যে "তুই আয়" "ঘরে খা" অথবা 'খাও' হইবে। এবং "ওরে চেরাগ আলী, আমিও যাইব।"

( ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, শ্রীনগর, আদাঐর, হরিপুর )

৩। যাওগা তে তুই খানি দানি কৈরা"

( পূর্ব্ব মুরনগরে )

কিতা কৈবাম্ কেবল আমার পুত্ না ?

(কেবল আমার পুত্র নয় বলিয়া আর কি করিব ?)

গঙ্গামণ্ডলে।

কয়াম্কি কেবুল পুত্না আমার ?

( খণ্ডল, চৌদ্দগ্রাম, টোরা, ভীষ্ণা, চক্বস্তা, দক্ষিণশিক্ )

কি কৈঁয়ুম্ আঁঙ্গ পোঁলা ন কেঁওল।

( মতলব্ কচুয়া দাউদকান্দি হোম্না )

কৈমুকি, কেবল আমার ছেইলা নয়।

(খ) ক্রিয়ার কিঞ্চিৎপূর্ব্বেই কর্ম্মপদ বসাইতে হয়। এবং দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াস্থলে মুখ্য কর্ম্মটীকে ক্রিয়ার পূর্ব্বে ও গৌণ কর্ম্মটীকে মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে বসাইতে হয়। কিন্তু ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় সর্ব্বত্র তাহা রক্ষিত হয় না। যথা—

(রামকৃষ্ণপুর, চলন্যা, দৌলৎপুর, দুলালপুর, ঘাগটিয়া, নয়াবাদ ইত্যাদি স্থানে।)

"দেখাইয়া দেম্ তাম্সা রউঘ্যা ঝালর পোতেরে"

( অর্থাৎ রঘু ঝাল'র পুত্রকে তামাসা দেখাইয়া দিব। )

এখানে মুখ্যকর্ম্ম "তাম্সা"—দেখাইয়া দেম্ ক্রিয়ার পরে এবং রউঘ্যা ঝালর পোতেরে এই গৌণ কর্ম্মটী বাক্যের অন্তে বসিয়াছে। ইহা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।

(মোগড়া, বচিয়ারা, মনিঅন্দ, দরইন, নয়াদোল, দেবগ্রাম, কস্‌বা কৃষ্ণপুর।)

"খাওয়াইয়া দিবাম্ তালুক্‌টা নন্দারে"

( নন্দকুমারকে তালুক্‌টা দিব না )

(চৌদ্দগ্রাম, লাক্‌সাম্, চিতসী, হাজিগঞ্জ।)

"নঁ দিউম্ টেঁয়া নঁচা'র্ পোলা বঁচারে"

( নছরদ্দির পুত্র বছরদ্দিকে টাকা দিব না )

(গঙ্গামণ্ডল, মেহেরকুল, পাইট্‌কারা, লোহঘর।)

গালি—

"দেয়াম্ কি-বারার্‌গোরা হমন্দীরে, কিচ্ছু নাই আমার আত"

( সম্বন্ধীকে কি তুচ্ছ দ্রব্য দিব? আমার হাতে কিছুই নাই )

(কমলপুর, বরকাম্‌তা, মামুদপুর, চান্দিনা, মোহন্‌পুর।)

"আয়অ! তুমি কি কও, খাওন দিতাম্ কুজুররারে অ?"

( অহে, তুমি কি দুষ্ট বদ্‌মায়েস্ দিগকে খাবার দিতে বল? )

(এলিয়টগঞ্জ, রায়পুর, গৌরীপুর, সাহাপুর, জগৎপুর, মজিদপুর।)

"দিতাম্ না একটা হাইচার আগা অ তাগরে"

( একটা সামান্য উদ্ভিদের অগ্রভাগ ও তাহাদিগকে দিব না )

চাঁদপুরের উত্তর পশ্চিম, মতলব, কচুয়া, দাউদকান্দির পশ্চিম।

"খাইতে দিমু ভালা ভালা দর্ব্বো তোমাগরে"

( ভাল ভাল দ্রব্য তোমাদিগকে খাইতে দিব )

(যাইট্‌নল, কালিপুরা, গজারিয়া, বলরামপুর, হরিপুর, ছলিভাঙ্গা প্রভৃতি মুনসীগঞ্জের উত্তর পূর্ব্বাংশে মেঘ্‌নার পূর্ব্বপার।)

"যাইবার্ কৈছে ভাত্ খাইতে তোমার্গ"

( তোমাদিগকে ভাত খাইতে যাইতে বলিয়াছে )

আজব্‌পুর, পরমানন্দপুর, ঔরাইল, ডুবাজাইল, দামৌরা, হালিমপুর, গোয়ালনগর ইত্যাদি ত্রিপুরার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কিশোরগঞ্জ মহকুমার উত্তর পূর্ব্বাংশে

"লৈয়া আওখাইন্ ভাত্ খাবাইতান্ তারারে"

( তাহাদিগকে ভাত খাওয়াইতে লইয়া আসুন ):

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, গাঙ্গুরা, হরিপুর, সাতবর্গ শ্রীনগর প্রভৃতি ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব্বাংশে, হবিগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে।

"দিয়া আওখা বাশর চাটি জগৎরামের পোয়ারে"

( জগৎরামের পুত্রকে বংশনির্ম্মিত চাটি দিয়া আইস )

"আইয়ন্ গা আবুদ্যারে বাত্ খাবাইয়া"

( ছোট শিশুকে ভাত খাওয়াইয়া আসুন গে )

"দিতায়্ না নো দেখ্তাম্ তে মেড্ডাগায়ের কাল্ ভৈরব"

মেড্ডাগ্রামের কাল ভৈরব দেখিতে দিবে না ? )

(সরাইল ও নুরনগরের সংযোগ স্থলে।)

"খাইচ্লে এত পায়েস্ পিডা ক্যেরে রে অসিৎ"

( ওরে অসিত, এত পায়স্ পিষ্টক্ কেন খাইয়াছিলি ? )

(গ) করণ ও সম্প্রদান পদ কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসানই ব্যাকরণ সঙ্গত কিন্তু ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় অনেক স্থলে তাহা হয় না। যথা—

( মুরাদনগর, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, হোম্না থানার সংযোগ স্থলের গ্রামগুলিতে )।

"পাওডা কাইট্যা ফালাইছে কাইশ্যায়্ কুরাল দিয়া"

অর্থ—( কাশী কুঠার দ্বারা পদটী কর্ত্তন করিয়াছে ) এখানে "পাওডা" কর্ম্মপদের পূর্ব্বে, "কুরাল দিয়া" এই করণপদ বসে নাই।

(কস্বা থানা, দেবীদ্বার, মুরাদনগর থানার সংযোগ স্থলের গ্রামগুলিতে—)

"খাওয়ন, দাওয়ন, টেকা পৈসা দিয়া ফকির ফাক্রা, বিকারী বৈষ্টব, শুক্যা দুইক্কারে খুসী কল্লেঐ ভালা কাম্ অয়্"

( অর্থাৎ ফকির প্রভৃতি ভিখারী, বৈষ্ণব, শোকগ্রস্ত ও দুঃখীকে, আহার টাকা, পয়সা দান করিয়া সন্তুষ্ট করাই উত্তম কর্ম্ম )

এখানে ফকির, বৈষ্টব, শুক্যা, দুইক্যা প্রভৃতি সম্প্রদান পদ। টেকা, পৈসা, খাওন, দাওন ইত্যাদি কর্ম্মপদের পূর্ব্বে বসান উচিত ছিল।

(ঘ) সম্বোধন পদটী বাক্যের আদিতে স্থাপিত এবং প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় তাহা সকল স্থলে হয় না। যথা—

(দাউদকান্দি, কচুয়া, মতলব, চাঁদপুরের উত্তরাংশে।)

"যাইবা নি অ, আমাগ বারীত্ ধরের পোতে" ?

অর্থ ( ধরের পুত্র ! আমাদের বাড়ীতে যাইবে কি না ? )

এখানে "ধরের পোতে" এই সম্বোধন পদ বাক্যের অন্তে বসিয়াছে এবং সপ্তম্যন্ত হইয়াছে।

(ঙ) আধারটী ক্রিয়ার বা কর্ত্তার পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়। কিন্তু এই জেলার কথ্য ভাষায় অনেক স্থলে তাহা হয় না। যথা—

(হাজিগঞ্জ, কঙ্গাই, সাচার ইত্যাদি স্থানে।)

"আয় অ ! মাচ্ আচে নি অ তোম্‌গ পুখৈর ?"

অর্থাৎ অহে ! তোমাদের পুকুরে মাছ আছে নাকি ? এখানে "পুখুইর" এই আধারটী বাক্যান্তে বসিয়াছে।

(চ) যে পদের সহিত সম্বন্ধ, সম্বন্ধ পদটী সেই পদের পূর্ব্বে বসাইতে হয়। কিন্তু ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় তাহা সর্ব্বত্র হয় না।

(চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, চিতসী, জগন্নাথদীঘি প্রভৃতি স্থানে।)

"পাঁইত্যাম নঁ ইজ্জত্ রাইকৃত্যাম আঁঙ্গর্" বা ( আমাদের সম্মান রক্ষা করিতে পারিব না )।

এখানে "আঙ্গর" সম্বন্ধ পদটী "ইজ্জতের" পরে বসিয়াছে।

চুন্টা, কালীগচ্ছ, সরাইল, গোয়ালপারা, জেঠাগ্রাম, গোকর্ণ, গুণিয়াউক।

(ছ) অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকার পূর্ব্বে স্থাপন করাই বিধি কিন্তু—

"দেখইন্ না উইট্যা, ধল্‌পর্ দিচে কিবা"।

( রাত্রি প্রভাত হইতেছে বোধ হয়, উঠিয়া দেখুন )

এখানে "উইট্যা" অসমাপিকা ক্রিয়াটী, "দেখইন্ না" এই সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসিয়াছে।

(রামচন্দ্রপুর, কামাল্লা, পূর্ব্বহাটী, ফয়দাবাদ, বিসারা, রূপস্‌দি, পিপড়িয়া প্রভৃতি।)

(জ) বিশেষণ পদ প্রায়ই বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে কিন্তু ত্রিপুরার কোন ২ স্থলে তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। যথা—

"অ পোলা বান্দর্
তর্ মা সুন্দর"

এখানে বান্দর্, সুন্দর, বিশেষণগুলি বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে।

"তুমি যে ভালা তা হুগলেই (হুগল্‌তেই) জানে"

যাহাপুর, গাঙ্গাটিয়া, গোবিন্দপুর, বোরারচর।

"চান্দবান্নুডা কি খোপ্‌ছুরৎ রে জরদ্দ্যা?"

( ওহে জহরদ্দি! চাঁন্দভানু, কেমন সুন্দরী )

এখানে "খোপ্‌ছুরৎ" এই বিশেষণ পদ, "চান্দ্‌বান্নু" এই নামবাচক বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে।

হোম্‌না, শ্রীমদ্দি, মাথাভাঙ্গা, চম্পকনগর, নাগেরচর, ভাদীরচর, নারায়ণপুর, কাশীপুর, বাগ্‌সীতারামপুর।

"গুপ্যার মা রাক্কস্‌নী, জনৈদ্দ্যা বোম্বাইট্যারে এক্কইবারে কাচি দিয়া তাইরা ফালাইছে"

( রাক্ষসী গোপীনাথের মাতা, দস্যু জৈনদ্দিকে কাঁচি দিয়া সাংঘাতিকরূপে কাটিয়াছে )

এখানে ও "রাক্কস্‌নী" "বোম্বাইট্টা" ইত্যাদি বিশেষণগুলি "গুপ্যার মা" "জনৈদ্দা" এই বিশেষ্যগুলির পূর্ব্বে বসান উচিত ছিল।

(ঝ) ক্রিয়াবিশেষণটী প্রায়ই ক্রিয়া পদের পূর্ব্বে বসাইতে হয়। ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় কোন ২ স্থলে তাহা হয় না। যথা—

বিটঘর, মেরকোটা, শিবপুর, কাইতলা, চৌবেপুর, কুঠি।

"কিতা অ কানাইয়াদ্দা! যাচ্‌না গিয়া কস্‌বা লেলৃইষ্টিসন ধীরে ধীরে"

( কিহে কানাই দাদা! কস্‌বা রেলষ্টেশনে ধীরে ধীরে যাও না?

এখানে "যাচ্‌না" এই সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে "ধীরে ধীরে" এই ক্রিয়া বিশেষণটী বসান উচিত ছিল।

(মেটংঘর, পাণ্ডুঘর, আকুবপুর, হীরাকাশী, হয়দরাবাদ, দেওরা কোর্‌বানপুর।)

"বাইঙ্গা ফালাইছে অক্কইবারে মুচ্চুইরা"

( একেবারে মুচুরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে )

"মুচ্চুইরা" এই ক্রিয়া বিশেষণটী, "বাইঙ্গা ফালাইছে" এই সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসানই কর্ত্তব্য ছিল।

(ঞ) বাক্যান্তর্গত পদ সমূহের মধ্যে লক্ষ্য পদটী সর্ব্ব প্রথমে স্থাপন করিতে হয়। ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় সকল স্থলে সেই নিয়ম রক্ষিত হয় না।

যথা—

(তেল্ কচুয়া, বল্লভপুর, কালিকাপুর, দয়ারামপুর, গোলাবাড়ী, সুবর্ণপুর, কুমিল্লার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান।)

"আত্তঅ ! আগে ঐত্য কৈছ্লাম আমি, পার্ত্তানা তুমি উদয়পুর থাক্‌তা"

( অর্থাৎ অহে ! উদয়পুর তোমার থাকা হইবে না, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। )

এখানে "উদয়পুর থাকা"—এই লক্ষ্য পদটী বাক্যের আদিতে স্থাপন করাই সমীচীন ছিল।

এতদ্ভিন্ন এ জেলার বিভিন্ন স্থানের ভাষাও বাক্য রচনাবলীর আরও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

"তানির" বা "তিনির জ্বর হইয়া বর কষ্ট পাইতেছে" ( বরদাখাত ইত্যাদি সদরের এলাকায় )

( এখানে তানির বা তিনির না হইয়া তাঁহার বা তার হইবে। জ্বর না হইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া তিনি কষ্ট পাইতেছেন হইবে। )

(নুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল প্রভৃতি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায়।)

"তা বর আলাক্ ঐচে জ্বরডায়"

( সে জ্বরে বড়ই কাতর হইয়াছে—এইরূপ হইবে )

(চিতসী, রূপ্‌সা, নরসিংহপুর, হাজিগঞ্জ, মতলব ইত্যাদি চাঁদপুরের এলাকায়)

"হে পোলাডা বাইচ্‌ত নয়"

( সেই ছেলেটী বাঁচিবে না )

"ঐ অ ! বিশ্বাসী লোক্ বাদে গোপন কতা বেইক্ত কৈর নয়"

( অহে বিশ্বাসী লোক ভিন্ন গুপ্তকথা ব্যক্ত করিও না )

এখানে "গোপন" এই বিশেষ্যটী বিশেষণ গুপ্ত হইয়া কতা অর্থাৎ কথা এই বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসিলেই ভাল হইত।

মুরাদনগর, দেবীদ্বার, হোমনার পূর্ব্বাংশ প্রভৃতি সদরের এলাকায়।

"আমার মাতা ঘুরাইয়া মুর্চ্ছা গেলাম।"

( আমার মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় মুর্চ্ছিত হইলাম। এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। )

"বারি পুইরা আমি বর নিদানে পর্‌চি"

( বাড়ী পোড়া যাওয়ায় বড় বিপদে পড়িয়াছি। এইরূপ হইবে। )

"ডিপ্‌টী বাবু কয়েক জুনের কম সাজা ও কতেক জুনের অক্কই বারে খালাস দিয়াছে।"

(ডিপুটি বাবু কতক জনকে সামান্য শাস্তি প্রদান ও কয়েকজনকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন—হইবে।

নবীনগর, বাঘাউরা, শিবপুর, রুদ্রাক্ষপুর, নাটঘর ইত্যাদি স্থানে।

"হিকান্তে যদ্যপিস্যাৎ অপমান্‌ ঐয়া আইচি, তত্রাচ তোম্রার কাছে মান্য না পাইবাম্‌ কেরে অ"

আমি যদিও সেখান হইতে অপমানিত হইয়া আসিয়াছি, তথাপি তোমাদের নিকট সম্মান না পাইব কেন?)

"আমার দুরাদিষ্ট,—তে ছেরিডা আষ্ট মাইয়া পসব ঐল"

( আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ কন্যাটী অষ্টম মাসেই প্রসূতি হইল )

"ছেরিডা"—এই বিশেষ্যের বিশেষণ "পশব" না হইয়া প্রসূত বা প্রসূতি হওয়া উচিত।

"মেন্নত না কর্‌লে কেঐর বাপেঅ সুকীও কাজ আসিল্‌ কর্ত্ত পারে না"

( পরিশ্রম না করিলে কেহই সুখী হইতে পারে না এবং কেহই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না এইরূপ হইবে।) অথবা—পরিশ্রম না করিলে কেহই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সুখী হইতে পারে না। ) এইরূপ হইবে।

'সুখী' বিশেষণ ও কাজ বিশেষ্যের একই ক্রিয়া "কর্ত্ত পারে না" হইতে পারে না।

"আলস্যতা ছাইরা, লেখাপড়া না হিখ্‌লে, কি মান্যতাই কও, কি টেকা পৈসাই কও, কোনু নিজের উন্‌মত্তি করিতে পারিবে না।"

( অলসতা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, মান সম্মান, অর্থ কোন বিষয়েই আত্ম উন্নতি করিতে পারিবে না ) এইরূপ হইবে।

আলস্য বিশেষ্য এবং মান্যতা বিশেষ্য স্থলে, বিশেষ্য বাচক তা প্রত্যয় বাহুল্য প্রয়োগ হইয়াছে।

খোসকান্দি, সরিষারচর, পারাতলী, মরিচা কান্দী কল্যাণপুর।

"তুমি আঙ্গ বারিত্‌ আইয়া কাইজ্যা করণডা কি ভাল ঐচে?"

( আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ঝগ্‌ড়া করা কি ভাল হইয়াছে? এইরূপ হওয়া উচিত ছিল।)

"কাইজ্যা করণডা,—এই সম্বন্ধ পদের সহিত "তুমি" সম্বন্ধ না হইয়া তোমার হইবে।

"আগ মাইঅ! উভাচ্ না? তাগ বারিত নিমন্তন্ন খাইতে তুই যাওয়া উচিত,,।

( মা গো! দাঁড়াও না? তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে তোমার যাওয়া উচিত।)

এখানে তুমি সম্বন্ধ পদ না হইয়া তোমার হওয়া ব্যাকরণ সঙ্গত।

"নবীন সিং এর জিন্নাত্ থাইক্কা ছইত্রিশ বাবু বদ্রতা ঐচে্ নাইলে পাডের কেরাণী ঐয়া কেডায় না টেকা হয়? হগলইকি এমুন তর?" ( ময়মনসিংহ জেলা বাসী হইয়া সতীশ বাবু বেশ ভদ্র হইয়াছেন, নতুবা পাটের আফিসে কেরাণী হইয়া কেনা ধনী হইয়াছে? সকলইকি এইরূপ?) "বদ্রতা" এই বিশেষ্য না হইয়া ভদ্র হইবে টেকা অর্থাৎ ধন না হইয়া ধনী হইবে।

## ৩। (ক) এই জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত শব্দাবলীর বিশেষত্ব।

| শব্দ | | শব্দরূপ | যে স্থানে প্রচলিত |
|---|---|---|---|
| অস্মদ্ | ১মা বহুবচনের | আম্রা | |
| | ২য়া— ,, | আম্রারে | |
| | ৩য়া— ,, | আম্রারে দিয়া | |
| | ৪র্থী— ,, | ২য়ার মত | |
| | ৫মী— ,, | আম্রা থাইক্কা | |
| | ৬ষ্ঠী— ,, | আম্রার | |
| | ৭মী— ,, | ০ | |
| যুষ্মদ্ | (সম্প্রদার্থে)—আপ্নে, আপনারা, আপ্নারে, আপ্নারারে, আপ্নারে দিয়া, আপ্নারার থাইক্কা | | |

(তুচ্ছার্থে) বহুবচনে তোম্রা, তোম্রারে, তোম্রারে দিয়া, তোম্রা থাইক্কা তোম্রারে। — ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থানে।

তুই, তরা, তরে, তরার, তরারে দিয়া, তরা থাইক্কা, তর

এতদ্ (সম্ভ্রমার্থে)—ইনি, ইহা

ইদম্ (তুচ্ছার্থে) এ

সকল বিভক্তির রূপ। কিন্তু ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় ইনি, ইনিরা, ইনিকে, ইনিরারে, ইনিদ্বারা ইনিরার দ্বারা ইনিরার থাক্যা, এইরূপ হয়। এ, এরা একে, এরারে, এরারে দিয়া, এরা থাইক্যা, এইরূপ হয়।

এনারা এনারারে ইত্যাদি — সরাইল, নুরনগর, বরদাখাতের কতকাংশে।

অদস্—সম্ভ্রমার্থে—উনি, উনারা, উনিকে ইত্যাদি।

,, তুচ্ছার্থে—ও, ওরা, ওকে, ওরারে ওরারে দিয়া ওবা, ওরা থাইক্যা, ওরার, ওর, ইত্যাদি।

কিম্—সম্ভ্রমার্থে—কে, কারা ইত্যাদি রূপ। — ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

কিতা — সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর, হরিপুর, আদাঐর ইত্যাদি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সর্ব্বত্র।

,, তুচ্ছার্থে—কা — হোমনা, শ্রীমদ্দি, তুলাতুলী গজারিয়া, ত্রিপুরার সীমান্তে মেঘনার পূর্ব্বপাড়।

তদ্—সম্ভ্রমার্থে—তাইন — বুড়িচঙ্গ, মুরাদনগর, হোমনার

| | | |
|---|---|---|
| | | থানার উত্তর হইতে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র। |
| ,, ,, | তেইন্, তেমারা | উক্ত তিন থানার দক্ষিণ হইতে ত্রিপুরার সর্ব্বত্র। |
| ,, ,, | তা | সরাইল, কালীকচ্ছ, চুণ্টা, নবিনগর, ধরমণ্ডল, হরিপুর, আদঐর চান্দুরা। |
| | সে অপভ্রংশে, তে, হেরা, হেগ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। কিন্তু "হেগ" চাঁদপুর মহকুমায় বেশী ব্যবহৃত হয়। |

| | |
|---|---|
| শিশু—আবু— | মুরাদনগর দেবীদ্বার দাউদকান্দি কসবা নবিনগর, বড়িচঙ্গ থানা। |
| আবুইদ্যা কেচা— | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল, নাছিরনগর। |
| খুকা খুকি— | চাঁদপুরের উত্তর পশ্চিম, মত্লব, কচুয়া হোম্না থানায়। |
| ছেরা, ছেরি— | কুমিল্লা, চৌদ্দগ্রাম, লাক্সাম চান্দিনা, বরকান্তা, হাজিগঞ্জ। |
| পুত্র—পুত— | মুরাদনগর, কসবা, নবিনগর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বিভাগ। |
| পোলা— | কুমিল্লা, চান্দিনা, লাকশাম। |
| পো— | হোমনা, দাউদকান্দির পশ্চিম। |
| বালিকা—বেইলা— | বাঞ্ছারামপুর, হোমনা, দাউদকান্দি। |
| কন্যা—মাইয়া— | ত্রিপুরা প্রায় সর্ব্বত্র। |
| ভগ্নী—বইন— | ঐ |
| বাবা (সম্বোধনে) বাবু, বাপু— | ঐ |
| মা—ঐ মাইঅ— | ঐ |
| মাই গ— | ত্রিপুরার উত্তর সীমান্তে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরাইল নাসিরনগর থানায়। |

| | |
|---|---|
| বৌ—বৌআইন্ (বউসকল) | ঐ |
| বল্কল—বাকল্ ডাইন (বাকলগুলি) | মোগড়া, মনিঅন্ধ, দেবগ্রমাম আখাউরা মুকুন্দপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পূর্ব্বাংশ। |
| ব্রাহ্মণ—বাউন— | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| বামুন— | চাঁদপুর মহকুমা। |
| বরাম্মুন— | চর অঞ্চলে। |
| সূত্রধর—ছুতার বা মেস্তরী— | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| ভৃত্য—মুনি— | সদরের উত্তর পশ্চিম হইতে উত্তর ত্রিং |
| গাবুর— | সদরের দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ত্রিং। |
| মোটবাহী—মৌট্টা বা মুট্যা— | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| বেগুণ—বাইঙ্গন— | ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উত্তর ভাগ বিভাগের। |
| বাইগন— | সদর মহকুমা। |
| বাগুন্— | চাঁদপুর মহকুমা। |
| কুষ্মাণ্ড—কুম্‌রা— | উত্তর কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা |
| কুমর্— | দক্ষিণ কুমিল্লা ও চাঁদপুর মহকুমা। |
| জীর্ণবস্ত্রখণ্ড—তেনা | কুমিল্লা মহকুমা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার দক্ষিণ ভাগ। |
| কাণি— | ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উত্তরে ত্রিপুরার সীমান্ত |
| নেক্‌রা— | চাঁদপুর, মহকুমার পশ্চিম ভাগ। |
| কাষ্ঠ—ঠেঙ্গা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| কাঠ | চাঁদপুরের পশ্চিম ও দাউদকান্দি ও হোম্‌না থানার পশ্চিম। |
| মনুষ্য—মানু | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| মানু | চাঁদপুরের পশ্চিমাংশ। |
| ঝগ্‌ড়া—কাইজ্যা, কেরাঙ্কাল | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| অনর্থক তর্ক—কাণ্ডামি, আকুট্যামি | ঐ |
| দুর্ম্মুখ—কুট্‌না | ঐ |

| | |
|---|---|
| কুজুরা | দক্ষিণ ত্রিপুরা। |
| পরশ্রীকাতর—বাউদ্দা | বরদাখাত, নয়াবাদ, নুরনগর |
| পিলৈয়া | লুঘর, মেহেরকুল, পাইটকারা, |
| দাদা—দ্দা | নুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর। |
| কাকা—ক্কা | ঐ |
| পুতি | দক্ষিণ মুরাদনগর, দাউদকান্দি, কচুয়া, মতলব, চাঁদপুর। |
| মাসী—মৈ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| মাহী | হোমনা, দাউদকান্দি, কচুয়া, মতলব, চাঁদপুরের পশ্চিমাংশ। |
| মৌসা—মুয়া | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| মুসা বা মাউসা | দাউদকান্দি কচুয়া মতলব চাঁদপুরের পশ্চিম। |
| পিসা পিয়া<br>পিসী ) পি | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| সখি—সই বা হৈ | ঐ |
| বৈনারি | নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নাসিরনগর |
| সখা—ভাইয়াপী | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| বারেণ্ডা—আইত্‌না | ঐ |
| অন্দর—পাচহুয়ার | ঐ |
| মেজে—মাইজ্যাল্ | ঐ |
| ী—পাকাল্ | ঐ |
| খাদ্য—খাওয়নের দর্ব্বু | ঐ |
| মৎস্য—মাচ্, মইচ্চ | ঐ |
| মিষ্ট—মিডাই | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| গুর<br>ক্ষার | পশ্চিম ত্রিপুরা চাঁদপুরের পশ্চিম নুরনগরের প্রায় সর্ব্বত্র সরাইল পরগণার দক্ষিণ ভাগ। |

# ক্রিয়া প্রকরণ ও প্রচলিত স্থান

সংস্কৃত দা ধাতু ( দান করা )

বর্ত্তমান কাল।

| বিভক্তি | প্রথম পুরুষ | মধ্যম পুরুষ | উত্তমপুরুষ |
|---|---|---|---|
| বর্ত্তমান | দিতে আছে | দিতে আছ | দিতে আছি |
| | ( প্রায় সর্ব্বত্র ) | ( সর্ব্বত্র ) | ( সর্ব্বত্র ) |
| নিত্য প্রবৃত্তা | দেয় | দেও | দেই |
| | ( সর্ব্বত্র ) | ( সর্ব্বত্র ) | ( সর্ব্বত্র ) |
| | | দেওকাইন | দিই, দি |
| | | আজবপুর, পরমানন্দপুর, | চৌদ্দগ্রাম, |
| | | চাতলপার | লাকসাম, |
| | | | দক্ষিণ ত্রিং |
| | | দেওইন | |
| | | চুণ্টা, কালীকচ্ছ, সরাইল, | |
| | | নাসিরনগর, ফান্দাউক, | |
| | | ধরমণ্ডল, শ্রীনগর, সাতবর্গ, | |
| | | হরিপুর, আদাঐর। | |
| | অতীতকাল। | | |
| অদ্যতনী | দিন | দিলা | দিলাম |
| | | দিলায় | |
| | | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে | |
| | | শ্রীহট্টের দক্ষিণ। | |
| হ্যস্তনী | দিছে | দিছ | দিছি (সর্ব্বত্র) |
| পরোক্ষা | দিছিল | দিয়াছিলা | দিয়াছিলাম |
| | | দিছলা | দিছলাম ঐ |
| পুরানিত্যবৃত্তা | দিত | দিতা | দিতাম |

অসম্পন্না দিতেআছিল দিতেআছিলা দিতে আছ্লাম
দিতে আছ্লা

ভবিষ্যৎকাল।

| বিভক্তি | ১ম পুরুষ | মধ্যমপুরুষ | উত্তম পুরুষ | |
|---|---|---|---|---|
| ভবিষ্যতী | দিবে | দিবা | দিব, দেয়াম | গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাত |
| | | | দিয়াম | নয়াবাদ |
| | দিব | দিবায় | দিবাম্ | নুরনগর, সরাইল |
| | | উত্তর ত্রিপুরা | | |
| | | | দেমু, দিমু | চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, দাউদকান্দি, হোম্না |
| | | | দিউম্ | চৌদ্দগাঁ, লাক্সাম হাজিগঞ্জ, চিতসী |

অনুজ্ঞা

আদেশিনী দেউক দেও, দেওকা (ত্রিপুরার প্রয়োগ নাই উঃ পঃ সীমান্তে)

সম্ভ্রমার্থে

বর্ত্তমানে দেন (সর্ব্বত্র) ১ম পুরুষের
দেওয়ইন মত প্রয়োগ নাই
কালীকচ্ছ সরাইল
চুণ্টা উত্তরাংশ
দেওকাইন আজবপুর,
পরমানন্দপুর, ডুবা জাইন, চাতলপার।

অতীতে দিলেন (সর্ব্বত্র)
দিলাইন্ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সর্ব্বত্র ১ম পুরুষের মত প্রয়োগনাই

ভবিষ্যতে দিবাইন্ ঐ

অনুজ্ঞাতে দেইন ঐ

দেওকাইন্, আজবপুর, পরমানন্দপুর ঐ ঐ
ডুবাজাইল, গোয়ালনগর
চাতলপার

( যাওয়া— )

| | ১ম পুরুষ | মধ্যম পুরুষ | উত্তমপুরুষ |
|---|---|---|---|
| বর্ত্তমান | যাইতে আছে | যাউকা (উত্তরাংশে) | যাই |
| | যায় | যাও | যাইতে আছি। |
| | | যাইতা আছ | |
| অতীতে | যাইল | যাইলা | যাইলাম |
| | গেল | গেলা | গেলাম |
| | গেছে | গেছ | গেছি |
| | গেছিল | গেছ্লা | গেছ্লাম |
| | যাইত | যাইতা | যাইতাম |
| | যাইতে আছিল | যাইতা আছ্লা | যাইতে আছলাম |
| | যাইত্য লাগ্ল | যাত্যা লাগ্লা | যাত্যাম্ লাগ্লাম্ লাক্সাম, চৌদ্দগ্রাম, চিতসী ইত্যাদি দক্ষিণ ত্রিপুরা। |
| ভবিষ্যতে | যাবে | ১ম পুরুষের মত | যামু বরদাখাত, নয়াবাদ |
| | যাইবে | | |
| | যাইবায় (উত্তর ত্রিপুরা) | | যাইবাম্ নুরনগর, সরাইল |
| | যায়্ঐর্গা ( দক্ষিণ ত্রিপুরা) | | যায়াম্ গঙ্গামণ্ডল, লৌহঘর, মেহেরকুল পাইটকারা |
| | | | যাইউম্, লাক্সাম, |
| | | | যাইত্যাম্ চৌদ্দগ্রাম, চিতসী, হাজিগঞ্জ, রূপ্সা। |
| অনুজ্ঞা | যাউক | যাও | |

যাক্ যাই-অ

সম্ভ্রমার্থে বর্ত্তমানে যান ১ম পুরুষের মত

যাইন }

যাওইন

কালিকচ্ছ, সরাইল, চুণ্টা,
উত্তর ত্রিপুরা।

যাওকাইন, আজবপুর, গোয়ালনগর,
ডুবাজাইল, চাউলপার

অতীতে গেলেন }
গেছেন
গেলাইন ঐ ঐ
গেলইন

ভবিষ্যতে যাইবান্ ঐ ঐ

অনুজ্ঞাতে যাওকা
যাওকাইন ঐ ঐ

তুচ্ছার্থে বর্ত্তমানে যা

অতীতে গেলি

ভবিষ্যতে যাইবি, যাবি, যাইবে

অনুজ্ঞা যাইগ্যা

এই প্রকারে—গান করা, খাওয়া, পাওয়া, হওয়া, করা, থাকা, দেখা, চাওয়া ধরা, বসা, হাটা, হাসা, কাঁদা, বুঝা, জানা, মারা, পারা, ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়ার রূপ ত্রিপুরার কথ্য ভাষায় স্থান বিশেষে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুরূপ হইবে।

---

৩। (খ) ত্রিপুরা জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত শব্দাবলীর

মনুষ্যদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

| মূল শব্দ | কথ্যভাষায় | স্থান |
|---|---|---|
| শরীর | গাও | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | গতর | |
| | গা | |
| | শৈল | |

| | | |
|---|---|---|
| মাথা | মাতা, মুণ্ড, | ঐ |
| | মুরা, মুরি | |
| চক্ষু | চৌক্ | |
| | চোক্ | ঐ |
| ভ্রূ | ভুরু | |
| | ভুরি | ঐ |
| ওষ্ঠ | ঠুঁট | ঐ |
| জিহ্বা | জিব্রা | |
| | জিব্বা | ঐ |
| গোঁপ্ | মুচ্ | ঐ |
| হস্ত | আত্ | ঐ |
| অঙ্গুলি | আঙুল | ঐ |
| নখ্ | নৌক্ | ঐ |
| বাহু | ডেনা | ঐ |
| কনুই | কনি | ঐ |
| বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ | বুইরা আঙুল | ঐ |
| কনিষ্ঠাঙ্গুলি | কাইল্যা আঙুল | ঐ |
| বাম হস্ত | বা আত্ | |
| | বাও আত্ | ঐ |
| দক্ষিণ হস্ত | ডাইন্ আত্ | ঐ |
| ঘাড় | ঘার্, গর্দ্দান | ঐ |
| কটি | কমর, কাকাইল, মাজা | ঐ |
| পৃষ্ঠ | পিট | ঐ |
| মেরুদণ্ড | শির দারা | |
| | পিট দারা | ঐ |
| উরু | উরাৎ | ঐ |
| জানু | আডু | ,, |
| পদ | পা, পাও | ,, |
| পদমূল | পায়ের মুরা | ,, |

| মূল শব্দ | কথ্যভাষায় | স্থান |
|---|---|---|
| অস্থি | আর্, আড্ডি | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| মস্তিষ্ক | মজক্ | ,, |
| প্লীহা | পীলা, ছারু | ,, |
| যকৃৎ | বুক্ পাত্ পীত্ | ,, |
| উদরের নাড়ী | পেডের আতুরি | ,, |

---

গৃহ ও গৃহের আসবাব্

| | | |
|---|---|---|
| প্রকোষ্ঠ | কুডা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| দেওয়াল | দেওয়ার, বেরা | ,, |
| মেজে | মাইজ্যাল্ | ,, |
| | হমুক্ ছুয়ার | ,, |
| খট্টা | খাট্, ছাপার কাড্ | ,, |
| বিছানা | বিচ্না | ,, |
| কন্থা | কাঁথা | চাঁদপুর, মত্লব, কচুয়া, গজারিয়া, মোহনপুর। |
| | খেতা | অপর সর্ব্বত্র |
| | খাতা | নুরনগর, সরাইল। |
| পাশ বালিস | কুল বালিস | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| দর্শন | আয়না, আশ্শী | ,, |
| চিরুণী | কাকই, কাখৈ | ,, |
| | হনি | নয়াবাদ চর অঞ্চলে |
| পাখা | পাংখা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| | চিকুনি, বিচৈন্ | উত্তর ত্রিপুরা। |
| জানালা | খের্কী, জিনালা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| সম্মার্জ্জনী | পিছা | বরদাখাত, নয়াবাদ, নুরনগর, লোহঘর, পাইটকারা, মেহেরকুল |

| মূল শব্দ | কথ্যভাষা | স্থান |
|---|---|---|
| | হাচুইন্ | সরাইল উত্তর ত্রিপুরা। |
| | ঝাড়া | চাঁদপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা |
| মাটীরসীরি | ওড়া | সর্ব্বত্র |
| গৃহভিত্তি | ঘরের ভিটা পৈড়া | সর্ব্বত্র |
| পর্দা | পরপর্দ্দা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| | বেড়ন্ কাপর | |
| তরওয়াল্ | তেউরাল | ,, |
| জলের কলস রাখিবার মাটীর ঢিপি | কৈল্যাল্ | ,, |
| তাক্ | থাক্ | ,, |
| মৃন্ময় পিলসুজ | ঠেনা, গাচা | ,, |
| প্রেক্ | পেরাগ | ,, |
| প্রদীপের মৃন্ময় তৈলাধার মুচি (সর্ব্বত্র) চাড়া বাহুতারামপুরের | এলেকা | ,, |
| সাবান | হাপান্<br>হাবান্ | ,, |
| প্রদীপ | পর্দ্দীম্<br>বাত্তি<br>পর্ | ,, |
| লণ্ঠন | লেণ্ডন্ | ,, |
| সলিতা | সৈল্তা<br>হৈল্তা | ,, |
| দ্বার | দর্জ্জা<br>দুয়ার | ,, |
| পাপোষ্ | পাওপুছনী | ,, |
| অর্গল | ওর্খা | ,, |
| চাবি | ছুরানী | ,, |
| বারেন্দা | আইত্না | ,, |
| বৈঠক | বৈড়ক্খানা<br>বাহের ঘর | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| আঙ্গিনা | উডান্ | ,, |
| চঙ্গ বা মই | চকম্ | ,, |
| দ্বারী | দ্দরান, দরুয়ান্ | ,, |
| ঝাঁট | আছার | ,, |

জন্তু।

| | | |
|---|---|---|
| জন্তু | জনোয়ার, জন্নার | ,, |
| পক্ষী | পইক্ | ,, |
| | পাক্যা | নুরনগর, সরাইল |
| কীট | পুক্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| পতঙ্গ | পর্জ্জাপতি<br>ফরিং | ,, |
| বিড়াল | বিলাই | |
| | মেকুর | ,, |
| কুকুর | বিল্লী | সরাইল, কাশীনগর |
| | কুত্তা, কুত্তী | ,, |
| জলমগ্ন নৌকা | খেলান্যা নাও | সর্ব্বত্র |
| বলদ | দাম্‌রা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| ষাঁড় | হার, বেরেশ | ,, |
| বৎস | বাছুর, ডেকা | ,, |
| অশ্ব | ঘুরা | ,, |
| হস্তী | আতি, হাতি | ,, |
| গর্দ্দভ | গাদা | ,, |
| মহিষ | মৈস্ | ,, |
| গণ্ডার | গেরা | ,, |
| হরিণ | অরিং | ,, |
| ভেড়া | মেরা | ,, |
| শূকর | হুয়র্ | ,, |
| | পয়মাল | পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পশ্চিম ও জেলা ত্রিপুরার পূর্ব্ব সীমান্তে |

| | | |
|---|---|---|
| খেঁকশৃগাল | বুধিহিয়াল্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| বন্য শূকর | জঙ্গল্যাহুয়র | ,, |
| ব্যাঘ্র | বাগ্ | ,, |
| চিত্র ব্যাঘ্র | টিক্কাপুড়াবাগ্ | ,, |
| নেক্‌ড়েবাঘ | খান্দুরা বাগ্ | ,, |
| বানর্ | বান্দর্ | ,, |
| সজারু | সেজা, হেজা | ,, |
| ভল্লুক | বালুক্ | ,, |

কীট, পতঙ্গাদি।

| | | |
|---|---|---|
| বৃশ্চিক | বিচ্ছু, চেলা | ,, |
| বীছা | ছেঙ্গা | ,, |
| বোল্‌তা | বলা | ,, |
| তৈল পায়িকা | তৈল পোকা, তেলিচোরা, আরস্তুলা | ,, |
| ভিমরুল | ভিঙ্গুল | ,, |
| কেন্নুই | কেরী | ,, |
| ছারপোকা | উলুস্ | ,, |
| সর্প | সাপ, হাপ | ,, |
| গোসর্প | গুইল, আইরল, গোসাপ | ,, |
| আঞ্জিনেয় | আজিলা, হাপের মৈ | রামচন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, দিগলদী ব্রাহ্মণ চাপিতলা |
| কেঁচো | কেউচ্চা | ,, |
| | জির | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| কর্কট | কাক্‌রা | ,, |
| কুম্ভীর | কুমীর, কুমুইর | ,, |
| কচ্ছপ | কাছিম | ,, |
| কুর্ম্ম | কাউট্টা | ,, |

| | | |
|---|---|---|
| শুশুক্ মৎস্য | হুমাছ | ,, |
| শম্বুক | হামুক | ,, |
| কাক্ | কাউয়া | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| কোকিল | কুলি | ,, |
| মাছরাঙ্গা | মাউচ্চা রাঙ্গা | ,, |
| চড়ুই | চড়া | ,, |
| ঘুঘু | ঢুপী | ,, |
| কবুতর | কৈতর | ,, |
| বক্ | বগা | ,, |
| হংস | আশ | ,, |
| মোরগ | মুর্গা | ,, |
| মুরগীর ছানা | মুর্গির বাচ্চা | ,, |
| মূল শব্দ | কথ্যভাষা | স্থান |
| বাজ | হাচান | ,, |
| | আচান | উত্তর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। |
| শকুন | হুগইন, হুকুন | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| পাখীর পালক | পৈকের পাক্না | ,, |

বৃক্ষ।

| | | |
|---|---|---|
| আতা গাছ | সোরপা গাছ | ,, |
| | মেওয়া গাছ | রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর। |
| খেজুর গাছ | খাজুর গাছ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| সুপারী গাছ | গুয়া গাছ, শুপারী গাচ | ,, |
| পেয়ারা গাছ | গয়াম গাছ, গৈয়াম গাছ, সবরী আম | পশ্চিম সীমান্তে। |
| জল্পাই গাছ | জল্পই গাছ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| পাট পাছ | নাল্যা গাছ | ,, |
| বেগুণ গাছ | বাইগন গাছ | ,, |
| | বাইঙ্গন গাছ | উত্তর সীমান্তে |
| | বাগুণ গাছ | চাঁদপুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা |

| | | |
|---|---|---|
| মরিচ গাছ | মৈচ গাছ | ,, |
| | মরিচ গাছ | সর্ব্বত্র |
| তেঁতুল গাছ | তেতৈগাছ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | আম্‌লী গাছ | ,, |
| গাছের কাণ্ড | গাছের ডিম্ | ,, |
| | গাছের গুরি | চাঁদপুর ইত্যাদি |
| বল্কল | বাকলা, খোলস্ | প্রায় সর্ব্বত্র |
| দাড়িম্ব বৃক্ষ | ডালুম গাছ | ,, |
| লেবু গাছ | লেম্বু গাছ | ,, |
| | লেমু গাছ | পশ্চিম সীমান্তে |
| পেঁপে গাছ | পাউপ্যা গাছ | ত্রিপুরার সর্ব্বত্র |
| বদরী বৃক্ষ | বরই, বরি গাছ | ,, |
| হরিতকী বৃক্ষ | অর্ত্তকী গাছ | ,, |
| খোসা | ছাল্, বাক্‌লা | ,, |
| বীচি | আলি বা হালি | ,, |
| | আড়ি | পশ্চিম সীমান্তে |
| বোটা | বডু | সর্ব্বত্র প্রায় |
| শসা | হুমা, কইয়া | ,, |
| মটর | কেওরা, -কলই | ,, |
| অরহর | অরল্ | ,, |
| শাক সবজী | হাগ পাতি | ,, |

## সম্পর্ক।

( পূর্ব্বে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা ব্যতীত )

| | | |
|---|---|---|
| বিমাতা বা সৎমা | হতাইমা, হৎমা | সর্ব্বত্র প্রায় |
| ঠাকুর মা | দিদি | ,, |
| দেবর | দেওর, ছোট্ ঠাকুর | ঐ নুরনগর |
| ভাসুর | ভাউর, বট্‌ঠাকুর | ঐ নয়াবাদ |
| ভগ্নীপতি | বনই, বনুই, বনো | ,, |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
| --- | --- | --- |
| | বোনাই | চাঁদপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা |
| শ্যালক | স্ত্রীর কনিষ্ঠ—হালা<br>,, জ্যেষ্ঠ হমন্দী বা বরগিরী | প্রায় ত্রিপুরার সর্ব্বত্র |
| শ্যালিকা | স্ত্রীর কনিষ্ঠা হালি<br>,, জ্যেষ্ঠ জেডস্ | ,, |
| শ্বশুর | হউর | ,, |
| শ্বাশুরী | হাউরী, হরি | ,, |
| বৈমাত্র ভ্রাতা | হতল্ ভাই | ,, |
| বৈমাত্র ভগ্নী | হতল্ ভইন্ | ,, |
| শ্যালিকা পতি | বর্গিরি, বায়রা | ,, |
| আত্মীয় কুটুম্ব | ইষ্টি কুডুম্ | ,, |
| প্রতিবেশী | পারা পর্সী | ,, |
| সুহৃদ | হুরিদ | ,, |

পীড়া

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
| --- | --- | --- |
| পীড়া | ব্যম, বেম, বেরাম, ব্যামার | প্রায় ত্রিপুরার সর্ব্বত্র। |
| উদর ব্যথা | পেট কামরানি | ,, |
| শিরঃ পীড়া | মাতা বেতা, মাতা কাম্‌রান | ,, |
| উদরাময় | পেডের অসুখ, পেট্ নামানী | ,, |
| উদ্গার | উট্কান্, বমি | ,, |
| | উক্ | হোম্না, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগরের কতক |
| ওলাউঠা | লামানী | প্রায় সর্ব্বত্র |
| | উবার ব্যারাম | নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে |
| আমাশয় | কাম্রি | প্রায় সর্ব্বত্র। |
| | পেট্ চিপা | নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে |
| স্ফোটক | ফুরা, ফুট, গুটা | প্রায় সর্ব্বত্র। |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| দদ্রু | দাউদ্ | ,, |
| | দাদ্ | চাঁদপুর, পশ্চিম সীমান্ত |
| চাঁচ্‌রা | খাজ্‌লী | প্রায় সর্ব্বত্র |
| জল বসন্ত | পাইন্যা গুডা | ঐ |
| রোগী | বেরাম্যা, বেমারী | ঐ |

বার ও মাসের নাম

| | | |
|---|---|---|
| রবিবার | রৈব্‌বার | ঐ |
| সোমবার | সম্‌বার, হম্‌বার | ঐ |
| মঙ্গলবার | মুঙ্গল্‌বার | ঐ |
| বুধবার | বুইদ্‌বার | ঐ |
| বৃহস্পতি | বিস্যুদবার | ঐ |
| শুক্রবার | শুক্কুরবার, হুক্কুরবার | ঐ |
| শনিবার | শনি বা হনি | ঐ |
| বৈশাখ্ | বৈশাগ্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| জ্যৈষ্ঠ | জেঠ, জেঁট | ঐ |
| আষাঢ় | আষার | ঐ |
| শ্রাবণ | হাওন | ঐ |
| | শাওন | চাঁনপুর, দাউদকান্দী, মতলব কচুয়া, হোমনার পশ্চিম |
| ভাদ্র | ভাদর | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| আশ্বিন | আশ্বিন | ঐ |
| কার্ত্তিক | কাতি, কাত্তিক | ঐ |
| অগ্রহায়ণ | আগুন্, আঘন্, অগ্রাণ | ঐ |
| পৌষ | পুস্ | ঐ |
| মাঘ | মাগ | ঐ |
| ফাল্গুন | ফাগুন্ | ঐ |
| চৈত্র | চৈত | ঐ |

## বিবিধ।

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| পুস্তক | পুতি, বই, কিতাব | ঐ |
| মলাট | মলট, বেডন | ঐ |
| স্কুল | ইস্কল্ | ঐ |
| ছাত্র | পড়ন্যা, পড়ুয়া | ঐ |
| শিক্ষক | গুরুমশয় | ঐ |
| সরকার | হরকার | ঐ |
| সমপাঠী | হমান পড়ন্যা | ঐ |
| কাগজ | কাগত | ঐ |
| দোয়াত | দওয়াইত | ঐ |
| ছুরি | চাকু, কাডাইর | ঐ |
| ঘন্টা | ঘণ্ডা | ঐ |
| শ্রেণী | হাইর, কেইল্, লেইত পংক্তি | চাঁদপুর পঃ দঃ ত্রিপুরা |
| চক্ | খরিমাডি, চাখড়ি | ঐ |
| পৃথিবী | পির্ত্তিমি | ঐ |
| চেয়ার (বিজাতীয়) | মাইচা, কেদারা | ঐ |
| শ্লেট | ছিল্লট | ঐ |
| বাজিরাখিয়া খেলা | আরাজিদ্দি করিয়া খেলন | ঐ |
| হাতুরী | আতুরা | ঐ |
| বাটালি | বাডাইল, বাডাল | ঐ |
| হাতা | আতা | ঐ |
| স্বর্ণকার | হোনারু, হুনার, বান্যা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| শিকল | ছিগল্ | ঐ |
| লৌহ | লুয়া, লওয়া | ঐ |
| মৃন্ময় পাত্র | মাইট্টা পাইলা | ঐ |
| কলসী | কলস্, কলা | ঐ |
| নৌকার বাদাম | পাল, বাওয়ার | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| দরজী | খলিপা | ঐ |
| সূঁচ | ছুইচ্ | ঐ |
| সূতা | ছুতা | ঐ |
| পকেট ( বিজাতীয় ) | জেব্, খইল্তা | ঐ |
| পশম্ | লোম্. লোম্বা, রোম্বা | ঐ |
| ছাতা | ছাতি | ঐ |
| লবণ | নুন্, নিমক | ঐ |
| লাটিম্ | লাড়ুম | ঐ |
| তামাক | তামুক | ঐ |
| হুক্কা | ডাবা, ওক্কা | ঐ |
| চালনী | চালৈন | ,, |
| যাঁতা | কলই, চুরণী | ,, |
| গাঁইট | বস্তা | ,, |
| নর্দ্দমা | গলান্, জান্ | ,, |
| গ্রাম | গেরাম্, গাও, গা | ,, |
| পল্লী | পারা, লচ্তী | ঐ নুরনগর, বরদাখাত, নয়াবাদ |
| সেতু | পুল্, হাউক্কা | ,, |
| বেহারা | বেরা, সওয়ারী বওণ্যা | ,, |
| বন | জংলা | ,, |
| ঝোপ | আরা | ,, |
| পাচক | পাকসী, রান্দইন্যা, রসুইকরণ্যা, রস্ইয়া | ,, |
| পাক্শালা | রান্ধনঘর, পাক্ঘর, রসইঘর | ,, |
| পাংশুণ | ছাই, ছালি | ,, |
| থালা | থাল | ,, |
| ঘটী | ঘট্যা, লুডা | ,, |
| ধূম | ধুমা, ধূয়া | ,, |
| জ্বালানী কাষ্ঠ | লাক্রি, দাউর | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | খরি | চাঁদপুর দক্ষিণ ত্রিপুরা |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| কয়লা | আংরা, আঙ্গার, কৈলা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| ব্যঞ্জন | বেজুন, বেন্নুন | ঐ |
| প্রাতরাশ | বেইন্যা খাওন | ঐ |
| | বেইন্যা খানি | ত্রিপুরার উত্তর সীমান্তে |
| মধ্যাহ্ন ভোজন | মাধ্যান্যা খা ন | ঐ |
| বৈকালিক ,, | মাধান্যা খাওন | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| জলযোগ | জলখাওন, জল খাওয়া | ঐ |
| উপবাস | উপাস | ঐ |
| উৎসব | উঁচ্ছব, বেপার | ঐ |
| অট্টালিকা | দলান, পাক্কা ঘর | ঐ |
| জালজীবী | জাওল্লা, গাবর | ঐ |
| গো-গৃহ | গওয়াইলঘর, গোচলা | ঐ |
| রাখাল | রাক্কল, রাকুয়াল | ঐ |
| নাবিক | নাইয়া, মাঝী | ঐ |
| গ্রেপ্তার (বিজাতীয়) | গিলিপ্‌তারী | ঐ |
| উষ্ণ | তত্তা, তপ্তা, গরম, উম্‌ | ঐ |
| বৃষ্টি | বিষ্টি, ঝরি | ঐ |
| ঝড় তুফান | বানবাতাস | ঐ |
| ঘূর্ণিবায়ু | বানকুরালি | ঐ |
| বজ্র | ঠেডা, ঠাডা | ঐ |
| বিদ্যুৎ | বাণজিল্‌কি | ঐ |
| বন্যা | ঢল | গোমতী, হাওরা, মন্নু নদীর তীরবর্ত্তী স্থান |
| | ঢলট | নুরনগর, সরাইল |
| | ধলি | বরদাখাত, নয়াবাদ |
| কুজ্ঝটিকা | খোয়া, কোয়া | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| শিশির | ওস্‌ | ঐ |
| বরফ | হিল | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
| --- | --- | --- |
| ঝরণা | ছরা, ছেরা | পার্ব্বত্য ত্রিপুরার নিকটবর্ত্তী |
| স্রোত | সুত, হোত | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| উইটিপি | উলুর বাসা | ঐ |
| ভূমিকম্প | ভুঁইচাল | নুরনগর, সরাইল লৌহঘর |
| নদী | গাঙ্গ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| খেয়াঘাট | গোদারা, খেওয়াঘাট্ | ,, |
| সমুদ্র | সায়র্, দৈরা | ,, |
| আকাশ | আসমান (বিজাতীয়) | ,, |
|  | শূণ্য, আশাক, দেওয়া | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া |
| ছায়াপথ | নাওদারা ও দুধ্ জাঙ্গাল | বরদাখাত, দঃ পঃ ত্রিপুরা। |
| আলো | পর্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| অন্ধকার | আন্দাইর | ঐ |
| জ্যোৎস্না | জোনাক, জুনপর, চান্দিপর | ঐ + উঃ ত্রিপুরা |
| বৈকাল বেলা | বিকাইল্যাবালা, বিয়াল্যাবালা | ,, |
| প্রাতঃকাল | পৈত্যাবালা | ,, |
| সন্ধ্যাবেলা | হাইজ্যাবালা | ,, |
| নীল | লীল | ,, |
| পীত | ঐল্দা | ,, |
| শ্বেত | হাদা, ধলা | ,, |
| কৃষ্ণ | কালা, আন্দা | ,, |
| দীর্ঘ | দিগ্লা, লাম্বা | ,, |
| খর্ব্ব | বাইট্টা, খাট | ,, |
| বড় | ডাঙ্গর | ,, |
| ক্ষুদ্র | ছুডু, এট্টুখানি, উট্টুখানি | ,, |
| পুরু | দল | ,, |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| শুষ্ক | হুক্‌না | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| আর্দ্র | ভিজা | ,, |
| মসৃণ | পালিস্, হমান | ,, |
| ভঙ্গুর | মট্‌কারা, টন্‌কা | ,, |
| শক্ত | টাডি, ডাট, | ,, |
| তীক্ষ্ণাস্ত্র | ধারাইল অচ্, ধারাইল আইত্তার | ,, |
| ধারহীন দাঁ | ভোতা দাও | ,, |
| সুলভ | হস্তা, সাজিব বা হাজিব | ,, |
| মহার্ঘ্য | আক্‌রা, মূল্, দাম্ | ,, |
| নূতন | নয়া | ,, |
| সুন্দর | ঢক্, খুপী | ঐ+উঃপঃ ত্রিপুরা |
| উত্তম | খুব ভালা | ,, |
| সুগন্ধ | খোস্‌বই, ভালাবাঁস | ,, |
| কুৎসিৎ | কুচ্ছিৎ, বেঢকা | ,, |
| বিনামূল্যে | মাগ্‌না, দাম্ ছারা | ,, |
| মন্দ | খরাপ্ | ,, |
| চরিত্র | খাইচ্চ্‌ত | ,, |
| নির্লজ্জ | বেলাজা, বেলাল্লা | ঐ+দঃ পঃ ত্রিঃ |
| নিরীহ | ঠাণ্ডা, সিদা | ,, |
| মূর্খ | মুরুক্ক | ,, |
| বুদ্ধিমান লোক | বুঝালোক, বুঝামানু | ,, |
| অজ্ঞ | অজ্ঞেন<br>বেবুজ<br>অবুজ | ,, |
| কিঞ্চিন্মাত্র | কদ্দুরা, একটুখানেক | দেবীদ্বার, বরকান্তা, মুরাদনগর থানা |
| ক্ষুধা | পেডের ভুক, ক্ষিদা | ঐ+চাঁদপুর, পঃ ত্রিঃ |
| তৃষ্ণা | তিরাশ, তিষ্ণা, পিয়াসা | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| যুবা | যুয়ান্যা, জোয়ান | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| খোঁড়া | লেংরা | ,, |
| অলস | আলস্যা | ,, |
| পরিশ্রমী | মেন্নইত্যা | ,, |
| বলবান | জোরদার, জোরাল্ | ,, |
| দুর্ব্বল | নিজ্জোইরা, মের্তা | ,, |
| হৃষ্টপুষ্ট | মোডা-সোডা, লাবোস্-লুবোস্ | ঐ + দঃ পঃ ত্রিঃ |
| ভীরু | ডোরা, ডরাইন্যা | ,, |
| পরিষ্কার | ছাফ, সাফ্ | ,, |
| নির্ব্বোধ | বেআক্কল, বোকা, বেকুব | ঐ + দঃ পঃ ত্রি |
| নোংড়া | খাচ্চর, পিছাস, পেরেত্ | ,, |
| পোষা | পালা | ,, |
| অহঙ্কারী | ডেমাইক্যা, টিমকী | ,, |
| বিমর্ষ | বেজার | ,, |
| উজ্জ্বল | চক্‌চইক্যা, ঝক্‌ঝইক্যা | ঐ + দঃ পঃ ত্রি |
| পক্ক | পাক্‌না, ঢেব্-ঢেইব্যা | ,, |
| মিষ্ট | মির্ডা, মিঠা | ,, |
| টক্ | চুকা | ,, |
| স্বাদ | মজা, হওয়াদ | ,, |
| প্রথম | পর্‌থম্, পইলা, আগে | ,, |
| দৈর্ঘ্য | দীগে, লম্বায় | ,, |
| প্রস্থ | পাশ | ,, |
| গভীর | খোচ | ,, |
| সাধু | হাউদ্ | ,, |
| দুর্ভাগা | আবাগ্যা | ,, |
| অকর্ম্মণ্য | গাইরা, আকর্ম্মা | উঃ মুরাদনগর, বাঞ্ছারামপুর, হোমনা, মতলব, কচুয়া, চাঁদপুর |
| মনোযোগ | একাচিত্তে | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| তাহাতে কি ? | হের্ কি ? এয়লাগ্যা কি | প্রায় সর্ব্বত্র |
| চতুর | চালাক | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | ছট্‌ফইট্যা | লাক্‌সাম, চৌদ্দগ্রাম |
| | | চিতসী, রূপ্‌সা, হাজিগঞ্জ |
| বাহুল্য কার্য্য | আগ্‌র বাগর্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | সেএন্, সে এ না | চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, |
| | | দাউদকান্দি, হোম্‌না |
| বোকা মানুষ | বেকুব, সিদামানু | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | অছদ | চরঅঞ্চলে চৌরাজাগা |
| প্রথম | পৈলা, পর্‌থম্ | ঐ |
| সৌভাগ্যবান্ | কপাল্যা, ভাইগুত্যা | ঐ |
| সে (তুচ্ছার্থে) | হেয়, তে, তা | প্রায় সর্ব্বত্র + উঃ ত্রি |
| সত্যবাক্য | হাচা কতা | ঐ |
| মিথ্যা বাক্য | মিচা কতা | ঐ |
| বিপদ্ | আপদ্, বালাই | ঐ |
| জ্ঞান | বুঝ্, বুদ্, গেন্ | ঐ |
| আলো | পর্ | ঐ |
| অন্ধকার | আন্দাইর | প্রায় সর্ব্বত্র + উঃ ত্রি |
| ফাজিল | ফাত্‌রা | ঐ |
| | হাত্‌রা | দক্ষিণ ত্রিপুরা |
| | ফর্‌ফইরা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| ছেলে মানুষী | পোলা পান্যামি | ঐ |
| বৃদ্ধ | বুরা, বুইরা, পরাচিন্নি | ঐ + দঃ পঃ ত্রি |
| যৌবন | জোয়ান্‌কী | ঐ |
| ভীরু | ডরুক, ডরান্যা | ,, |
| সাহসী | তেজী, হিম্মতী | মধ্যাঞ্চলে |
| | গোর্দ্দাওলা | চর্ অঞ্চলে |
| বল | জুর | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
| --- | --- | --- |
| ঘৃণা | ঘিন্না | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| অবহেলা | এলাজ্জেনা, এলা | ,, |
| লজ্জা | ছরম্, লাজ | ,, |
| তাহাকে | (তুচ্ছার্থে পুংলিঙ্গে) হৈরে, তারে, এরে | অধিকাংশ স্থলে |
| | (স্ত্রীলিঙ্গে) তাইরে | ,, |
| | হেইরে | নুরনগর, সরাইল |
| সহানুভূতিশীল | সুখের সুখ্যা দুক্কের দুইক্যা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| লোভ | লালচ্ লাল্চী | ,, |
| ক্রুদ্ধলোক | রাগী মানু | ,, |
| পবিত্র | সুদ্দ সাঙ্গ | ,, |
| অধ্যবসায়ী | নাছার বান্দা, মেন্নতী | ,, |
| কৃপণ | কির্পন্যা | ,, |
| | কির্পিন | ,, |
| ভুলিয়াছি | পাওর্চি | ,, |
| | পাওইরা গেচি | ,, |
| সন্দেহ | সন্দ | ,, |
| প্রশংসা | সুক্যাত্ | ,, |
| ঠাট্টা ( বিদ্রূপ ) | মশ্কারী, ঠেস্ | ,, |
| আপত্তি | উজর | ,, |
| সঙ্গীত | গাহান | ,, |
| | গাহেন | ,, |
| | গাএন | ,, |
| | গাঁদ্ | ,, |
| ছোক্রা | ঘাটু ( ছেলে নর্ত্তক ) | ,, |
| | ছোরা | চাঁদপুর, মতলব |
| | ছেরা | হোমনা, দাউদকান্দি, বাঞ্ছারামপুর |
| নিরাশা | নৈরাশ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | নৈরাশা | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| লক্ষ্যহীন | নিলক্যা | ঐ |
| আঁইশ | আইচ্লা | ঐ |
| গ্রন্থী | গিরা, গিট্ট | ঐ |
| কিঞ্চিৎ নহে | কিচুনা, কিচ্ছুনা, কিছুনা | ঐ |
| | কুস্তায়না | সরাইল |
| বাকল্ | চুক্লা, খোলস্ | সতরখণ্ডল, দাউদপুর |
| | কুস্তানা | মোগড়া, মনিয়ন্দ, আখাউড়া, মুকুন্দপুর |
| মগ্ন | ডুবা, তল হওয়া<br>বোর দেওয়া | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র<br>নিম্ন শ্রেণী |
| জাহাজ | জাজ্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| নগ্ন | লেংডা | ঐ |
| কেবল মাত্র | কুছু | ঐ |
| গমনশীলের সঙ্গ পাওয়া | লাগল পাওন | ঐ |
| দাঁতখিচান | ভেট্কী, ভেচ্কী, ভেঙ্গান্ | ঐ |
| নিম্নে | তলে, নীচে | ঐ |
| শব্দ | রাও | ঐ |
| রস | তস্ | ঐ |
| মনোযোগ | একচিত্তে | ঐ |
| সহ্য করেনা | সয়্না, হয়্না | ঐ |
| | র' মানেনা | ঐ |
| গতি | রুক্, রু | ঐ |
| আরাম্ করে | জিরায়্ | ঐ |
| শস্যাধার | ডুল্, ডোবার্ | ঐ |
| পোড়ান্ | পুইরা ফালান্ | ঐ |
| হওয়া | অওয়া | ঐ |
| জন্মিয়াছে | জর্ম্মিছে, ঔচে | ঐ |
| গাভী প্রসব হইয়াছে | গাই বিয়াইছে | ঐ |
| | গাই পর ঐচে | নুরনগর, সরাইল, সতখণ্ডল, দাউদপুর, সাতবর্গ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| ছিদ্র | ঘাই, ফুটা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | ছেদা, ছেন্দা | চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া দাউদকান্দি, হোমনার পশ্চিমাংশ। |
| চেঁচাইয়া বিলাপ | কুয়াদিয়া কান্দা বা কুয়ান্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| নীল | লীল | ঐ |
| বোঝা | পুজা | ঐ |
| বহিয়াছিল | বৈছিল্ | ঐ |
| কবর দেওয়া | মাডি দেওন | ঐ |
| ফেলা | ফালান্, হালান্ | ঐ |
| তাড়াতাড়ি | ঝট্ কৈরা | ঐ |
| | চট্টর্ কৈরা | দাউদকান্দি, হোম্না, বাঞ্ছারামপুর |
| | চপট্ কৈঁর, | লাকসাম, চৌদ্দগাও, চিতসী, রূপ্সা, |
| | চালাক্ কৈরা | চান্দিনা, বরকান্তা, দেবীদ্বার, দক্ষিণ মুরাদনগর |
| দূরবর্ত্তী | দুরই | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| বাধা দেওয়া | পাতালিত্রাপ। | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| কুতর্ক | কাণ্ডালী, আকলডাঙ্গালী | ঐ |
| সেই পার্শ্বে | হেই গালা | দেবীদ্বার, চান্দিনা, কুড়ুয়ানী, বুড়িচঙ্গ, মুরাদনগর |
| | হেই বাজু | কস্বা, ব্রাহ্মণবাড়ীয় নাসিরনগর, সরাইল, নবীনগর। |
| | হেই ধার | চাঁদপুর, মত্লব, কচুয় দাউদকান্দি। |
| শত্রুতা | আরাআরি | দক্ষিণ ত্রিপুরা |
| | আখাজ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র। |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান। |
|---|---|---|
| প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা | পাল্লাদেওয়া | ত্রিপুয়ার প্রায় সর্ব্বত্র। |
| মুষ্টি | মুইট্, মুট্ | ঐ |
| কাষ্ঠখণ্ড | ঠেঙ্গার টুকরা | ঐ |
| লক্ষ্যহীন | বেদিশা | ঐ |
| মূর্চ্ছিত হওয়া | তল্লবল্ল না থাকা, অচেত্ | ,, |
| বোকা | বেকুব্ | ,, |
| | অছদ্ | বাঞ্ছারামপুর, নবীনগরের পশ্চিমাংশ |
| গম্ভীর | ভার ভার্ত্তিক | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| চঞ্চল | পাত্লা, ফর্ফইরা | ,, |
| আঘাত করা | বারি দেওয়া | ,, |
| লুকাইয়া রাখা | হাম্লান্ | ,, |
| কর্ত্তন করা | কাইট্যা ফালান্ | ,, |
| মধ্যে | মাইজে | ,, |
| হুষ্টেল | অডল্খানা | ,, |
| বিপদ্ মুক্ত | মুস্কিল আছান্ | ,, |
| | বালাই দূর | |
| লম্ফ প্রদান | ফাল্ দেওন | ,, |
| সস্তা | হস্তা, সাজিব | ,, |
| অনুমান | আন্তাজ, আন্মান্ | ,, |
| অস্পষ্ট | আব্ছা আব্ছা | ,, |
| পরিত্যাগ করা | ফালাইয়া দেওয়া | ,, |
| | ছাইরা দেওয়া | ,, |
| পীড়িত | বেরাইম্যা | ,, |
| প্রতারক | ঠগ্, ঠগান্যা | ,, |
| মূর্চ্ছিত হওয়া | ঢইল্যা পরা | ,, |
| উড়িয়া যাওয়া | উইরা যাওয়া | ,, |
| পলাতক | পলাইন্যা | ,, |
| দূরবর্ত্তীলোক | তাফাইত্যা মানু | ,, |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| তাড়াতাড়ি | তরাতরী | ত্রিপুরা জিলার সর্ব্বত্র। |
| মুষ্টি | মুট্ | ,, |
| বোকা | বেক্কুব, বেআক্কইল্যা | ,, |
| শঙ্কটে | ফাপরে, তিলিচ্মতে | ,, |
| হারাণ | আরাইয়া ফালান্ | ,, |
| অনুমতি | উকুম্ | ,, |
| একাকী | একাশ্বর | ,, |
| | এক্লা | চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া ইত্যাদি |
| আকর্ষণ করিয়া | টাইন্যা, হেচ্রাইয়া | ত্রিপুরার সর্ব্বত্র |
| বিমর্ষ | বেজার্ | ,, |
| হস্ততল | আতের তাওল্কা | ,, |
| শান্তি | নিষ্টাগুব্ | ,, |
| খোসা ছাড়ান | চুক্লা ছুলাইয়া দেওয়া | ,, |
| অমুক | ফল্না, হল্না | ,, |
| উমুখ | উক্কি মাইয়া চাওন | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| | উকি দিয়া দেখা | ,, |
| শ্রেষ্ঠ | পরধাইন্যা, মাত্বর | ,, |
| চৌধুরী | চদ্রি | ,, |
| মহাশয় | মসয় | ,, |
| | মাসয় | ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, সাতবর্গ হরিপুর, আদাঐর। |
| ভৌমিক | ভূইয়া, ভুঞা | মুরাদনগর, কসবা, বুড়িচঙ্গ সদর |
| মজুমদার | মোন্দার | লাকসাম, চৌদ্দর্গা, হাজিগঞ্জ চাঁদপুর ,ফরিদগঞ্জ। |
| উচ্চ শব্দ | ঠাস ঠাস্ | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| ডোবা | গর্ | ,, |
| ঢালন | ঢাল্যা দেওয়া | ,, |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| উপুর | উবুত | ত্রিপুরা জিলার সর্ব্বত্র। |
| পদ | পায়া | ,, |
| খুটি | খাম্, ঠেঙ্গার পালা | ,, |
| নির্নিমেষ নয়নে | চৌকের বালিপাতা নামাইয়া চাওয়া | ,, |
| বীচি | আলি | ,, |
|  | আঠি | পশ্চিমসীমান্ত |
| অস্পষ্ট দর্শন | আলাজিলা দেখা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| অসতী | ছিনাল্ | ,, |
| বলপূর্ব্বক গ্রহণ | কাইরা নেওয়া, ছিনাইয়া লওয়া | ,, |
| অঙ্গুরী | আঙ্গুট্ | পশ্চিমসীমান্তে |
| অনুসন্ধান | তালাস্ | প্রায় সর্ব্বত্র |
|  | তুফান্ | নুরনগর সরাইল, দাউদপুর, সতর খণ্ডল উাতবর্গ |
| আকাশ | আস্মান, আশাক্ | প্রায় সর্ব্বত্র |
| বপন | বাইন্যান্ | ,, |
| রোপণ | লাগান্ | ,, |
| সেলাই | হিয়ান্, ছিলান্ | ,, |
| শব্দ | রাও | ,, |
| গল্প | গপ্প; পস্তাব. | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
|  | নকল | দক্ষিণ ত্রিপুরা |
| লেজ | লেঙ্গুর | প্রায় সর্ব্বত্র |
| অস্থির | লরে চরে যে | ,, |
| এস্থানে | এইখানে | উত্তর ত্রিপুরা |
|  | ইখ্ন | গঙ্গামণ্ডল, লূঘর মেরকূল |
|  | এর | পাইটকারা, চৌদ্দগ্রাম, লাক্সাম |
|  | এডে | হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, রূপ্সা চিতসী, দৌলতগঞ্জ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| | ইখন | চর অঞ্চলে |
| ঐ স্থানে | উত্থু | প্রায় সর্ব্বত্র |
| | ঐত্যা | ঐ |
| বৃথা | খামাখা<br>অনার্ত্তক | ,, |
| জয় করিয়াছে | জিইত্যাছে | ,, |
| ওজণ | মাপ, নাপ্‌ | ,, |
| অপেক্ষা করা | বার্ চাওয়া | ,, |
| গ্রীষ্ম করে | ভম্‌তা করে | ,, |
| নাবালক | বল্‌কিত পৌছ্‌ছে না যে | ,, |
| পাহাড়া | পর্‌ দেওয়া | ,, |
| চমৎকার | আচানক্ | ,, |

---

অতিরিক্ত শব্দাবলী।

| | | |
|---|---|---|
| পশ্চিমের | পইচ্‌মের্‌ | নুরনগর, সরাইল |
| দক্ষিণের | দইখ্‌নের | ,, |
| পূর্ব্বের | পূবের | ঐ ও সর্ব্বত্র |
| বায়ুকোন | আইরা কোণা | ,, |
| চৌধুরী | চড়ি | নুরনগর, ঐ |
| শীঘ্রশীঘ্র | ইসারাতে<br>তরাতরি | প্রায় সর্ব্বত্র |
| | ছুঁৎ কৈঁর | চৌদ্দগ্রাম, লাক্‌সাম<br>জগন্নাথ দীঘি, চিতসী, হাজিগঞ্জ |
| আর্দ্র হইল | ভিজ্যা গেল<br>গল্যা গেল<br>উইন্যা গেল | প্রায় সর্ব্বত্র। |
| বীচি | বরা, আলি, আটি, | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচালত স্থান |
| --- | --- | --- |
| বণ্টন্ | বণ্ডন, বাট, বাগ্ | প্রায় সর্ব্বত্র। |
| মাঠ | চক্, পাত্র, মৈদান | ঐ |
| অন্তঃকরণ | মোন, মনা, মনুরা | ঐ |
| নখ দিয়া বিদীর্ণ করা | আঁচ্লান্, খাম্চান্ | ঐ |
| হাল চাষ করিতেছে | নাঙ্গলে চৈছে, ভাউরদিছে, চয় | ঐ |
| টেংরা মাছ | গোচী বা আইর জাতীয় ছোট মৎস্য বজরী | ঐ |
| গ্রাস করিল | গিল্লা লাইল, গিল্লা ফালাইল | ঐ |
| রাঘব বোয়াল | রাভইক্যা বোয়াল | ঐ |
| মুষ্টি প্রহার | কিল, মুরা | ঐ |
| চর্ব্বণ করিয়া | চাবাইয়া | ঐ |
| গৃহ হইতে | ঘরেরত্তেনে | ঐ |
| চিহ্ন | উদ্দিশ, চিন | ঐ |
| কুজ্ঝটিকা | খোয়া, কুয়া | ঐ |
| সেই দিকে | হিফিল, হেইধার হেই মুখীল | ঐ |
| ভ্রমর | ভোম্রা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| ঝক্ ঝক্ করে | চিরিক্ মারে, জিলখায় | ঐ |
| চক্চক্ করিয়া খায় | কুত্ কুত্ করিয়া খায় | ঐ |
| ধ্বস্তাধস্তি | পাচ্রা পাচ্রি | ঐ |
| আক্রমণ করে | কুইদ্যা গিয়া ধরে | ঐ |
| প্রস্রাব করিয়া | মুত্যা, লগাী কৈরি্যা পেসাব কৈরা | ঐ |
| বাহ্য করিল | ঘাট গেল, আগ্ল | ঐ |
| বধির | হাট্কাল, ধেন্দা | ঐ |
| করমর্দ্দন | আত্ কচ্লান | ঐ |
| অঙ্গুলি দ্বারা হাস্যের উদ্রেক করা | কেৎকুতান | ঐ |
| দণ্ডায়মান | উভান, খারা হওন | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
|---|---|---|
| অকর্ম্মণ্য | গাইরা, আচম্বা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| মৃত্তিকায় মার্গ ঘর্ষণ করিয়া গমন | হেচুর দেওয়ন | ঐ |
| ভঙ্গ প্রবণ | মট্‌কারা, ঠন্‌কা | ঐ |
| শক্ত | টনক, টাডি | ঐ |
| শত্রুশূন্য | নিস্তুত্তুইরা | ঐ |
| কঙ্কর যুক্ত | কর্‌ কইরা. আকালি | ঐ |
| আস্তাকুর | আইচ্ছাল, ছিডাল | ঐ |
| চালা ঘরে বার্‌তি | ঘরের বাউলী, ছঞ্চা, উন্না | ঐ |
| আশ্বিন মাসের ঝড় বৃষ্টি<br>কার্ত্তিক মাসের ঝড় বৃষ্টি | আইত্যান<br>কাইত্যান | ঐ |
| সংক্রান্তি | হাক্‌রাইত | ঐ |
| পেটের অসুখ | আগা | ঐ |
| বেদ্‌না করে | চিরকায়, চিরিক্‌ মারে | ঐ |
| ফর্‌ ফর্‌ করে | ডিল্‌খায় | ঐ |
| পরাজয় স্বীকার করে না | ঢিল মানেনা। | ঐ |
| নির্ব্বংশ | নিমুইরা, নিগ্‌বংইসা | ঐ |
| বল পূর্ব্বক ঘুরাইয়া দেওয়া | মোড়ন, মোচ্‌রান | ঐ |
| বিবিধ | নানান, হরেক্‌ | ঐ |
| মন্থন পূর্ব্বক | ঘুইট্যা, ঘুটদিয়া | ঐ |
| আলোড়ন | আওরান্‌ | ঐ |
| বন্ধন করিয়া | বান্দ্যা | ঐ |
| দূর হও | দুত্তুরি, ধুরু, দুর | ঐ |
| দুর্ম্মুখ | কুট্‌না | ঐ |
| দুরাত্মা | কুজুরা | ঐ |
| লম্ফ প্রদান করা | ফালান | ঐ |
| বিলাসী | চইট্‌কা, চডক্যা | ঐ |
| চঞ্চল | ছুটফইট্যা | ঐ |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান। |
|---|---|---|
| একাগ্র | একরুকা | ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র |
| কণ্ডূয়ন | কুট্ কুটি, খাইজ | ঐ |
| উদ্গার | ঢেট্কান, ওক্‌করা, বুমি, বাইত্ | ঐ |
| ঝম্প প্রদান | ঝাপ দিয়া পরা, ঝাপাইয়া পরা | ঐ |
| সাপুটিয়া ধর | জাত্যা ধর, চাপ্যা ধর, চাপাইয়া ধরা | ঐ |
| গ্রীবা ধারণ পূর্ব্বক মৃত্তিকায় নাসিকা মুখ ঘর্ষণ করা | ঠুওয়া দেওয়া | ঐ |
| অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সংযোগে মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ মূলে জোরে আঘাত করা | তুরি দেওয়া | ঐ |
| কিজন্য | কিলাগ্যা, কিয়ের ল্যাগ্যা | ঐ |
| মৎস্য ধরা দেশীয় যন্ত্র | উচা, পল, পেলইন্, কুইচ, চল, চাই, ঢেউর, ফোক্রা, পারণ, ঠুয়া | ঐ |
| শস্যাধার | ডোল, জাবার, কৈচা | |
| বিনা মূল্যে | মাগনা | ঐ |
| শব্দশীল | গর গইরা | ঐ |
| সংক্ষেপতঃ | ছর্ ছইরা রকমের | ঐ |
| গৃহের পশ্চাৎ | ঘরে হাইচ, ছঞ্চা | ঐ |
| প্রস্তুত কর | বানাও | ঐ |
| দূর কর | লরাও, লরাইয়া দাও | ঐ |
| মৃত্যু হইয়াছে | মইরা গেচে, স্বর্গে গেচে, কাশী পাইছে, প্রাপ্ত এ'ছে | ঐ |
| | গুজরছে | পূর্ব্ব নুরনগর, লুঘর, গঙ্গামণ্ডল, পাইটকারা, টোরা, মেহেরকুল |
| | মৈচ্চে<br>চৈল্লা গেচে | চৌদ্দগ্রাম, লাকশাম, হাজিগঞ্জ<br>চিতসী। |
| স্তূপ | টাল | ঐ |
| কিরূপে | কেম্‌তে, কেম্নে, কেম্বায় | |
| আশ্চার্য্য | আচানক | |
| অনাথ | ছেওইরা | |

| মূলশব্দ | কথ্য | প্রচলিত স্থান |
| --- | --- | --- |
| মেঘ | দেওয়া | |
| খাইবার জন্য লিপ্সু | ছেচ্চুইরা | |
| যে কোন দিন কিছু দেখে নাই | আদেখিলা | |
| বাড়ীতে | বাইত | |
| পরিধান করিয়া | পিন্দিয়া, পিন্দা | |
| সখ্যতা | ভাইয়াপ | |
| পোষায় না | ফাপে না | |
| শ্লেষ্মা | হিং আইস, হিঙ্গাইল | |
| থুথু | ছেপ | |
| একবারে নির্ম্মূল করিয়া | দাইয়া মুইরা, | |
| জ্বালানি কাষ্ঠ | দাওয়া | |
| সঙ্গে সঙ্গে | লগে লগে | |
| তাহাদের বাড়ী | হেগ বারি | বাঞ্ছারামপুর ও হোমনা থানার পশ্চিমাংশ |
| একই | অক্কই | |
| ছড়ি | ছোড়া | |
| ছল করিয়া | ছোত করিয়া, ছৈালে | |
| আদুরে | আল্লাইদা | |
| সোহাগ | নছল্লা। | |

## ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে

## প্রচলিত গীতি।

গীতি---স্থান বিশেষে রচিত হইলেও পরস্পর সংস্রব হেতু বিভিন্ন স্থানে প্রচারিত হইয়া পড়ে,—ইহা বলাই বাহুল্য। যাহা হৌক যতদূর সম্ভব প্রচলিত স্থান নির্দ্দেশ করা যাইবে!

( বরদাখাত, ও নয়াবাদের অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত )

ভাটিয়াল গান।

( ঈশ্বর প্রেমিকের উক্তি )

১। দয়াল গুরুজী !

হগল্‌রে তরাইলা ববে আমার উপায় কি ? ( ধ্রু )

অ গুরুজী !

আস্‌মানেতে গোরারে, জমিনে তার ডাল,

পির্থিমীতে আইস্যারে বন্দায় গটাইল জঞ্জাল্‌ ॥ ঐ

অ গোসাইজী।

গাঙ্গের পার বটগাচ্‌ তার্‌ উপরে চিতা,

মায়ে পুতে সমরণ যাইতে সাম্‌নে দাঁড়ায় পিতা। ঐ

( উদ্বোধন গীতি )

২। অরে জাগ, জাগরে মন্‌,

আচেতন রৈলি রে কাল গুমে ॥ ( ধ্রু )

পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতরে, পর্ব্বতের উপর চুরা—

সেই চুরা বাঙ্গিয়া গেলে, আর্‌নি লইব জুরা রে ॥ ঐ

দানের মইদ্দে ছুরারে, হৌরার মইদ্দে তেল্‌

আরে ডিমের মইদ্দে বাচ্চারে মৈল, পরাণ কেম্‌নে গেল ॥ ঐ

গরের মইদ্দে আইয়ারে চুরায় চারি দিগিল্‌ চায়্‌

অরে গরের দর্ব্বো গরে থুইয়া মাণিক লৈয়া যায় ॥ ঐ

এখানে হৌরার—সরিষার, চারি দিগিল্‌—চতুর্দ্দিগে, দর্ব্বো—দ্রব্য

ছুরা—ধুর, ক্ষুদ্র ২ তৃণরাশি বা অনাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র তৃণাংশ গুলি ॥

ত্রিপুরার পশ্চিম সীমান্তে।

খেয়াল গান। ( বিরহগীতি )

৩। বন্দু ! খাইলানারে,

বন্দু ! ডালে শুকাইয়া রৈল কমলারে।

কমলা, কমলা, কমলা রে ॥ (ধ্রু)

বন্দু রৈল পরবাস্‌

ডালুম্ দরে বার মাস্
হেই ডালুম খাইতে বন্দু! আইলানা রে॥ ঐ

( বৈমাতৃকের দুঃখ-গীতি )

৪ আরে দুস্ক কারটাই কৈমু রে --
কার টাই কৈমু দুস্ক মা অ নাই গরে রে॥ (ধ্রু)
হতাই মায়ের কতা কানি রে—
অ রে বরই মদুর্।
কতা দিয়া কতা লৈয়া, মাতা করে চুর রে॥ ঐ
হতাই মায়ে কতা কৈয়া রে—
আরে আগে দিয়া বল্।
গোরা দিয়া হিকর্ কাইট্যা আগায় দেয় জল রে॥ ঐ

নুরনগরে প্রচলিত।
( পুত্রহারার গীতি )

৫। আমার জানি কি ঐল॥
আল চও আলুয়া বাইয় রে
আস্তে হুনার রে লরী;
এই পন্তে নি যাইতে দেখ্চ
হুদের লীল মনি রে॥ ঐ
শিশুকালে ঐচলারে নিমাই-- মা অ বাপের ঘরে—
তখন কেন না অরে মৈলা, নালইতাম্ কোলে॥ ঐ

( প্রেমিকার মর্ম্মগীতি )

৬। অ জলে ডেউ দিয়না গ সকি?
আমার শ্যামের্ রূপ্ নিরকি॥ (ধ্রু)
যে গাটে বরিব জল্
হেই গাড এংরাজের কল্
কলে গুরাইয়া তুলে জল গ সকি॥ ঐ

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, চান্দোরা, সাতবরগ, হরিপুর, আদাঐর, শ্রীনগর প্রভৃতি উত্তর সীমান্তে প্রচলিত।

( শচী-বিলাপ )

৭। অবাগিনীর চিত্তে দৈয্য নাহি গ মানে
গউর চান্দ্ বিনে ॥ (ধ্রু)
বারতী কুযণ্ডী আইল কিনা মন্ত্র কানে দিল
আমার নিমাই চান্দ্ রে
নিল কুন্ বনে গ ॥ ঐ
বিষ্ণুপিয়া রৈল গরে পারা পর্সী কাইন্দা মরে
আৎকা ডাকাতি ঐল
সুদিন মাদানে গ ॥ ঐ

ত্রিপুরার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কিশোরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচলিত।

( অপহৃতা রমণীর বিলাপ গীতি )

৮। কইত্তনে আইলরে বাম্নায়
লৈয়া যায় লৈয়া যায় রে ॥ (ধ্রু)
কইঅ কইঅ ভুম্রাগ কইঅ আগে তারে—
আমারে যে তালাস করে কৈট্রাদির বাজারে গ ॥ ঐ
কারের উপ্রে পেডেরা রৈল ভরা অলঙ্কারে—
আবার যেন বিয়া করে আমার্ মাতীর কিরে গ ॥ ঐ

---

( গাঁজাখোরের গান )

৯। গাজা কি মজার্ জিনিস্ রে ভাই আইরে দেশে। (ধ্রু)
গাঁজাতে মার্লে টান্,
রাজত্ব অয়্ তুচ্চ গ্যান্,
ইন্দ্রত্ব পদ সমান,—যখন খুক্কুর্ খুক্কুর্ কাশে। ঐ
গাজাতে যে ঐচে ভক্ত,
মার্গে পরে আমরক্ত,
এই নিশা বড় শক্ত টের্ পাইয়াছে দ্বিজদাসে। ঐ

রামচন্দ্রপুর, দৌলতপুর, ঘাগাটিয়া, উজানচর, হোমনা, চন্দনপুরা, ত্রিপুরার পশ্চিমাংশে প্রচলিত।

( সাধকের মনের প্রতি )

১০। কর মন্ ছিগুরুর চরণ বরসা,
এই জীয়নের নাইরে আশা। (ধ্রু)
দেএর গুমান্ কর মিচে—
নিশ্বাসের কি বিশ্বাস আচে,
অরে কাল শমনে ফান্দ পাইতাছে....
ভাঙ্গবে রে তোর সুখের বাসা।

১১। মন্ মাজি তর্ বৈডা নে'রে
আমি আর বাইতে পারি না।
অরে জর্ম্মাবদি বাইলাম বৈডা অ ( মাজি বাই)
তরি বাট্টায় সয় উজায় না॥

১২। আমার মন বাল না—
অরে সাদন পন্তে গেলি না,
চৌক থুইয়া ঐলিরে কানা।

১৩। প্রাণ আমার বন্দুয়া বে—
কত কতারে হুনি,
কও কও মদুর কতা আমার্
জুরাক পরাণী রে। (ধ্রু)
কুতা ঐতে আইলা রে বন্দু
কুতায় তুমি রে ছিলা—
ছি রাদার মন্দির তেইজ্যা তুমি
কুতা ঐতে আইলা রে॥ ঐ
হিন্দুরের বিন্দুরে বন্দু
কাজলেরি রে রেকা—
নতুন মেগের আরে বন্দু
চান্দে দিল দেকারে।

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, সাতবর্গ, চান্দোরা, গুনিয়াউক প্রভৃতি
উত্তর সীমান্তে প্রচলিত নীতি।

১৪। আমি অইলাম গউর কলঙ্কিণী
দিয়ে প্রাণ, কুলমান্, মন্ পাইলাম না সজনী। (ধ্রু)
নয়ন দিলাম রূপ দেকিতে, অঙ্গ দিলাম সেবাতে
মস্তক দিলাম ছিচরণে দীন ইন কাঙ্গালিণী ॥ ঐ

১৫। বাইগ্ন্যায় দ কাডল্ খাইত চায় ॥ (ধ্রু)
গাই এর বান ছুদ্ না থাক্‌লে—
মামীরে ছুয়াইয়া খায়, ॥ (ঐ)
জল বরিতে গেলে বাইগ্ন্যায় গ
আগ আরে আরে চায়্—
কদম্ গাছত্ উইট্যা বাইগ্ন্যায়
মুরালি বাজায়্ ॥ ঐ

১৬। (সারিগান) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে গেয়।
বলাকোট, চুণ্টা, জেঠাগাও, সরাইল, কালিকচ্ছ
যাইবার বালা নিমাই চান্দে
ডাইক্যা গেল মা—
দারুণ বিদিরে—
কাল্‌ঘুমে ছাড়িয়া দিলনা ॥ (ধ্রু)
নিমাই চান্দ সৈন্ন্যাসে গেল, সাতে নাই গ কেও (আয় রে আয়
হায় রে হায় হইরে)
অবাগিনীর মাতার কিরা, তারে ডাইকা দেও গ (কেও) ॥ ঐ
বিষ্ণুপিয়া রৌ এর দিগিল্ চাইতে বুক্ ফাডে ( আয়রে আয় )
আওলাইয়া মাতার কেশ মাডীত্ পৈরা কান্দে ॥ ঐ

১৭। বেলা গেল, সৈন্দ্যা ঐল
আয়রে গুপাল গরে যাই ॥ (ধ্রু)

ক্ষীর ননী আতে লৈয়া পন্থের দিগিল চাইয়া (ঐরে ঐ
আওগ্যাইয়া নিত আইছে যশদা মাই ॥ ঐ

১৮। নাও দেওরা রে কুরাইল্লার খালে
গায়ের জুরে বৈডা বাও ঢুলের তালে তালে ॥ (ধ্রু)
আসার হাওন মাসে আইয়ে নয়া পানি ( ঐরে ঐ)
তর্ তরাইয়া বাইয়া যাও সরঙ্গা নাও খানি ॥ ঐ

রামচন্দ্রপুর, পূর্ব্বহাটী, ফরদাবাদ, বিশারা, রূপদী, ভেলানগর, শ্যামগ্রাম, শ্রীঘর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত।

(বাউলিয়া)

১৯। একনকার বৌ ঝিয়েরে
কডুর কতা বলা যায় না ॥ (ধ্রু)
বৌ এরে মাল্লে ধল্লে, কান্দে কাটে
সাদ্‌লে পরে বাত্ রান্দে না ॥ ঐ ॥ইত্যাদি

২০। কলির লীলা আজব্ খেলা
চাইয়ে দেক্‌না বাই।
মাকে দিয়ে পাচ্‌রা তেনা
মাগ্‌কে দেয় হারি ঢাকাই ॥

(ক) পেড়ুক বাউয়ন্ ফুটায় বিলক্কন্
সইন্দ্যা পূজা গাত্রী ছাইরা
খাইচ্ছে নিমন্তন্ —
অরে নমনমাইয়া চণ্ডী পরে
শাচ্‌রের্ অর্ত্ত বুদ্ নাই ॥ ঐ

(খ) নব্য বাবুগণ সায়েবী দরণ
চাপা দারি পন্নাম ছারি
কর্‌চে হেণ্ডসেকন্,
কাডা চিরা কর্‌চে বক্কন্
জাত্যা জাতের বিচার্ নাই ॥ ঐ

(গ) নব্য নারীগণ্ আলফেডি ফেসন্
হাকা, হিন্দুর, আইয়তী ছাইরা
বেরায় পৈরা গওন্
ওল হুতার ইষ্টকিন্ করে
শাশুরী দাসী খাটায় ॥ ঐ

২১। আইলরে তিন্নাত ঠাকুর জগতে
আজগুবি তামাসা ঐল কালতে ॥

হোম্না, বাঞ্ছারামপুর, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, নবীনগর।
পাট সম্বন্ধীয় গান।

২২। কাচি বুইট্যা কল্লাম্ল সই নাল্যা নিরাইতে।
চৈত্র না বৈশাগ মাসে নাল্যার বর জালা,
নাল্যা ক্ষেতে ফাস্ ফালাইতে শরীল ঐল কালা (নালসৈ) ॥ ঐ
জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে নাল্যার ঐল ফুল
বান্ধা বারিত্ বায়্না দিলাম্ বৌএর নাক্ফুল্ (নালসৈ] ঐ
হাওন ভাদর্ মাসে নাল্যার ঐল আলি.
বান্ধা বারিত্ বায়্না দিলাম বৌএর নাকের বালি (নাল সই)
ভাদরের শেষ তক্ ঘরে আইয়ে পাট্
ঝল্ঝৈল্যা টেকা পাইয়া খর্চের লাগে ঠাট্ (নাল সই) ঐ

বিশালঘর, নয়ানপুর, শশীদল, কস্বা, রাজাপুর ইত্যাদি স্থানে
প্রচলিত কোনি গ্রাম্য কবির ছরা গীতি।

২৩। শুনরে বিদেশী বন্ধু শুন দিয়া মন্
স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য গ্রাম বিশালগর,
গেল দুই মাইয়া মারা।
গেল দুই মাইয়া মারা, চদ্রি পারা, কি কার্য্য করিল
নিজের অঙ্গ কাইট্যা বেড়ায় কালী পূজা দিল।
সেই কপালে রক্তের ফোটা।
সেই কপালে রক্তের ফোটা, মাথা দুইটা, একত্র করিয়া।
কালীর নামে দিছে বলি খরম পায়ে দিয়া!

ডাক্‌চে কালী বৈলে উচ্চস্বরে

ডাক্‌চে কালী বৈলে উচ্চস্বরে, পূবের ঘরে, ছিল চন্দ্রির মায়্
চীৎকার শুইন্যা, বাহির হয় শব্দ নাহি পায়।

লাগাইল কোঠায় চকম :

লাগাইল কোঠায় চকম্ দেইক্যা রকম্ বলে, হায় রে হায়,
তাহার ভাই সতীশ চন্দ্র, হইয়ে ত্রস্ত, পারার্ লোক্ জানায়।

দাদায় কর্‌ছে কাণ্ড!

দাদায় কর্‌ছে কাণ্ড, বৌএর মুণ্ড, ফেলিছে কাটিয়া
কাটা মুণ্ড দেইখে সবার্ বুক্ যায় ফাটিয়া॥

অম্‌নি থানায় খবর গেল।

থানায় খবর গেল, পুলিস্ আইল, বাজাইরা লোক্ লইয়া,
অন্ধকার রাত্র ছিল লণ্ঠন হাতে লৈয়া।

চন্দ্রির পুকুর পারে।

চন্দ্রির পুকুর পারে, হায় হায় করে, অনেক লোক্ লৈয়া
পুলিস গণে ভয় পাইয়া রাত্রে নাহি ধরে।

কাল্ রাইত্ পোয়াইলে।

অম্‌নি রাইত পোয়াইল, পুলিস আইল, বাজাইরা লোক্ লৈয়া,
অশ্বিনীকে বলে কপাট্ দেও দেখি খুলিয়া।

অশ্বিনী নিষেধ করে।

অশ্বিনী নিষেধ করে, তিন দিন পরে খুলিব কপাট্
অতি ক্রোধে পুলিস্ বলে, সহ্য হয় না আর।

কর্‌ব কুড়াল বাজি।

কর্‌ব কুড়াল বাজি, পুলিস পাজি, শুন সমাচার
শীঘ্র করে কপাট খুল, নিস্তার নাইরে আর।

দিল সে কপাট খুইলে।

কপাট খুইলে, বাহির হৈলে, লাগাইল করায়া
জ্যৈষ্ঠ মাসের তেইশা তারিখ কর্‌ছিল সে বিয়া।

লোক্‌টী বটে সতী।

লোক্‌টী বটে সতী, রূপবতী, রূপের কি বাহার,
দুখার মা যে নাম্‌টী ছিল অতি চমৎকার।
সেজে পঞ্চানন্দ দাসের মাইয়া।
পঞ্চানন্দ দাসের মাইয়া, গেচে খাইয়া, হরিণের মত
রক্তেতে গ্রাম্‌ ভিজ্যা গেল মুখে বল্‌ব কত।
টপ্পা শেষ হইল—।
টপ্পা শেষ হইল, না হইল, উচিত বিচার্‌
ইসারাতে মুক্ত পাইল এমন সাধ্যকার।
টপ্পা শেষ হইল॥

নুরনগরবাসী তালুকদারগণ কর্ত্তৃক মহারাজ্‌ রাজধর মাণিক্যের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত খারিজের মোকদ্দমায়, তালুকদারগণের মানিত সাক্ষীরা ঘুস খাইয়া মহারাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ায় তালুকদারগণের বিস্তর ক্ষতি হয়। তদুপলক্ষে নুরনগরের কোন গ্রাম্য কবির।

রচিত গান বা ছরা।

২৪।　শ্যামা ধরা লক্ষীছাড়া।　কৃষ্ণকান্ত ভাতে মরা॥
চণ্ডীপ্রসাদ অতি বুড়া।　তিন জনাতে মিছিল খারা॥
সাক্ষী দিয়ে তারা।　কল্লে মোদের দফা সারা॥

বরকান্তা, চান্দিনা, দেবীদ্বার, দক্ষিণ মুরাদনগর কুমিল্লার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে প্রচলিত।

কৃষক সঙ্গীত।

( সাধারণতঃ রোয়াপোতা, ক্ষেত নিড়ান উপলক্ষে গীত )

২৫।　নবরঙ্গে—
এরঙ্গে সাজ গ দাসী॥ (ধ্রু)

(অ) তাইর নাম রাখ্‌ল হীরা।
একগালে চাবাইয়া খাইল নয়মন্‌ চিঁড়া॥ ঐ
তারপরে সাজিল দাসি, তাইর্‌ নাম রাখে উদি।
ঘরের তেনে বাইর ঐলে কিলের দুপ্‌ দুপি॥ ঐ

তারপরে সাজিল দাসি, তাইর নাম রাখে সুয়া।
দুই দাত্ তার্ বাইর ঐছে ভাঙ্গা ঘরের রুয়া॥ ঐ
তাঁরপরে সাজিল দাসি, তাইর নাম রাখে এক্।
ঘরের তেনে বাইর ঐলে, দুয়ারে ঠেলে বেত্॥ ঐ
তার পরে সাজিল দাসি, তাইর নাম রাখে আই।
দুই গাল্ বাইর ঐয়া রৈচে, গালের উদ্দিশ নাই॥ ঐ
তার পরে সাজিল দাসী, তাইর নাম্ রাখে উমা।
এক ঘরে ভাত রান্দে, নয় ঘরে ধূমা॥

২৬। একদিন ভাব্লিনা
মনের ভাব্না
মনুরারে॥ (ধ্রু)

একদিন গেছ্লাম মেঘ্না গাঙ্গের কুল।
বিলাইয়ে আচ্লাইয়া ভাঙ্গে জাহাজের মাস্তুল॥ঐ
উত্তর পাত্র গিয়া দেখি. বগায় চৈছে আল্।
টেংরা মাছে গিল্লা লাইল রাভক্যা বোয়াল॥ ঐ
এই বাড়ীর বুইরা লা হেই বারিত্ যায়।
পতের মাইদ্দে মরাঘুরা চিৎ কৈরা দেওরায়। ঐ
এই বারির ছেরা লা, হেই বারিত্ যায়।
পতের মাইদ্দে মরা ইন্দুর, দুই আতে কিলায়॥ ঐ
যুগীরা তাত্ বাইন্যায়, মধ্যে পর্ল ঢিল্।
কালি বগায় নষ্ট কর্ল, কালিয়ার বিল॥ ঐ
কাশিপুরের দক্ষিন দিয়া, বোয়াল্জুরীর খাল্।
আশি জনে ভারাইয়া আনে, পাক্না দুই তাল॥ ঐ
এই তাল বগুক্ ঐল, পর্ল আনা আনা।
আম্রা খাইলাম তালের রস্, তারা খাইল বরা॥ ঐ

২৭। জাহাপুর, গাঙ্গাটীয়া, রোয়ারচর, গোবিন্দপুর, নারান্দ্যা, বলরামপুর কাশীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত কৃষক সঙ্গীত।

"আমার পরাণ কেন টুডেগ এইনা ফাগুণ মাসে।
এইনা ফাগুণ মাসে আগ চৈত্রিনা বৈশাখ মাসে॥ (ধ্রু)
মরা গাঙ্গে জোয়ার আইসে,
আমার পরাণ কেনে ভাসে।
আগ এইনা ফাগুণ মাসে॥ ঐ

মুরাদনগর, নবীনগর, হোমনা থানা, কালীগঞ্জ, বিটঘর, কাইলতা, মীরকোটা মূলগ্রাম, দাউদকান্দি, বরকান্তা, চান্দিনা ভাটামাতা, ধরখার, বিনাউটী, সয়দাবাদ বনগজ প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত কৃষক সঙ্গীত।

২৮! শুনরে সুজন বন্দা শুন দিয়া মন।
ভালা মানু পাট্ ব্যাপারে যায়মা কি কারণ॥ (ধ্রু)
তাতে বিনা আছে,
তাতে বিনা আছে, সবার কাছে, যায়না কিছু বলা।
আফিসেতে পাট কিনে যত অছদ্ জোলা॥ ঐ
কথা ঠিক কয়না,
কথা ঠিক কয়না, বিশ্বাস্ অয়্না গিরস্তের মনে।
ফাকি ঝুকি দিয়া তায়া মাল্ কিছু কিনে॥ ঐ
নাও সুবিল করি,—
নাও সুবিল করি, তরাতরি, আখাউরা যায়।
আখাউরা গেলে পরে দলালে লাগ্ পায়॥ ঐ
দলালের বড় চোপা,—
দলালের বড় চোপা, মুখে হারের টোকা, কতা কয় ছলে।
ভাউ নাই দর নাই বাবু বাবু বলে॥ ঐ
আইল ছোট বাবু,
আইল ছোট বাবু, বরবাবু, মুহুরি বাবু কৈ।
কয়াল্ বাবুর কাছে গেলে পাইরা ধর্ব মৈ॥ ঐ
আইল যাচন্ দার,—
আইল যাচনদার, পাট্কার? বস্তা কৈরে ঢোলা।
টাইন্যা টাইন্যা বাইর করে দশ মাইয়া পোলা॥ ঐ
মাল্ত গিলটী আছে।—

মাল্ত গিল্টী আছে, ওজন হৈছে, না শুনাইয়া ভাও।
আস্তাজ কৈরা দিছি টেকা ইসাব কৈরা চাও॥ ঐ

কোন্ডার কি দর পর্ল।
কোন্ডার কি দর পর্ল কান্দে ক্বাটে ভিজা মাডীত্ গরাগরি যায়
আসল টাকা পাইলে আম্রা বারীত্ চৈল্যা যাই॥

বাবু গেচি মারা,
বাবু গেচি মারা, পাথর চারা, গলায় ঠেক্ছে কাডা।
লাভ করণ যেমুন তেমুন, আসলেতে কাডা॥ ঐ

আইল কবিওলা, আইল কবিওলা,
বাপের পোলা, বওরে বাপের কোলে
শিশুকালে বাপ্ মরিলে পাট ব্যাপার চলে॥ ঐ

কবি ক্ষান্ত ঐল।
কবি ক্ষান্ত ঐল, জাহির ঐল, দিতে পরিচয়।
বরিসলের আম্বর আলি, উচিত কতা কয়॥ ঐ

২৯। আরে এমুন কলের বাস্ক তরে কে দিলরে কে দিলরে।
আরে বাস্ক হুনার চাবি মাওলানায় দিলরে॥ (ধ্রু)
বাস্ক ভরা কি ধন ছিল
আরে চৌক্ খুইল্ল্যা না দেখিলরে
আরে আন্দার ঘর পাইয়া চুরায় লুইট্ট্যা নিল রে
আরে কোন্ কোডায় থাক্যা চুরায় মজিল রে॥ ঐ

৩০। (স্বামী)—
সুন্দরী গ ভালা নাইয়র দিলাম তরে, পাসরিয়া রৈলি মোরে গ
আগ সুন্দরী চল যাই কি, আপনার দেশে কি অগ সুন্দরি গ॥ (ধ্রু)

(স্ত্রী) সাধুয়ারে তর দেশে নাহিরে যাইব, খালের পানি নাহি খাইব রে
আরে না কর্ব তর্ ভাঙ্গা ঘরে বসতি কি আরে সাধুরে॥ ঐ

(স্বামী) সুন্দরী গ নয়া ঘর বাইন্দা গো আছি, জোর দীঘি দিয়া আইছি গ
অগ সুন্দরী চল যাই কি আপনারী দেশে কি অগ সুন্দরী গ॥

(স্ত্রী) সাধুয়ারে ঘরের হাইছে বরাগ্ রে বাশ
কাইট্যা বানাও গুলাইল্ বাশ রে—
আরে খাড বৈয়া লরাও ধানের চরা কি অরে সাধুরে॥ ঐ

সাধুয়ারে আমার আছে পাঞ্চরে ভাই
তুই সাধুয়ার কেহ নাই অরে
না যাইলে কি কর্ত্তে পার কি অরে সাধুরে ॥ ঐ

(স্বামী) সুন্দরী গ যেইনা রাজার চাক্‌রি করি
কেশে ধইরা নিতাম্‌ পারি গ
অগ সুন্দরী কি কর্‌ব তর্‌ পাঞ্চনা ভাইয়ে কি
অগ সুন্দরী গ ॥ ঐ

(স্ত্রী) সাধুয়ারে যেইনা রাজার চাকর্‌ তুমি
সেইনা রাজার খেওরাল্‌ আমিরে,
না যাইলে কি কর্‌বে তর্‌ রাজায় ?
কি অরে সাধুরে ॥

(স্বামী) সুন্দরী ল যা হওয়ার তা হইয়া গেছে
অগ বায়রে আইয়া লারগ ধান,
জর্ম্মের মত দেইক্যা যাই তর্‌ চান্দ্‌মুখ খান
অকি সুন্দরী গ ॥ ঐ

(স্ত্রী) সাধুয়ারে কি চাইবা চান্দরে মুখ্‌
দারুণ বসন্তে কৈরাছে রে ক্ষুইদ্‌রে
আরে সাধ্‌ দেশে গিয়া কৈর পাঞ্চ বিয়াকি
আরে সাধুরে ॥ ঐ

নয়াবাদ বরদাখাত, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডলে প্রচলিত হুলী গান।

৩১। লালা, নাকের উপুরে লাল্‌ বেসর্‌ দিব,
প্রাণ্‌ নাত বন্দেরে আইজ রমণী সাজাব ॥ (ধ্রু)
লাল্‌সারি পৈরাব
পীতদরা গুচাইব
নাগর্‌ ঐয়া মোঅন্‌ বংছি আম্রা বাজাব ॥ ঐ

যাত্রাপুর, কামাল্লা, রামচন্দ্রপুর, পূর্ব্বহাটী, মুরাদনগর, রামকৃষ্ণপুর, দিগলদী পাচকিত্যা, ভুবনঘর প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত হুলী গান।

৩২। আমার আসরে আইস গৌর হরি।
চরণ শিরে দেও মনের বাঞ্ছা পুন্ন করি॥ (ধ্রু)
আসিয়া ভবের আড়ে
মৈলাম ভুতের বেগার খাইটে
কাল্ শমনে দিন্ গন্তেছে উপায় কি করি॥ ঐ

৩৩। শুন নন্দের নন্দন্
আমি করি জিজ্ঞাসন্। (ধ্রু)
বিন্দাবনের তিনটী পদ্ম, একটী পদ্ম শাদা,
কোন্ পদ্মেতে বর্ম্মা, বিষ্ণু, কোন্ পদ্মে রাধা ?

সরাইল, কালিকচ্ছ, চুণ্টা, শুনিয়াউক, সাতবর্গ, চান্দুরা, হরিপুর, আদাঐর, জেঠাগাও প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত।

ঘাটু অর্থাৎ নৃত্যকারক ছোক্‌রা বা বালকের গান। যথা—

৩৪। চল সকি, ফুল তোলা যাই, আম্‌রা দুই জনে।
আম্‌রা দুইজনে, আম্‌রা দুইজনে॥ (ধ্রু)
জাতি, জুতি, মালতী তুল্‌ব ফুল্ নানান্ জাতি
গাতিয়া বন্ ফুলের মালা দিবশাম বন্দুয়ার গলে॥ ঐ

মুরাদনগর থানার এলেকায় বিশেষ প্রচলিত।

কৃষক সঙ্গীত।

৩৫। কাইল বুলেরে—
নবরং দারকিলার বিয়া॥ (ধ্রু)
কোন্ কোন্ মাছে যাইবিরে—
চিতল্ মাছে উইট্যা বুলে,
আনি যামু নায়ের তক্তা ঐয়া
কব্‌লি গাই কব্‌লি গাই
কাইল বুলে নবরং দারকিলার বিয়া॥ ঐ
কোন্ কোন্ মাছে যাইবিরে—

বোয়াল মাছে, উইট্যা বুলে, আমি যামু নায়ের বৈঠা ঐয়ারে
কোন্ কোন্ মাছ, চন্দ্র সূর্য্যের মালিক দাস সাতপুতের বেডি তাই
কব্‌লি গাই কব্‌লি গাই, কাইল বুলেরে নবরং দারকিলার বিয়া ॥ ঐ
কোন্ কোন্ মাছে যাইবিরে—
গজার মাছে উইট্যা বলে আমারে জানাইয়
আমি যামু নায়ের গোরা ঐয়ারে।
কোন্ কোন্ মাছ, চন্দ্র সূর্য্যের মালিক দাস সাতপুরের বেডি তাই,
কব্‌লি গাই কব্‌লি গাই কাইল বুলেরে
নবরং দারকিলার বিয়া ॥ ঐ
কোন্ কোন্ মাছে যাইবিরে রামদারকিনার বিয়ায়
শৈল মাছে উইট্যা বুলে আমি যামু নায়ের মস্তুল ঐয়ারে
কোন্ কোন্ মাচ, চন্দ্রসূর্য্যের মালিক দাস, সাতপুতের বেডি তাই
কব্‌লি গাই কব্‌লি গাই কাইল বুলেরে নবরং দারকিলার বিয়া ॥ ঐ
কোন্ কোন্ মাছে যাইবিরে, রামদারকিলার বিয়ায়
রতন মামি, রতন মামি, পাচকুডুমের কুডুম আমি
ফুট্‌কলইয়া ওকল মাছ, রাম্‌দারকিলার বিয়া, চান্দায় আইন্যা কিলা ॥ঐ

৩৬। প্রেমের গাছে রসের ঘডি বান্‌ছে যে জনা,
বাঙ্গাল, গিরস্ত, চাষা,—গুর হৈতে আওটা হবে চিনি বাতাসা
(প্রেমের গাছে)
তারা প্রেমের মাহাজন, যার প্রেমেতে বান্দা আছে, ছিরি সোনাতন ।।
(প্রেমের গাছে)
প্রেম্ ভিকারী ঘরে ঘরে কেও পাইল কেও পাইল না।
(প্রেমের গাছে)
বাঙ্গাল খাজুর গাছ পাইয়ে, কর্ত্তে চায় বাঙ্গালী ভাইয়ে
আগা থুইয়া গুরি কাডে রসিক না মিলে। (প্রেমের গাছে)

৩৭। হায়রে কপালের মন্দ।
কেও বুঝে, কেও বুঝে না রে ॥ (ধ্রু)
দিনের বেলা মনোহর, এসেছিলাম দুই জন
সঙ্গের সাতী হারাইয়া,
বিচারিয়া পাইনা তারে ॥ ঐ

দিনের বেলা মনোহরা, পারহইলাম জাউল্লাপারা
পথের লোকে জিজ্ঞাস করে
তোমার দেশে ভাত মিলেনা॥ ঐ

---

৫৮। আহা ! খেলার ঘরের পাইতে খেলা
খেইল দিতেছি সারা বেল।
কখন জিতি কখন হারি, কি করি বুঝিনা তাই।
তুমি কাছে ডাইকে নিলে, আমি কি আর দূরই যাই॥ ঐ
আসি, কান্দি, নাচি গাই, ঘুরাইলে ঘুইরা বেরাই
পেট ভৈরা দুবেলা খাই, তখন শুইয়া নিদ্রা যাই
তুমি কাছে ডাইক্যা নিলে, আমি কি আর দূরই যাই॥

(ফকিরী মারফতী গান)

৩৯। আদম্ রে?
রোজা, নামাজ, পাচ কলেমা, সরিয়তের চিন্
হেই নমাজে উদ্দার কৈর্ব গোনাগার কমিন। (রে সোণার আদম)
আদম্ রে,
সাত মঞ্জিল কোরাণেতে ছুরী হইয়াছিল।
আসক মাস্তুক পোর্ছে খেলা, ঘুর্ছে রাত্র দিন॥ (রে সোণার আদম্)
আদম্ রে,—
কোরাণের ডাইনে আছে আলেফ্‌লাম, মিন্
তাহার খাতিলে পয়দা আছ্মান জমিন। (রে সোণার আদম)
আদম্ রে,—
ফকির গোলাম মাওলায় বলে হইলাম বুদ্ধিহীন,
মাবুধে তরাইয়া নিব হাসয়ের দিন। ( রে সোণার আদম )
একিন কর মহম্মদের দিন।

## কৃষক সঙ্গীত।

হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, রছুল্লাবাদ মুরাদনগর, দাউদকান্দি অঞ্চলে
বিশেষ প্রচলিত।

৪০। সদায় রিদয় জ্বলেরে
রিদয় জ্বলে – রিদয় ভালা জ্বলেরে বসন্ত ॥ (ধ্রু)

আইলরে বসন্ত কাল, সকিরে নানান বৃক্ষে
মেলে ডাল রে—
আরে ডালে বৈসে কুকিলায় গুঞ্জরে ( রে বসন্ত ) ॥ ঐ

খণ্ডল পরগণার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার এলাকাভুক্ত গ্রাম সমূহে
যে কুকিগণ কাটকাটি করিয়াছিল, তদুপলক্ষে রাধামোহন নামক
কোন গ্রাম্য কবির রচিত গান।

৪১। "শুন সর্ব্ব সাধু ইহার নির্ণয়,
যেন মতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়।
দেখ, মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল,
মুন্‌সীর খিল বাজারে বাবু ধুরন্দর আছিল।
সে দিন প্রভাত কালে করেছিল পূজার আয়োজন,
চিনি শর্করা আদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেনকালে প্রমাদ ঘটিল,
আকস্মাৎ ত্রিপ্রা কুকি আসি দেখা দিল।
তারা দাও, শেল হাতে, বন্দুক কান্দে, দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর,
দেখে প্রাণ, ভয়ে কাপে কালা ভুসঙ্গর।
রণে প্রবেশিল, যারে পায়, কাটীয়ে ফেলায়,
অবনিতে কাটা পরি ধূলাতে লুটায়।
রুধির আবেসিল, আকাশেতে উরিছে শকুন,
ঘর জিনিস লুট করি, চালে দেয় আগুণ।
তারা খন্তা নিল, কুড়াল নিল, আর নিল দাও কাচি,
সিন্দুক ভাঙ্গি কাপর নিল ভাল ভাল বাচি।

ঠিক দুপুর বেলা হল, পুরে মুন্‌সী বারী।

সে দিন ফিরে যায়, রাইত পোহাল ছিল রবিবার,
কাটা গ্রামে কাটি আসি দিল পুনর্ব্বার।

... ... ... ...

চৈলেছে কোলা পারা।
কোলা পারা, যাইতে তারা, করিছে গমন,
বাউ নালীর কোলে আসি দিল দরশন।
দেখে গুণাগাজি, এইল সাজি, সিফাই সঙ্গে করি,
তিপ্রা কুকি ফিরাইল বন্দূক আওয়াজ করি।

আমরা যে ত্রিপুরার কথ্য ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই ত্রিপুরা যে অতি প্রাচীন রাজ্য, প্রসিদ্ধ২ ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুরার কথ্য ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপায় না থাকিলেও "মাণিক চাঁদের গানে" তাহা অধিকাংশ কথাই রক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল কথ্য ভাষা আমাদের বহু পূর্ব্বে উল্লিখিত নানা কারণে পরিবর্ত্তিত হইলেও একবারে মূলহারা হয় নাই। আমরা তাহা পরে প্রদর্শন করিতেছি।

ত্রিপুরার প্রধান নগরী কুমিল্লার ৫ মাইল পশ্চিমে, লালময়ী ময়নামতী পর্ব্বত অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ময়নামতী এবং কন্যা লালময়ী ছিল। তদনুসারে ঐ পর্ব্বত লালময়ী ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মহারাজ গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইতে উদ্যত, তাঁহার স্ত্রী ময়নামতী তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন। যথা—গীতি—(মানিকচাঁদের গান)

৪১। "না যাইও না যাইও রাজা দুর দেশান্তর।
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দির ঘর॥
বান্দিলাম বাঙ্গালা ঘর নাই পাড়কালী।
এমন বয়সে ছারি যাও আমার বৃথা গাবু রাণী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দশ গিরির মাও বইন রবে স্যামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিরে॥

খালী ঘর জোরা টাট্টী মারে লাঠির ঘা।
বয়স্‌কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও ॥
আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও।
জীবর জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রান্দিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার·কালে ॥
পিপাসার কালে দিমু পাণী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী ॥
আইল পাতার দখিনে কতা কহিয়া যামু।
গিরিলোকের বাড়ী গেলে গুরুস্যাম্‌ বলিমু ॥
সিতল পাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥
হাতখানি দুঃখ হইলে পাওখানি যাতিমু।
এরঙ্গর কৌতুকর বেলা স্তুতি ভুঞ্জিমু এস্তুতি ভুঞ্জাইমু ॥
গ্রীসকালে বদনত নিমু দণ্ডপাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও ॥

গোগীচাঁদ বনের বাঘের ভয় দেখাইতেছেন, স্ত্রী উত্তরে বলিতেছেন। যথা

(গোগীচাঁন্দের গান)

৪৩। কে কয় এগুলা কথা কে আর পৈতায়্‌।
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীকে বাঘে ধৈরা খায় ॥
ওগুলা কথা ঝুট্‌ মুট্‌ পালবার উপায় ॥
খায় না কেনে বনের বাঘ তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্যামির পদতল ॥
তুমি হবু বটগাছ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥
যখন আছিনু আমি মা বাপের ঘরে।
"তখন কেনে ধর্ম্মি রাজা না গেলেন সন্ন্যাসী হইয়ে ॥
এখন হইনু রূপর্‌ নারী তোরে যোগ্যমান।
মোকে ছারিয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরাণ ॥"

( এই মাণিক চান্দের গানে ত্রিপুরার কথ্য ভাষার উচ্চারণের ও বাক্য রচনার বিশিষ্ঠতা এবং প্রযুক্ত শব্দাবলীর বিশেষত্বের জাজ্জল্যমান প্রমাণ হইয়াছে )

ত্রিপুরার প্রাচীন কবি শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কৃত রাজমালায় নিম্নোদ্ধৃত গীতি কবিতাগুলিতেও তাহা দৃষ্ট হয়। যথা—

৪৪। "শুক্রকন্যা দেবযানীর হৈল দুই পুত"
রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার হৈল তিন সুত"।

* * * *

শুন শুন বলি বল চতুর নারায়ণ
রাজবংশের কথা কিছু কহত অখন।

* * * *

নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন
রাজাতে কহিল তিনে বংশের কথন।

বরদাখাত, নুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল, সাতবর্গ, দাউদপুর
ইত্যাদি স্থানে প্রচলিত।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সারি গান।

বহুদিন পূর্ব্বে মেরকোটানিবাসী জয়কুমার চৌধুরী কৃত।

৪৫। দারুণ কাত্ গেলরে
পারার্ লোকে বলেরে,
বিদেশী বিবাদী হৈল কাল্,
ঘটাইল জঞ্জাল॥ (ধ্রু)
ভাইরে ভাই আষাঢ় মাসত গৈয়া যায়, আইয়া জোয়ার ফিরা যায়,
টানে খোচে পোষাইল্ না বর্ষায়।
ভাইরে কামার্, কুমার স্বর্ণকার্,
তারার নাহি চলে কার্‌বার্,
নাথে কান্দে তাতে বৈসে,
ঘরগুষ্টি পালিব কিসে,

বিদেশী কাপরে কল্ল´ কাল
ঘটাইল জঞ্জাল ॥ ঐ
ভাইরে ভাই, লবণ ঐল ছয় পৈসা, সাউ এ কান্দে ঘরে বৈসা
তেল্ তামুকে হৈল পৈসার মাল,
বিদেশী বিবাদী হৈল কাল্,
ঘটাইল জঞ্জাল ॥ ঐ
ভাইরে ভাই, শূদ্রেরা এক জাইত্, সূতা কাটে সারা রাইত্
চরকার মধ্যে দিয়া নাল্ বাঙ্গাল্যারে ডাক্যা আন্
চরকা কাটাইয়া করব লাল্ ॥ ঐ
ভাইরে ভাই, তিনজন বামুনে কয়, হাল্ করিবার মনে লয়
হাল করিয়া রঙ্গে রঙ্গে মূল হারাইল সঙ্গে সঙ্গে
পাছে পরিল্ লাঙ্গল আর জোয়াল ॥ ঐ
ভাইরে ভাই, তিন জন চাড়ালে কয়, মাছ ধরিবার মনে লয়
চাই পাতির রঙ্গে রঙ্গে উদ্‌যায় তার সঙ্গে সঙ্গে
মুশায় কাম্‌রাইয়া কল্ল´ লাল ॥ ঐ
ভাইরে ভাই, টিয়ররা এক জাইত্, কাছিম মারে সারা রাইত্
কাছিমের কামরে রে টিয়র্ যেন মরে রে,
আভাগ্যা টিয়রণী লৈল ফাল্ ॥ ঐ
ভাইরে ভাই, পাট্‌নীরা এক জাত, তারার ঘর নাই ভাত
কথা কয় বর বর চুরি করে পরের ঘর
কুলুর গাছ ঠেলিয়া হৈল কাল ॥ ঐ

ছালিয়াকান্দি, জগৎপুর, রঘুনাথপুর, বাতাকান্দি, মজিদপুর, শিবপুর, সাহাপুর, লালপুর, গোপালপুর, জিয়ারকান্দি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।

রাধার বিরহ সঙ্গীত।

( মেয়েলী )

৪৬। পুস্কুনির চারি পারে কুঞ্জলতার বেরা।
ছাইরা যায় গ ঠাকুর কৃষ্ণ না কয় দুক্কের কতা ॥

অন্নটী রান্দিয়া রাধায় বৈস্যা রোদন করে
কিষ্ণ বিনে রাধার অন্ন কে খাইতে পারে ॥
জল্‌টী সাজাইয়া রাধা বৈস্যা রোদন করে।
কিষ্ণ বিনা রাধার জল কে খাইতে পারে ॥
পান, সজ্রো, মালা, সাজাইয়া বৈস্যা রোদন করে
কিষ্ণ বিনে রাধার এই সব কে পাইতে পারে ॥
মাংসটী শুকাইয়া রাধার অস্তি ঐল সার।
না খায় রাধা অন্ন জল ত্যেজিব্‌ পরাণ ॥
ভিন্নেতে শয়ন রাধার মির্‌ত্তিঙ্গার আসন্‌।
না খায় রাধা অন্ন পানি ত্যগিব জীবন ॥
আইস আইস প্রাণের উদ্দব বলিরে তোমারে।
তুমি নি যাইতে পার কিষ্ণ আনিবারে ॥
অক্কুরের রতেরে উদ্দব করিল গমন।
মতুরাতে গিয়া উদ্দব দিল দরিশন ॥
আইস আইস্‌ আইসরে উদ্দব বৈস আমার পাশে
বিন্দাবনের যত দুস্ক কওত আমার কাছে ॥
ছয় মাস ধরিয়া কিষ্ণ রৈলা পরবাসী।
ছয় মাস ধরিয়া রাধা নিত্য উপবাসী ॥
বিন্দাবনের যত পুষ্‌ব ছিট্টা রৈচে ডালে।
তগল পুষ্‌ব ঝৈরা পরে মাধবের চরণে ॥
উদ্দবের সঙ্গে কিষ্ণ করিল গমন।
গকুলেতে আইয়া কিষ্ণ দিল দরিশন ॥
অর্দ্দপন্থে আইসা কিষ্ণ বংশীত্‌ দিল ধ্বনি।
গকুলের নারীগণে দেয় জয়ের ধ্বনি ॥
সুমিত্রারে জিংগাস্‌ করে কৌশল্যা গ রাই।
আজ্‌কা গকুলে যেমুন বাশী শুন্‌তে পাই ॥
উঠ উঠ চন্দ্রমুখী আমার মাতা খাও।
আমিনি তোমার কিষ্ণ আখি মেইল্যা চাও ॥

বরদাখাত অঞ্চলে প্রচলিত।

গত সেটেল্‌লেণ্ট্‌ জরিপ উপলক্ষে কোন গ্রাম্য কবি বিরচিত সঙ্গীত।

৪৭। সেটেল্‌মেণ্ট জরিপ এইসে
কাট্‌ল সব্‌ জঙ্গল। (ধ্রু)
শিয়াল্‌নী কয় শিয়াল্যারে
এখন থাক্‌বি কোথা বল। ঐ
বানরে কয় বানরীরে
লট্‌কা গাছে শেওলা পরছে
আমার বন্ধ চলাচল। ঐ
শ্যামার বাড়ীর লামা দিয়া
টাইন্যা নেয় শিকল,
বাবু আমীন্‌ রা সকল। ঐ
বগা বলে বগী ল তুই
গঙ্গা ছেনে চল্‌,
এখন্‌ থাক্‌বি কোথা বল্‌। ঐ
আইরা কুলি ডাউগ্‌ ডাউগীর
চইক্ষের পরে জল্‌
আম্রার ছানা বাচ্চা গেলরে সকল॥ ঐ

নয়াবাদ, বরদাখাতের চর অঞ্চলে প্রচলিত।

তামাক সম্বন্ধে সারী গান।

৪৮। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তামুক করে চারা।
ছাগল মেরায় পারায় পারায় বুন্যা চারি দিগে বেরা॥
বউ ঝিয়ারী যত নারী
তারা করে তামুক চুরি
সেই তামুক রাখে শারীর আচলে বান্দিয়া॥
আনিয়া নাইর্‌কল্‌
চাছিয়া ছুলিয়া বানায় উক্কা।

তাহাতে লাগাইয়া নল্ ভরিয়া যমুনা জল
তামুক সাজিয়া অস্তে অস্তে মারে টান্
তামুক পুরিয়া মারে ফাক্ক।॥

(তাম্বুল) পান সম্বন্ধীয় সারি গান।

৪৯। পান খাও পণ্ডিতা ভাই কতা কও ছৈলে
এই পানের জর্ম্ম ঐল কোন্ অবতারে।
যে না জানে পান গুয়ার মর্ম্ম কতা,
ছাগলে খায় হাউরা পাতা॥
হাঙ্গালনীর পুত্ না বিয়াস্থির পুত
পাণের বাড়া কুতায় থুইচৎ,
বান্দির পুতের ঘার পাও
ঠাকুর সকল পান খাও।

মুরাদনগর, দেবীদ্বার, বরকান্তা থানার এলাকাধীন স্থান সমূহে
কৃষক সঙ্গীত।

৫০। দাদা বিয়া না করাইলে দেশে থাক্‌বনা। (ধ্রু)
দাদায় যে কর্‌ছে বিয়া, লম্বা লম্বা ডেঙ্গ চাইয়া
আমারে করাইছে বিয়া ঘরের কুনি বেঙ্গ্। ঐ
দাদায় থাকে টিনের ঘরে আমি থাকি ছনের ঘরে
টিনের ঘরের কর্মরাণী সইলে মানে না। ঐ

৫১। (প্রশ্ন) আরে নয়া বারী বাইন্দা সাধুরে
রুইয়া গেলারে কচু,
বিয়া কৈরা থুইয়া গেলারে সাধু
ঘরে সুন্দর বধূ রে।
আরে ধনের কাঙ্গাল সাধুরে
ধনে দিছরে মন,
আরে কাঞ্চাস্থনা ঘরে থুইয়া রে সাধু
বৈদেশে গমন রে।

আরে বাড়ীর শোভে বাগ্ বাগিচা রে
আরে ঘরের শোভেরে পীরা,
নারীর শোভে সীথের সিন্দুর রে সাধু
দৈরার্ শোভে ডিঙ্গারে।

৫১। (অবশিষ্ট)

দরিয়াতে থাক সাধুরে
দরিয়াতেরে খাও,
রাত্র নিশা কাল হৈলেরে সাধু
কার্ মুখের দিগিল চাওরে।

(উত্তর) দরিয়াতে থাকি কন্যাগ
আগ কন্যা, দরিয়াতেগ খাই,
রাত্র নিশা কাল হৈলেগ কন্যা
দৈরার দিগিল্ চাই অগ।

৫২। (নিমাইর সন্ন্যাসে শচী বিলাপ)

হায়রে 'মা' বল্ 'মা' বল্
শুন্লাম্ নারে।
আগে যুদি জান্তাম্রে নিমাই
যাইবিরে ছারিয়া,
আরে না খাওয়াইতাম্ দুধ ওরে লনী
না করাইতাম্ বিয়া রে। ঐ
আরে সন্ধ্যা ভালা আইলরে অথিত্
থাক্ত দিলাম ঠাই,
আরে পর্ভাত্ কালে উইট্যা দেখি
আরে নিমাই ঘরে নাইরে। ঐ
আরে ঘরের বধু বিষ্টুরে পিয়া
আরে জলন্ত আগুনি
আরে কতকাল আর্ রাখ্ব তারে
দিয়া মুখের বানিরে। ঐ

## ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত "মধুমঙ্গল" প্রসঙ্গে মদনকুমারের হরিণ শিকারে যাত্রা।

### ( গ্রাম্য সঙ্গীত )

৫৩। আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখরে। (ধ্রু)
মদনকুমার যাত্রা করে আরে আছার খাইয়া রাণী
কান্দেরে লোক জন
আরে কান্দে রাণী ধুলায় লুটিয়ারে। ঐ
অরিঙ্গ শিকারে আইলাম্ আরে ফুল্ বাগিচায়
শুইয়া রইলাম্‌রে লোক জন্!
আমি স্বপ্ন দেখি মধুমালার মুখরে। ঐ
আন্‌গুইচ্ছা উজিরে কয় স্বপ্নের কথা সত্য নয়রে
আরে স্বপ্নের কথা মিথ্যা ধান্দা বাজিরে লোক জন্
আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখরে। ঐ
যদি স্বপ্ন মিথ্যা হৈত গলার হার কি
মোরে দিতরে লোক জন্
আরে আর দিত হস্তের অঙ্গুরীরে। ঐ
ইত্যাদি

মুরাদনগর, দাউদকান্দী, দেবীদ্বার, বরকান্তা অঞ্চলে প্রচলিত।

৫৪। অরে পুরুষের ধন্ দিয়া মাইয়ায় বেপার করেরে
মাইয়ায় বেপার করে।
(অ মনরে) বসাইয়ে চান্দের মেলা নানান্ রঙ্গে করে খেলা
নিজে খাইয়া পাক্‌না কলা
পুরুষরে দেয় ছোলা রে।
(অমনরে) সারে তিন হাত পেচের মাইদ্দ্যে আল্লা খোদা আছে
আগে মাইয়া নয় গুণে
ছ'গুণে পুরুষ পাছে।
ইত্যাদি।

৫৫। আগ আমার রস মাধুরী।
(আমি) লাউ গাছের জ্বালায় মরি
ঐ ছই গাছের জ্বালায় মরি॥ (ধ্রু)
আগা গোরা কাইট্যা লাউয়ের মধ্য কল্লাম সার
বাসের কামানি দিয়া পিতলের দিলাম তার॥ ঐ
ইত্যাদি

( রজনী কুমারের গান )

৫৬। (কন্যা) রৈদেতে চিকিমিকি মুখ্‌টী যে তোমার,
কিবা বংশী বাজাও তুমি আরে রজনী কুমার।
(রজনী) বংশীতলা বাজাই কন্যা, তর পানে চাই,
ক্ষীন্ন ভিন্ন দেইক্যা তরে বহুত ডরাই।
(কন্যা) ক্ষীন্ন ভিন্ন নয়রে সাধু ধইর কলে বলে
কোন্‌দিন দেখ্‌ছ, পুরুষের্‌ উপুর ডাইল ভাইঙ্গা পরে।
পুরুষ ভোমরা জাত
নানান্‌ ফুলে মধু খায়।
কোন্‌দিন্‌ দেখ্‌ছ গোবর টালে পদ্যফুল জাগায়॥

৫৭। সরল গরল পক্ষী শৃগাল
চন্দ্রমুখী
রাজার পুত্‌ ভোলা বেঙ্গ্‌
বাঙলার হাতে ঠক্‌ছে ঠেঙ্গ্‌
যে জানে না টিপের ভাউ
তার্‌ কাছে কা টিপ্‌ টিপাউ।
ইত্যাদি

৫৮। মাইয়া নয় সামান্য রূপ্‌।
মাইয়ার জন্য দিয়াছি মন্‌ প্রেমের তমস্থুক॥ (ধ্রু)
মাইয়ার—আটা্যা যাইতে ফিরা চায়্‌না অ
এইসে বর তুক্‌॥ ঐ
মাইয়ার—হাতে আর্‌শি, দাতে মিস্‌রি অ
খোপায় চাম্পা ফুল॥ ঐ

মাইয়ায়—যার হাতে খায়্ তার হাতে খায়্ অ
এই সে বর দুখ্॥ ঐ

হাজিগঞ্জ - মেহার, চিতসী, রূপসা প্রভৃতি
অঞ্চলে প্রচলিত।

কৃষক-সঙ্গীত।

( সারি )

৫৯। কৈঁমুল্যা যাঁত্যাম্ বুল্যা লেল্‌গারী ঐঁচে অ
অয়্ অ মিঞা ভাঁই ছে।
গিঁরার মাঁইদে টেঁয়া ঐঁলে
মুঁস্কিল নঁ আছে॥
টিঁকস্ কৈরা উইট্যা বৈঁ আর্
ছুঁৎ কৈঁ আর্ যাঁর গৈঁ,
অয়্ অ মিয়া ভাঁই ছে॥ ইত্যাদি

ত্রিপুরার উত্তরে—ফান্দাউক ধরমণ্ডল প্রভৃতি শ্রীহট্টের দক্ষিণ
সীমান্তে প্রচলিত।

৬০। যাওগা তরি বাইয়া।
আওখারে বা যাওখারে বা
গোসাইর নামটী লওখারে বা
রবির পৌয়ায়্ দেওক্কা রৈচে চাইয়া॥
ইত্যাদি

মুরাদনগর, দেবীদ্বার, বরকান্তা থানার এলেকায় প্রচলিত
কৃষক সঙ্গীত।

৬১। হাতে লইল গুলাইল্ বাশ, মুখে দিল বাটার পান
যায় রাজা অরিঙ্গ শিকারে।
সাত আইল্ পর্ব্বতেরে সেই না হরিণ বিয়াইল রে
অরিঙ্গ নামিয়া খায় চন্দন গাছের আগারে।
আরে এক গুলাইল্ মারিলরে, অরিঙ্গী বলিয়া যায়রে
না খাইলাম গিরস্তের ধান, না খাইলাম্ বারৈয়ার বরের পান রে

আরে কোন্‌না কামাইরা রে, হেইনা ছেল্ গরাইছে রে
ছেলের মুখে তুলানা বিষ দিয়ারে।
আরে সঙ্গেরঐনা সঙ্গীরে কয়, কইয় গিয়া অরিঙ্গার টাই রে
আমার বাচ্চা দুইডা রাখিত যতনে রে।
আরে বাচ্চারে না দিলাম দুদ্, না দেখিলাম্ অরিঙ্গার মুখ রে
এইনা দুক্কু রৈল অরিণীর কলিজায় রে।

৬২। আমি আগে বুঝ্‌লাম নারে
মওতের কতরে দিন আছে ॥ (ধ্রু)
আরে একখানি ক্ষেতের মাইদ্দে, দুই নাঙ্গলে হাল চষেরে
চকম্ জুরিয়া দেয় মৈ।
সেই চকমের দরি দিয়া মানুষ্‌রারে বান্দ গিয়া
আমারে হালাইয়া গেলা কৈ। ঐ
আরে আষ্ট হাত পাণির তলে, আমুন ধানের নারা জ্বলে
ফেউচ্চায় টুকাইয়া খায় খৈ। ঐ
হেইভালা মালিক আল্লায় পত্তন করিল রে
চন্দ্র সুরুজ তারা আছিল্ কৈ? ঐ ইত্যাদি

৬৩। এইনা কুলের কন্যারে, সেইনা কুলেতেরে
আরে বাইন্যায় নজর করিল সানের বান্দা ঘাটেরে।
আরে—বাপ ভাই শুনিলেরে, আরে বাইন্যা পরাণে বধিবরে।
লোকে বুলিবে পুরুষ বউদ্ধা নারী রে। ইত্যাদি।

ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলের
সরাইল, সতর খণ্ডল, দাউদপুর, হরিপুর
সাতবর্গ, চান্দুরাতে প্রচলিত।

৬৪। হুন্‌ছনিরে ভাই হগল্,—
নৈদাবাসী কুম্বীর ঐল, নৈদার মায়্‌ঐল পাগল॥
নৈদার দাদায় কান্দে নৈদা বৈলে কিনা মন্ত্র শিখিলি
নয়া হওর্ বারীত গিয়া কুম্বীর ঐয়া জলে রৈলি॥
নৈদার মায় কান্দে পুত্র রৈলে, বাচা তুই আমার ঘর শূন্য কর্‌লে

আবাগিণীর কর্ম্ম দুষে, এক্‌বার মাবল্‌ মাবল্‌॥ ঐ
বারীর ভিত্‌রে সত্‌র দিনে নৈদায় আহার করিয়া
জলের মধ্যে জান্‌ দিল, ওস্তাদ্‌ আইল ধাইয়া।
ওস্তাদ বলে বাচা তর্‌ শুন্‌ছি আহার সমাচার
আহার না করিলে তুই মানুষ হইতে একবার॥
নৈদার স্ত্রীরি কান্দে, পতি বৈলে, আমার ডাইনের কপাল বায় যায়
পতি রৈল বাসবের গাঙ্গে আমি যাইবাম্‌ কোথায়॥ ইত্যাদি

বুড়িচঙ্গ, দেবীদ্বার, কুতুয়ালী, মুরাদনগর,
বরকান্তার এলেকায় প্রচলিত
কৃষক সঙ্গীত।

৬৫। আর ধেনু উড়ে পূবে আর পচ্চিমে
আজ কেন উড়ে সানের বান্দা ঘাটে
নছিবে এই ছিল, এই ছিল, কি হইল মোর নছিবের লেখা
সানের বান্দা ঘাটে হইল জাউল্লার সঙ্গে দেখা।
জলভর বামুনের মাইয়া গ জলে দিয়ে ঢেউ
আখি মেইল্যা কওনা কথা সঙ্গে নাই মর কেও। ইত্যাদি

মুরাদনগর, যাহাপুর, গোবিন্দপুর, রঘুনাথপুর. ছেলিয়াকান্দি, বোরারচর,
বরইয়াকুরি, গোপালনগর, কাশীপুর, ভাসানিয়া, জগৎপুর,
ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচলিত।
( শ্রীরাধার বারমাসী )
মেয়েলী সঙ্গীত।

৬৬। মাঘ না মাসেতে মাদব মতুরায় গমন।
দশদিগ খোয়াকার নব বিন্দাবন॥
ফাগুণ মাসেতে সকি না ফুডে কুমু ফুল
আমার কুঞ্জে নাহি কিষ্ণ কে করে কার দোল॥
চৈত্রেতে চাতক পংখী জলদে জল্‌দে করে
সেই ডাক শুনিয়া আমার পরাণ বিদরে॥
বৈশাকে বৈদেশে রৈল শ্যাম গুণমণি

আমার কুঞ্জে না আইল কে খাইবে লনী ॥
জেডেতে যমুনা জল উড়য়ে উথলি
ছিটিয়া ছিটিয়া অঙ্গে দিমু বনমালী ॥
আষাঢ় মাসেতে গ সকি কানাই পরিল্ মনে
কেমুনে বঞ্চিমু আমি সেই নাগর বিনে ॥
হাওন মাসেতে গ সকি, আউলা ঝাউলা বাতাস
কেমুনে যাইমু আমি মতুরা বাজার ॥
ভাদর না মাসে গ সকি জর্মিল গ মতি
সারা রাত্রি পোহাইলাম্ জাল্যা মোমের বাতি ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা আমোদ ঘরে ঘরে
আসিবে আমার কিষ্ণ এতদিন পরে ॥
কাত্তিকে কাননে সকি চরাইছে ধেনু
আমার কুঞ্জে নাই গ কিষ্ণ কে বাজাবে বেণু ॥
আগুণেতে নব অন্ন খায় ঘরে ঘরে
আমার কুঞ্জে নাই কিষ্ণ কে বাশী বাজাবে ॥
পুষ মাসেতে পঞ্চপত্র লেকে বিদি মতে
অবশ্য আইবে কিষ্ণ পত্র পাইয়া হাতে ॥ ইত্যাদি

সমগ্র ত্রিপুরার প্রচলিত মনসার
ভাসান সঙ্গীত।

৬৭। পারা পরসী তোম্রা জাগরে
আমার প্রভুবে দংশিল কাল নাগে।

৬৮। অ গোদায় নাচেরে
রঙ্গইয়া বালুর চরে
নাচুনের চুড়ে আইজ
বসুমতী লরে ॥

৬৯। এক বুরি আইল ধাইয়া
পাকনা চুলে কালি দিয়া
তুই বুনি তুই বেডার পুজা।

৭০। মাগ জয় বিষঅরি
বাঞ্ছিত পূরাও মাগ শিবের ঝিয়ারী ॥

৭১। কুকিল ডাইক্ক না রে
ঐ মদুর স্মুরে
শুন্যা অবলার পরাণ
বাইরম্ বাইরম্ করে ॥

৭২। বরবৌ বরবৌ তোমার পদে নমস্কার
হিল্ পাড়া খান্ দেওচাই তোমার্
দাদার অস্র ধারাইবার ॥

ত্রিপুরার উত্তর অঞ্চলে নৌকা দৌড়ের সারি গান।

৭৩। দেওয়ায় কৈরাছে অন্দকার
কানাইয়ারে সকালে যমুনা কর পার।
সগলেরে পার করিতে লব আনা আনা,
রাধিকারে পার করিতে লমু কানের হুনা ॥ ঐ

বাঙ্গলা ১৩৩৩ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে কোন গ্রাম্য কবি বিরচিত
( পরিবর্ত্তিত ) দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় সারিগান। *

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল, কালীকচ্ছ, চুণ্টা, জেঠাগাও, বলাকোট প্রভৃতি স্থানে গীত হইয়াছিল।

৭৪। দারুণ কাপাত্ আবার আইলরে দেশে
আচানক্ বেশে
কাইন্দা মরে হগল লুক পরাণের ত্রাশে ( ধ্রু )

(ক) হায় অন্ন হায় অন্ন বুলি উট্‌ল আহাকার
অক্কই বারে শূন্য ঐল লক্ষীর ভাণ্ডার ( আচানক বেশে )

(খ) পোলা কান্দে, মাইয়া কান্দে, খাইতে দেও বৈলে. ( হায়রে হায় )
হেই দুক্কে মরিল্ কত মানু, দরি দিয়া গলে ॥ (আচানক বেশে) ঐ

(গ) বরিশালের ইমাম্ কৈলাস সাক্ষী আছে তার ( হায়রে হায় )

* বাং ১৩৩৩ সালের ই ভাদ্রের ত্রিপুরা হিতৈষী পত্রিকায় প্রকাশিত।

ঢাকাতে শুকাইয়া প্রাণী গেল ছয় জনার ॥ ( আচানক বেশে )

(ঘ) ত্রিপুরার মরণ খবর গুপ্ত ভাবে আছে ( হায়রে হায় )
রাষ্ট হৈয়া ছিল মাত্র কর্ত্তাপক্ষ কাছে ॥ ( আচানক বেশে )

(ঙ) যুগ্য নয় দান্ খয়রাতের হৈয়া গেল মানা ( হায়রে হায় )
আকাল নাই দেশে বুলি কর্‌ছে তানা নানা ( আচানক বেশে )

(চ) রংপুরাতে রং ধইরাছে ফরিদপুরে বারা ( হায়রে হায় )
চাটীগাও আব সুধারাম হৈয়া গেল সারা ( আচানক বেশে )

(ছ) লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ মৈমন্‌সিঙ্গে আছে ( হায়রে হায় )
গরীব ভুক্কী তাই তথাতে পরাণে বাইচ্চা আছে ॥ ( আচানক বেশে )

(জ) কোন্ বিদি, এমুন বিদি, লেখ্‌ছিল কপালে ( হায়রে হায় )
ধৈন্য ধৈন্য কলির রাজা এই ভব মণ্ডলে ( আচানক বেশে

(ঝ) চাইল নাইরে, ডাইল নাইরে করি নাই রে আতে ( হায়রে হায়)
উপাস থাক্যা মর্‌চে লুক মাগ্ পোলা সাতে ( আচানক বেশে )

(ঞ) কচু ঘেচু লতা পাতা যা আছিল্ সম্বল ( হায়রে হায় )
দারুন্যা বৈর্ষার জলে সব্ করিল তল্ ( আচানক বেশে )

(ট) নাল্যা ধান দেইক্কা কিছু আশা হৈয়া ছিল ( হায়রে হায় )
আকস্মাত্ ঢলের জলে ভাসাইয়া নিল [ আচানক বেশে ]

(ঠ) নীচে জল, উপরে জন ধরা টলমল্ ( হায়রে হায় )
আখেরী কোমত আইয়া ভাসাইল হগল ( আচানক বেশে )

(ড) গউর বলে নাইগ আর জীয়নের আশা ( হায়রে হায় )
এই কাপাতে জাইন্ন মাত্র ঈশ্বরই ভরসা ( আচানক বেশে)

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

৩৫। আমি কারে দেখিয়া দিব ঘুম্‌টা গ
ছাওয়াল জামাই আমার লেংটা ॥
পোলালা ছুড় মাইলা ডাঙ্গর
যেমন হস্তীর গলায় শোভে ঘণ্টা গ ॥ ঐ

বিখ্যাত কটুমিঞা শ্রীহট্ট লংলাভানুগাছ নিবাসী হইলেও তাঁহার রহস্যপূর্ণ জীবন সম্বন্ধীয় বিরচিত গান শ্রীহট্টের ন্যায় ত্রিপুরার উত্তরাংশে বিশেষ প্রচলিত, এমন কি পরে ক্রমশঃ ইহা সমগ্র ত্রিপুরা জেলাতে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। যথা—

৭৬। কান্দেরে দেওয়ান কটুমিয়ার মায়॥ (ধ্রু)

উজু কৈরা নমাজ পৈরা মিয়া শ্বশুর বাড়ীত্ যায়। অরে হায়, কান্দেরে) ঐ

কাপর চোপর পিন্দা মিয়া অ মুখে দিল পান্

ঘরেরত্তনে বাইর ঐল পুন্নি মাইয়া চান্ (অরে হায়, কান্দেরে) ঐ

ইত্যাদি।

৺ স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গীত সভার অন্যতম যন্ত্রবাদক মোগড়া দেওয়ান পরিবারের "গোপীলাল ঠাকুর" এর অকাল পরলোক গমনে, তদীয় গুণমুগ্ধ জনৈক মোগড়া প্রবাসী বিরচিত শোক-সঙ্গীত। (পরিবর্ত্তিত) প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে।

৭৭। এতদিনে সকল আশা ফুরাইল

গোপী কৈ গেল॥ (ধ্রু)

মায়ে কান্দে ভাইয়ে কান্দে, কান্দে সাক্‌রিতের দল

পাপলিনী স্ত্রীরি কান্দে তার্ উপায় কি হবে বল॥ ঐ

নলিনী আর কুমুদিনী ধুলায় গড়াগড়ি দিল

নান্নু দিদির আহাকারে পাষাণ গলিত হৈল॥ ঐ

হাস্যে, গল্পে, রসিকতায় কত লোক্‌কে হাসাইল

ছোডু বর হগল ভাইয়াপ্ সবার বাঞ্ছা পুরাইল॥ ধ্রু

গোপীলালের এই কীর্ত্তি ইখান অটুট রৈল

অধম (গৌর) চন্দ্রে বলে হগলেই হরি বল॥ ঐ

বিটঘর দেওয়ান বংশধর বাবু রমানাথ রায়ের পরলোক উপলক্ষে রচিত এবং প্রায় সমগ্র ত্রিপুরায় প্রচলিত।

শোক সঙ্গীত।

৭৮ বাবু রমানাত রায় (ধ্রু)

সুনার পুরী আন্দার কৈরে বিরাজ কুতায় ?
ভাইয়াপ্‌ সাইয়াপ লৈয়া বাবু বাওনবাইরা যায়
পাঁচ শ টেকা খরচ কৈরা নউকা সাজায়॥ ঐ
মায়ে কান্দে ভাইয়ে কান্দে ধুলায় লুটায়
অভাগিনী ভার্য্যা কান্দে উন্মাদিনী প্রায়॥ ঐ ইত্যাদি

রামচন্দ্রপুর নিবাসী দৌলতগাজী গাইন ও কাদির গাইন
বিরচিত জারি গান।
( প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বের )

৭৯। যেই চান্দে মৈরাছে ইমাম্‌ হেই চান্দ্‌ বুঝি আইল।
হায় হায় আমার শুগের চান্দ্‌ আরবার উদয় হৈল।
অক্কই কালে নবির বংশ কর্‌বলায় মজিল।

৮০। কান্দিয়া ফতেমায় বলেরে আর্‌নি ইমাম পাইব।
ইমামের শুগে মায় গ ফকির ঐয়া যাইব।
কোন্‌ খানে রাইখাছে ইমাম্‌রে নজরে দেখিব।

৮১। কান্দে হানিপায় প্রাণের ভাই আমির্‌।
খোয়াপে দেইখাছি ভাইয়ের কণ্ঠে নাইরে শির।
মজিদের চূরা যেমুন ভাঙ্গ্‌ল আচম্বিত্‌।
ইত্যাদি—

সেই সময়ের—
তথাকার কোন গ্রাম্য কবি রচিত
খোস্‌নামী গান।

৮২। তিরলোচন কেরাণী (ধ্রু)

বিদ্যা বুইদ্ধে হয়, মান্য মানী।
আছে কমপাউণ্ডার ফনী বাবু—
জমাদ্দার সর্ব্ব গুণের গুণী॥ ঐ
বৈদ্যরূপে নারায়ণ ডাক্তার বাবু হয়।
ইত্যাদি—

মুরাদনগর থানায় প্রচলিত।

৮৩। প্রাণ কানাই অ
তৈলের বাটী গাম্‌চা হাতে
নাইতে যাই যমুনার ঘাটে
কলসী ভাসাইয়া নিল স্রোতে অ প্রাণ ( কানাই অ ) ইত্যাদি—

৮৪। সময় বুঝনা।
অসময়ে বাজাও বাশী
প্রাণ ত মানেনারে কালা॥ ঐ
অসময়ে বাজাও বাশী
তখন আমি রান্‌তে বসি,
আরে ভিজা চুলা কাচা লাক্‌রি
ধুমার ছইলে কান্দিরে কালা। ঐ

চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, জগন্নাথদীঘি, গুণবতী
চিতসী, হাজিগঞ্জ, রূপসা প্রভৃতি
দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রচলিত
কৃষক সঙ্গীত।

৮৫। হাঁদের নানীগঁ মুঁই মৈলাম্ গঁ
কি দায় ঠেঁয়াইল আল্লা॥ (ধ্রু)
এঁক কাঁনি জমিন কেঁরল্
তিন কাঁনির কাঁম্—
ইয়াঁতে খোদা বাঁদী নঁদিল ধান্।
আঁঙ্গরে এঁবুল যদি খোদায় দেয়গঁ পানা,
দরগায় দরগায় দিঁউম্
সাঁর্ চিনি আর্ কেঁলা॥ ঐ

৮৬। এঁরিয় হাঁইচঁনির বাঁপ্
হন্দ্যাভালা আঁঙ্গ বাঁইত যাইও॥ (ধ্রু)
হন্দ্যা ভালা আঁঙ্গ বাঁইত যাঁইও
আঁ হাঁই চঁনির বাঁপ্॥ ঐ

অাঁঙ্গ বাঁইত গেঁলে তুঁঙ্গ, বঁইতে পিঁরি দিঁউম্

গুয়াঁ কাঁড়ি দিঁউম্ পান্

অাঁইত যাঁইত বৈঁ খাঁইও ॥ ঐ

৮৭। অাঁগে বঁন্দম্ কাঁলা পীঁর

পাঁছে বঁন্দম্ গোঁরা পীঁর

এইনা ধানেরে আন্নিঁয়া

সুঁবইন্নের গুঁলা ভৈঁরুম্ ॥

৮৮। বঁন্দম্ সঁরে স্বঁতী

দেঁব্ নারায়ঁন্

তেঁ নঁ অঁইলে পেঁইফাতে

পৈঁরতে অয়্ মঁরণ ॥

মুরাদনগর, দাউদকান্দি, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর থানার এলাকায় চৈত্রের নীল পূজা অর্থাৎ চরক পূজা উপলক্ষে গ্রাম্য কবি বিরচিত যে সব গান ঢাকসহযোগে সারা চৈত্র মাস ব্যাপিয়া হইয়া থাকে তাহা।

৮৯। (ক) একদিন অন্নপুন্না, অন্নেরছৈলে, বাইর ঐল নগরে
দেইকে সব কুলবধূ জিজ্ঞাসা করে।
তুমি পঞ্চাননের গিন্নি ঐয়া ভিক্ষাকর কিয়েরে ॥ ঐ

(খ) সে যে বয়সেতে, বাপের বর, বেড়া বর সিদ্দিতে
কুলীন জানিয়া বিয়া দিয়াছে পিতে,
আমার অস্থি চর্ম্ম সার ঐয়াছে ভাঙ্গ ধতুরা ঘুড়িতে ॥

(গ) তখন মনের দুক্কে, কাইন্দে, উমায় কয় কাতর স্বরে
পতির গুণ কত ক'ব কপালে করে—;
আমি যে সুখে গিরস্তি করি মনজানে বলব কারে ॥

(ঘ) সে যে শ্মশানে মশানে ফিরে অঙ্গে মাখে চিতার ছাই
লজ্যাতে দেব সমাজে মুখ না দেখাই,
তার লীলা খেলা, ভূতের মেলা, দিবা নিশা ভেদ নাই

(ক)

২৩। কার্ত্তিক ঠাকুর যায়রে খোয়া বিল ভাঙ্গিয়ারে
খোয়া বিল ভাঙ্গিয়া,
অরিধনে রাকছে তানড়ে চরণে দরিয়ারে
চরণে দরিয়া।
থাইক্য থাইক্য কার্ত্তিক ঠাকুর, মুইবুলুম্ তুমারে
তুমিনি জান উষার জ্বালা ভং করিবারে।
দিগলী দিগলী নাউ খানি কাত্তিকে দিল পার।
এন ভালা পচন্যার মাগ কান্দনের হারা।
না কান্দিয় পচন্যার মাগ না কান্দিয় তুমি
ধনবর পুত্রবর দিয়া যাইবাম আমি।
ধনবর চাওগ যদি ধনাইরে পাঠাইমু
পুত্রবর চাওগ যুদি আপনে আসিমু।
ইত্যাদি।

(খ)

শাওরী ননদীর কতা শিরেতে বান্দিয়া
এও বাণ মাইলরে উষা দুয়ারে বসিয়া।
ইত্যাদি।

মুখ্খানি পাকালি দেবি গুয়াখানি খায়
গুয়াখানি খাইয়া মাগ কৈলাসেতে যায়।
কৈলাসে যাইয়া মাগ কি কৈলা কাহিনী
মলচে আছে অরিদন্ দিব ফুল পানি। ইত্যাদি

(ঘ)

গয়াম্ গাছৎ ( বাইতেরে ) উট্ত্তেরে কান্তিক ভাইঙ্গা পরিল্ মাড
তীড়নীর মার ঘরের হাইচ ধনস্তুরি গুজা.
কাঞ্চা লনী অস্তে লৈয়া মৈল্যা দিব মাজা।

(ঙ)

ঘাড়ের আগা, বরৈয়া গাছে ধৈরা রৈচে বৈল্ বৈল গুডা,

(চ)

আম্রার বাড়ীর তাইন্ যায়রে, রাজার দরবাররে রাজার দরবার
পাইয়া আইয়ে চন্দনের ছিডা, লইয়া আইয়ে পরমাইর, বাডা

(ছ)

কার্ত্তিকের মায় আড যায় পিন্দা পাডের সারী
কুন্ কুন্ বর্ত্তীয়ে বর্ত্ত কর দেওগ গড়ের * করি।

( কার্ত্তিকেয়ের মাতা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হাটে যাইবার কালে অপরা পর ব্রতিনীগণকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে কে ব্রত করিবে, ঘট ক্রয় করিবার জন্য কড়ি ( মূল্য দাও ) )।

## ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত সঙ্গীতাবলী।

৯৪। প্রেম পাগলিনীর বিরহ সঙ্গীত, দক্ষিণ ত্রিপুরার মেয়ে মহলে প্রচলিত

সহি ! চান্দ, চান্ জানি কেমুনগ এরে দেহ্লাম্ নঁ।
এঁদ্দিন রাঁইত নিশাকালে,
হঁপস্ দেহি ছুঁতিলে
হেঁই ধঁরি চিত্ত জ্বলে পাঁইম বুঁলি মোনের আশা ছাঁড়িনঁ॥
যুদি চান্দের লাগুর পাত্যাম্
রিদ্রেতে ছাঁপাই রাহ্ত্যাম্
যুগল পদে দাসী অইত্যাম্ মোনে লয় উড়ি কাত্যাম্
নিঁডুর বিঁধিঁ পাংখা দিল নঁ॥ *

৯৫। বাল বিধবার শোক সঙ্গীত, দক্ষিন ত্রিপুরার প্রচলিত।

রঁই রঁই মোনে উডে গ সজনী সই
বশইন্দা কাইন্দা মন্ উড়ে।
সইগ সই শিশুকালের বিয়া, বসের কালের রাঁড়ী সইগ
অসই সইগ মোরেনি চিনে দারুণ্যা যমে।
তুষের আগুন রিদ্রে লঁই, হাঁরে রাঁইত কডাইলাম্ সই
সই নারীর চিত্তে বাইরম্ বাইরম্ করে।
ইত্যাদি

* এরূপ ভাবে কলা, গুর, চিনি, ইত্যাদি উপকরণের উল্লেখ করিয়া ঐপদ গুলিই পুনঃ২ গাওয়া হয়।

৯৬। পূর্ব্বানু রাগিনীর আবেগময়ী সঙ্গীত, মধ্য ত্রিপুরায় প্রচলিত।

অগ কিশরী, চল উদাসিনী অই
বাইট্যা কুইট্যা কিশরীরে
কমরে গাগরী দিয়ে
গলায় দিয়াছে চন্‌দর্‌ হার
মাইট্যা কলসের ভারে, চিকুন মান্‌জা হেইল্যা পরে
চাম্পায় বাহার দিচে
খোপার মাইদ্দ্যে রঁই! *

৯৭। সাধক প্রবর রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীত পরিবর্ত্তিত হইয়া মধ্য ত্রিপুরায় নিম্নলিখিত রূপে প্রচলিত আছে।

দুক্কে দুক্কে জরম্‌ গেলগ মা!
দুক্‌ দিতে আর কম দিলানা।
সারেরাইত মুশার কামর, চক্কেতে আর গুম্‌ আইয়ে না
কেঅইব্‌ পিন্দন্‌ বাক্কা ধুতি, আম্রার পিন্দন্‌ নাইগ তেনা। *

৯৮। জনৈক ভবঘুমের উক্তি পশ্চিম ত্রিপুরার প্রচলিত।

গেচিলাম্‌ ঢাহার সহরে।
ফজ্‌লী মাল্‌দ আম্‌, দশটেহা জোরার দাম্‌
বরমাইন্‌যে খাইয়া মজা মারে
ছুডু লুকের কপাল মন্দ, দাম্‌ হুন্যা লাগে ধন্দ
এইনা দুক্কু রৈল কেবুল অন্তরে।

৯৯। প্রজাগণের খেদোক্তি গান গঙ্গামণ্ডল পরগণায় প্রচলিত।

এই দেশেতে মন্‌রে আমার
না ঐল বসতি।
গেছিলাম্‌ রাজ দরবারে, পৈরাছি বিলম্বের ফেরে
উল্‌ডা ছাস্তি দেয় আম্রারে
পরজা লুকের এতই দুর্গতি॥ *

১০০। মেয়েলী রসিকতা সঙ্গীত মধ্য ত্রিপুরায় প্রচলিত।

আমার বন্দে চাকরী করে বৈশ্যালের জিল্লাতে।
মাসে মাসে পর্ত্তলেকি গাচে ডালম্‌ পাইক্যাচে॥

একটী গাছের দুইডী ডালম রে আরে বন্দু ? আরদ ধরেনা।
পাক্যা পাক্যা মজ্যা গেলরে বন্দূ ! আরে ডালমের রস্ খাইলানা ॥
বারে বারে কল্লাম্ মানারে, আরে বন্দু পচ্ছিম রাজ্য যাইয় না।
পশ্চিম রাজ্য লুনা পানিরে, আরে বন্দু ! খাইলে পরাণ বাজবেনা ॥
বাগুণ ভাজা বরমজারে, আরে বন্দূ ! পোল্‌তা ভাজা খাইলা না।
রস্যাবন্দের লাগল্ পাইলেরে আরে বন্দু ধরামগলাৎ ছার্ত্তাম্ না ॥ *

১০১। ক্ষেত নিড়ি, ক্ষেতরোয়া, ছাদ পিটানীর এবং নৌকা দৌড়ের সারি গান, মধ্য ত্রিপুরায় প্রচলিত।

আমার কি ঐলরে মোনের ঐ মাজারে।
রাইতের নিশি হইয়া থাকি গুমে ঐনা দরে ॥

উত্তরেতে দেক্যা আইলাম্ জাওল্লা দেওরায় মাচে
বাল বেইশ্ বেইশ্ বেইশ্
পানির তলে চিলের বাসা কুত্তা বিয়ায় গাচে ॥
আম্‌গাচে আলু দরে শৈন্যে দরে পেঁইজ্।
বাল বেইশ্ বেইশ্ বেইশ —
গাইয়ের গর মানু জর্ম্মে আচে তারে লেজ্ ॥ ঐ *

১০২। পশ্চিম বঙ্গের "গঙ্গাজল" ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতানের ন্যায় ত্রিপুরাতেও হই ( সখীত্ব ) বা বৈনারী ( ভগ্নীত্ব ) পাতান হয়, তদুপলক্ষে উত্তর পূর্ব্ব মধ্য ত্রিপুরাতে নিম্ন লিখিত গানটী প্রচলিত আছে।

বেদনী আগ হইগ। ( ধ্রু )
হইয়ার বাইত্ যাইতে গ
পন্তে আডু পাণি গ ॥ ঐ
হইয়ায় যুদি থাক্‌ত গ
জাঙ্গাল্ না বাইন্দা দিত গ ॥ ঐ

বাজারেতে মাচ্ থুইয়া গ
হুদা না বাত্অ খাওয়াইনা গ॥ ঐ *

১০৩। রসিকতার গান, ইহা চাঁদপুর অঞ্চলে প্রচলিত।

মোন্ আমার রাণীর দিঘিত্ বোড়শী বাইতে চায়।
কাইল্কা মাছে লাগল্ পাইলে সোত্ লইয়া পোলায়॥
ঘাটে ঘাটে আরনি মাছে লাগল্ পায়।
কানীবকে বোড়শী বাইয়া দিন্ ফুরাইয়া যায়॥ *

১০৪। বিবাহে মেয়েলী সঙ্গীত, ইহা দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রচলিত।

সহি দেওগ জোয়ার
বিয়া করি ঘরে আইয়ে লক্কন কুমার।
মায়ে দিল ধন্য দুব্বা বাপে দিল বর
জিঅ জিঅ মায়ের পুত্রু এ লৈক্ক্য বচ্চর॥
ভাজে দিল ধন্য দুব্বা ভাইয়ে দিল বর
জিঅ জিঅ ভাজের লক্কন্ এলৈক্ক্যা বচ্চর্॥ *

১০৫। বিবাহে মেয়লী সঙ্গীত, ইহাও দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রচলিত।

বা-আ-র বাড়ীৎ, কাচারি মণ্ডব, গুন্গুন্ বাদ্য বাজে।
মাঝিলা বাড়ীৎ রঙ্গিলা মণ্ডপ, মায়ের রামে সাজে॥
সাইজ্যা পাইরগা যায়ের্ রাম্রে বইল্ গাছের তলে,
বইল্ পুষ্বের রেণুয়ে রাম্রে চৈক্কে নিদ্রা ধরে॥
নিদ্রাত্তুন্ জাগিয়া রাম্রে চৈক্কে দিল জল,
বাপের বাড়ী দেইক্যা রাম্রে হাস্যা খল খল॥
শ্বশুর নগর দেখি রাম্রে করে দণ্ডবৎ
শালায় দিল ধন্য দুব্বা শ্বশুরে দিল বর
জিঅ জিঅ শ্বশুরের জামাই এ লৈক্ক বর্চ্চর॥ *

১০৬। দেক নন্দ গকুলেতে

বেদীগমন বংচি ধারী কিশরী সইতে।
আগে যায়রে বর্‌মন্ ঠাকুর বেদ মন্ত্র কৈ
পাচে রায়রে বংচি ধারী কিশরীরে লৈ॥
বরবছোইরগা কুমার আঁর কিচু নয়ে জানে
সারির অঞ্চলে দরি কিশরীরে টানে॥
নয় বছোরের কন্যা আমার কিচু নয়ে জানে
কোঁচার আঞ্চরে দরি কুমারেরে টানে॥ *

১০৭। উত্তর ও মধ্য ত্রিপুরায় প্রচলিত মেয়েলী সঙ্গীত ( পুতুল খেলার )

পুত্‌লা যাওগ জামাইর গরে
হাত্ দিন দৈরা রইচগ পুত্‌লা
ফুল বাগিচার তলে।
জেড়িয়ে কান্দে, খুড়িয়ে কান্দে
এক্কে বিচ্‌নাৎ বৈয়া,
পেট্ পুরানীর মায় কান্দে
পতের দিগিল্ চাইয়া।
লেপ নাগ পুচ নাগ
রাঙ্গা মাড়ি দিয়া
সুন্দরীরে নিত আইচে
ঢুল বারি দিয়া। *

১০৮। মেয়েলী সঙ্গীত উত্তর ও মধ্য ত্রিপুরায় প্রচলিত।

আম গাচের বলাইরে, সুয়া পৈকে ডাকেরে।
মামা বলে বাগ্নীগ, তরে নিত আইছে গ।

* উল্লিখিত গান গুলি দক্ষিণ ত্রিপুরার লাকসাম্, নাথের পেটুয়া, বিলঘর দিশাবন্দ পেরুল প্রভৃতি স্থানে বিশেষ প্রচলিত।

আইচে ঝিদন নিব ঝি, মার পরাণে কর্‌ব কি।
মাগমা কাইন্দনা, শামের গলা বাইঙ্গ না।
তুতুলা পক্কি তুতুলা পক্কি, মাইজ্যাল বৈয়া ঝুলে
কন্যার মারে সুন্দরী দেইক্যা জামাইয়ে গোসা করে ॥ *

১০৯। ঐ মেয়েলী সঙ্গীত উত্তর ও মধ্য ত্রিপুরায় প্রচলিত

হুনার গাইয়া বাজান্যারে, রইয়া রইয়া বাজাইচরে
অ তুরই থাইক্যা হুনিলাম মায়ের কান্দন্ রে ॥
পারানা পরসীগ, আমার মায়েরে বুঝাইয় গ
ছুডু ভাই বইন তুলিয়া দিয়া মায়ের কুলেরে ॥
ইনিগ ঝিমি মায়ের বসন, কেনগ কালি।
এত কৈরা পালচিলাম ঝিদন, পরে নিত গিয়াগ ॥ *

১১০। বিবাহে জলভরার গান মধ্য দক্ষিন ত্রিপুরায় প্রচলিত।

আয়গ তরা সব নাগরী সাজন্ করি
যমুনার জল আন্‌তে যাই।
কেঐর পৈরণ লাল, নীল, কেঐর পৈরণ সাদা
আয়গ তরা সব নাগরী কাখেতে পরিয়া ঘাগরী।
কেঐর আতে লুডা ঘডী, কেঐর আতে দাও,
কেঐ আডে আস্তে আস্তে, কেঐ আডে দৈরা
জামাইর মা সুন্দরী আডে ত্রিরভঙ্গিমা ঐরা ॥ *

১১১। বিবাহে বরকন্যার স্নান উপলক্ষে গীতি, দঃ ত্রিপুরায় প্রচলিত

কি করগ রামের মাগ ঘরেতে বসিয়া
তুমার রামে কৈরব ছান্ গ জানকীরে লৈয়া।
কাডলের দুইখান পিড়ি উডানে বিছাইয়া

তুমার রামে কৈরব ছিনান আমার সীতারে লইয়া।
আন্‌গ অল্‌দী বাডি আন্‌গ সকালে
তুমার রামে মাক্‌ব অলদী অঙ্গেতে মিশায়ে।
আনগ গঙ্গারী জল আনগ সকালে
তুমার রামে ঢালব জলগ জানকীর শিরে।
কি করগ রামের ভইনগ ঘরেতে বসিয়া
তুমার রামে কৈরব ছিনান্‌ পূর্ব্ব মুখীল ঐয়া।
আন্‌গ কাপড়ার কাপর আন্‌গ সকালে
ঘিরত্ত মধু পঞ্চ পর্‌দীম সম্মুকে সাজায়ে। *

---

১১২। ব্রাহ্মণ বাড়িয়া সবডিভিসনের এলাকায় প্রচলিত ছড়া গান।

চাল ধরে চাল্‌কুম্‌রা বেরাত ধরে লাউ
এক বেডিয়ে খাইয়া লাইল হাত্‌ কাচ্‌লা জাউ।
হাত্‌ কাচ্‌লা জাউ খাইয়া, বেডির কমর ঐল বল্‌
ধেক্কা দিয়া ফালাইয়া দিল মজুমদারের ঘর।
মজুন্দার মজুন্দার কিকর বসিয়া,
তুমার পুতে মাইর খায় দরবারে বসিয়া।
মায় বলে পুত্‌ পুত্‌, ভৈনে বলে শূয়া
আরনি খাইবেরে বেডা মিডা গাছের গুয়া।
মিডা গাছের গুয়া খাইয়া দাত্‌ লর্‌বর করে
অরাইলের জমিদারে বাগবন্দী কার। *

---

১১৩। অনাবৃষ্টির সময় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বহু স্থানে গ্রাম্য বালক বালিকাগণ নিম্নলিখিত ছড়াটী গাহিয়, পয়সা ও চাউল আদায় করে। পরে তদ্দ্বারা সকলে মিলিয়া কোন কিছু খায় ও আমোদ করে।

মেঘ রাজারে তুইনি সুন্দর ভাই,
এক ঝড়ি মেঘদে ভিজা ঘরে যাই।
ভিজা ঘরে যাইতে যাইতে মায় না দিল ঠাই
উষ্টা দিয়া ফালাইয়া দিল কচুবনের ফাই।

আমধরে থোপা থোপা তেতই ধরে বেহা
মেঘ রাজায় বিয়া করে, মারটাই চায় টেহা ॥ *

১১৪। নিম্নের ছড়া গানটীও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায় প্রলচি।

এক হিয়ালে রান্ধে বারে দুই হিয়ালে খায়
আমার ঠাকুর জগন্নাত ঘুরা চৈরা যায়।
ঘুরা চৈরা যাইতে যাইতে পত পাইল হারি
হেই হারি উরাইয়া নিল জগন্ননাতের বারি।
জগন্নাত জগন্নাত কিকর বসিয়া
তুসার পোতে মাইর খায় দরবার বসিয়া।
মায় বুলে পোত পোত ভৈনে বুলে সুয়া
আরনি খাইবেরে বাবু মিডা গাচের গুয়া।
মিডা গাচের গুয়া খাইয়া দাত কিরমির করে
হিয়াল্যার দুই আণ্ডা লৈয়া লরালরি করে। *

১১৫। পর্ব্বতের টিলার উপর ঘাস খাইতে ছাগল দিয়া আসা হইয়া কিন্তু বিস্মরণ বশতঃ আনা হয় নাই। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। চিনাজোঁ (স্থলজ জলৌকায়) মুখে ধরিয়া ইচ্ছামত রক্ত শোষণ করায় দংশিত হইতে রক্ত পরিয়া মুখটী বিচিত্র হইয়াছে। তদুপরি অন্ধকারে চক্ষু দুঃ ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে এবং মুখ নাড়িয়া রোমন্থন করায় দাড়ি নড়িতেছে, তদ্দ এক চিতাবাঘ চকিত ভাবে ছাগলকে জিজ্ঞাসা করিল।

ঘন ঘন দাড়ি লার, পান খাইয়া পিচকি ঢাল
তুমি কোন্ বীর ?
ছাগলের উঃ—সিং এর ভাগিনা আমি নর অরি দাস
চিত্রা বাঘের লাগি বনেতে নিবাস ॥
এই কতা হুন্যা বাঘায় উইট্যা দিল লর
ছাগল্যায় ভে ভে করে, (যেমুন) রন্‌জিতা মাতব্বর ॥ *

(ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সদরের কোন কোন স্থানে এই পল্লটী প্রচলিত)

১১৬। মাঘ মাসের ১৩ তারিখ হইতে, অর্থাৎ প্রবল শীতাধিক্যে যখন ত্রিপুরার পাহাড় হইতে লোকালয়ে আসিয়া বাঘগুলি লোকের গরু, বাছুর, ছাগল, মেড়া কুকুর বিড়াল এমনকি মানুষ বধ করিত, তখন গ্রাম্য লোকেরা সমবেত হইয়া বড় বড় লাঠি হস্তে বাড়ী বাড়ী পাহারা দিত এবং নিম্নের ছড়া-গুলি গাহিয়া হৈ চৈ করিত; তাহাতে বাঘ ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইত। আজকাল জঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়ায় এবং পর্ব্বত সীমান্তে রেলওয়ে হওয়ায় বাঘের ভয় দূর হইয়াছে। কিন্তু ত্রিপুরা পাহারের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল, নাছিরনগর, কসবা, সদর, চৌদ্দগ্রাম ইত্যাদি থানার এলাকাস্থ স্থান সমূহের বালকগণ কর্ত্তৃক এখনও তাহা নানারূপে অভিনীত হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায় নিম্নের ছড়াটী গাহিয়া বালকগণ চাউল ও পয়সা আদায় করে। ঐ অঞ্চলে ইহা "বাঘের মাগন" নামে প্রসিদ্ধ। মাগন শেষে গ্রামের মাঠে প্রচুর আয়োজনে ভোজনোৎসব হইয়া থাকে।

(১) গাও, গাওরে ভাই বাঘের পাইচালি,
পঞ্চকোটি ঝি পোত্ লৈয়া লাম্‌চে বাঘিনী।
পঞ্চকোটি ঝি পোতের তের কোটি ছাও
ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া উড়ে লক্ষীন্দরের নাও।
লক্ষীন্দর লক্ষীন্দর কি কাজ করিলা
মাগ মাসের তের দিন চাউল করি মাগিলা।
চাউল করি দিতে বেডী যেবা করে এলা
তুইলা চৌক খাইলাইব ঠিক্ তুপ্পুইবা ভালা।
তুইলা চৌক খাইয়া বেডী আন্দি কুন্দি ভাই
ভাইয়ের কান্দ দিয়া বাঘ গোয়াল বারীৎ যাই।
গোয়াল্যার সাত পোত্ নতুন কামেলা,
আরাগুরা টাইন্যা মরে মেরার চামরা।
মেরার চামরা নয়রে ডাঙ্গ দিল বারি
যেত কিচু মেরা মেরী উইটা লরালরি। *

(২) ছিকাই লরে ছিকাই লরে
ঝর্ ঝরাইয়া টেকা পরে।
উগ্‌লা টেকা পাইলাম রে
বাইন্যা বারীৎ গেলাম রে
বাইন্যা বারীৎ ঢুপীর ছাও
জাইত আন্‌মানে করে রাও।
অ ঢুপী মন্ মন্।
আম্রারে দিবে কত ধন।

আমিত মাগিয়া খাই,
বাঘার নামে সিন্নি চাই।
বাঘা গেচে ঢাগাইপুর
কিন্যা আনল চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুল না বর্ত্তমান
আইস্যা আইস্যা কর দান

(৩) দিন নাথের ঘরকানি দেকিতে সুন্দর
চাপ্পুর চুপ্পুর মেঘ পরে ঝুরে লক্ষীন্দর।
রাজার পুতে জিগাস্ করে কে যাইবারে ভাই,
গাজীর ঢাল কান্দে কৈরা বাঘ শিকার যাই।

হৈ বাঘ কি আইল
জঙ্গলেতে গেল।
হেই বাঘ কি অইল,
রাউক্কালে পুড়িল।
হেই ছাহিল কি অইল
ধোপায় কাপর লইল।
হেই কাপর কি অইল
নাইরা বলদে নিল।*

ইত্যাদি

(৪) আইছলাম অনে মনে
লক্ষীর যার চরণে।
সোণার সরী রূপার বলয়া
অ গিরত্ মন মন্
আমারে দিবে কত ধন ?
আমিদ মাগিয়া খাই
বাঘার নামে সিন্নি চাই।

বাঘা গেছে ছাগাইপুর
কিন্যা আনল চাম্পাফুল।
চাম্পাফুল না বর্ত্তমান
আস্যা আস্যা কর দান।

---

(৫) গুড়িদারা ভোর গুড়িদারা ভোর
আইল গুড়ি ঘামিয়া
অস্তীর কান্দ চরিয়া।
অস্তীর কান্দ ডোল্ ডোল্ বাজে
তবার ঐয়া নাচ্ চ করে,
লামা গাইয়া পোলা আইত্ রে!
এমুন গীদ্ হুনচং কইরে।
হুনচি হুনচি পূবে
ধান গাচের ছোবে
আমুন ধানের বল বল পাতা
পূতে খাইল ভূতের মাতা।
অ পূত চান্ রে
বান ধৈরা টান্ রে।
বান্ত পেওরার রস্।
হেই ঘর আছে নীলরস নীল্সোরা
আত বেড়াইয়া পাইলাম গোরা।
মাতা ভৈরা দিলাম তেল
তবু বাঘা বনে গেল্।
তিয়াইল্লার পেড় গেল্।

১১৭। ত্রিপুরায় প্রচলিত, গুড়িদারা, চিবাটি খেলা, লোণ্ডাখেলা, হুদ্ধা খেলা, লাইখেলা, চৌকবান্ধা খেলা। প্রেক ইত্যাদি খেলার বাহির ( আউট ) হইলে কাউরী বলে। বিপক্ষ খেলুক খেলার সাধ পূর্ণ না করিয়া ঐ অবস্থায় চলিয়া গেলে নিম্নের ছড়াগুলি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সদরের এলাকায় কোন কোন স্থানে গান করিয়া থাকে

(১) কাউরী অইয়া ঘর হায়
বেং পুইরা ভাত্ খায়।

(২) কাউরী অইয়া ঘর যায়
মাগ্ বেইচা মুনা ( মোয়া ) খায়।

(৩) এক চুঙ্গা, তুই চুঙ্গা কেউচ্চা আদায় করে
কোন্২ বেয়াইনের পোতে খেইল বাধা করে।
কাউরী লইয়া ঘর যায়
বেং পুইরা ভাত খায়। *

১১৮। খেলার সময় কোন খেলোয়ার হারিয়া চটিয়া গেলে; অন্যান্য খেলোয়ারেরা নিম্নের চড়াটী গাহিয়া তাহাকে উত্তেজিত করে। যথা ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া অঞ্চলে—

চেত্‌লে আর চেতামু
লওয়ার ছিগল্ গলাৎ দিয়া
বান্দর নাচামু। *

১১৯। পরিত্যক্ত বাড়ীয় ফলিত বৃক্ষের ফলাদি ভক্ষণে রত বালক বালিকাদিগকে বিরত করিবার জন্য অপর বালক বালিকারা বাড়ীর অধিকারীর অবগতির জন্য নিম্নের ছড়াটী গাহিয়া থাকে। যথা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে।

লাইরা গাচের বাইরাবরি
খাইল, খাইল। *

সদরের এলেকায় কোন২ স্থানে —

আউল্লা গাছের জাউল্লা বরি
খাইল, খাইল। *

১২০। ত্রিপুরায় প্রায় গাজাখোরদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া নিম্নের ছড়াগুলি গাওয়া হয়। যথা—

এক্ ছিলুমে যেমুন তেমুন, তুই ছিলুমে তাজা,
তিন ছিমুমে উজির, নাজির, চাইর ছিলুমে রাজা।

পাচ ছিলুমে খুক্কুর খাক্কুর, ছয় ছিলুমে কাশ
হাত ছিলুমে রক্ত আগা আষ্ট ছিলুমে নাশ। *

১২১। না'ল্যা নিড়ির গান। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলে—

আইলাম্ বচ্ নাল্যা নিড়াইতে
(আমার) পোলা পুরী মরে ভাতে, থাইক্যা বাড়ীতে।
আম্রা উত্তইরা মুনি,
নাইল্যা নিড়ি ভাল জানি,
মায়ের দোয়ায় "মাইডেল্" পাইচি মাইল্যা নিড়াইতে।
বেণা, চুঙ্গা, পাত্লা আতে
জান যায় ভাই পিয়াসাতে
পাণি কৈ বদ্না বুরাইতে
আমার জননা বচ্ কৈয়া দিচে বাজারত্তেনে কেলা কিনিতে। *

১২২। নিম্নলিখিখিত দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানটী ত্রিপুরার ভাটী অঞ্চলে অর্থাৎ নদী প্রধান স্থানে গীত হইয়া থাকে। প্রতিবেশ প্রভাবে অন্যত্র প্রচারিত হইয়াছে।

মন্ মাঝি তর্ ভাঙ্গাতরি কিনারে ভিরাইয়া ধর।
নায়ের মাঝি হোল জন্
তারা কেওত নয় আপন
ছয় জনাতে মারচে বৈঠা, গুণ্ঠানে নয় জন
নায়ের একুল দুকুল গেলরে
নায়ের ওভাই মন মাঝি!
নায়ের হাইল কাঠা ফিরাইয়া ধর॥
নায়ের বাইন ছুটিল নায়ের জাঁকন মাইল
তাই দেইক্যা নায়ের মাঝি পলাইয়া গেল।
অ নায়ের পাছের মাঝি ডাইক্যা বলেরে
(অ মন মাঝি ভাই)
ছিরি রাধার নামে বাদাম্ ধর॥ *

১২৩। এই দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানটী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের কোন গ্রাম্য কবি বিরচিত। যথা—

বেউস্ মনরে আমার, উসত ঐলনা।
কাল মেঘে ঘোর কৈরাছে যে মন, নয়ন মেইলে দেখনা॥
তুই ধারে তুই নদী গেচে, মধ্যখানে ফাঁদ পাইতাছে
কৈরে মন্ত্রনা
উইরা উইরা ঘুইরা ঘুইরা, রে মন, পাছে পরবে ঘোর খানা॥
সম্মুকে তির্‌বেনী খেওয়া, নাই তবনী ঐ পারে যাওয়া
মন্‌ত ঐলনা
কি সন্দানে পার ঐবি খেওয়ারে হেই সন্ধান কেন করনা॥ *

* ১২৪। এদেশে প্রবাদ আছে গুনিয়াউক নিবাসী সুবিখ্যাত মাননীয় এঃ রসুলের সুবিখ্যাত পিতা স্বর্গীয় গোলাম রসুল মিঞা "ঘাটু" ও ঘাটুগানের অর্থাৎ ছেলে নর্ত্তক ও তাহার গাহিবার জন্য তদুপযোগী গানের প্রথম প্রবর্ত্তক তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার জানিত লোক কর্ত্তৃক এরূপ অনেক গান রচিত হইয়া ত্রিপুরার প্রতিস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া ছিল। অন্য কোন জেলায় ঘাটু এবং ঘাটুগানের প্রবর্ত্তন দেখা যায় না। যাহা হৌক গানগুলি তাঁহার কথ্য বাঙ্গলার সহিত তদীয় জাতীয় ভাষা পার্ষি হিন্দি উর্দ্দর মিশ্রিণরূপ বৈচিত্র্য উৎপাদন করিয়াছে তাহা পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য। যথা *

(১) মোহন বংছি বাজ্‌লরে বনে, ছপদে জিও রাহায়।
কাহাছে কই নাইরে মের বংছি কে সম্‌ঝায়॥
মোহন পেয়ারে নাম ধরে সো চিত্‌মেরে দাহন করে
ছুন সজনী
নিয়ে চল সকিগণ নিজ নাম ধরি
বংছিরবে ঘুরে মরি কুহুরবে প্রাণ যায়।
কাহাছে নাইরে মের্‌ বংছি কে সম্‌ঝায়॥ *

(২) ছুন ছখিরে মের নিজ নাম লিয়ে
কেমুন নাগর গ সে বংছি বাজাইল সইগ নিধুবনে।
নিধুবনে, নিধুবনে, নিধুবনে ॥
বংছিবাহুন ছুনি, ধংছিল কাল নাগিনী, ছুন সজনী
মানা কর্‌গ তারে, বাজায় নাযে মোহন বংছি
জয় রাধা ছিরাধা বৈলে ॥ *

(৩) বাজিলরে মোহন বাছরি, ছখি গইন কাননে,
ছুনি বাছরী রব জিও না মানে জিও না মানে,
জিও না মানে, জিও না মানে, জিও না মানে ॥
রইতে না পারি ঘরে, উদাছী করিল মোরে, ঘন ফুকারে
মনে লয় নিকলিয়া যাইগ ছখি, বিপিন বনে, মধুর ছুতানে ॥

(৪) চল ছখি ফুল তোলা যাই আম্রা ছুইজনে,
আম্রা ছুইজনে, আম্রা ছুইজনে, আম্রা তুইজনে।
জাতি, জুতি, মালতী, তোল্‌ব ফুল নানান্‌ জাতি
গাতিয়া বন্‌ ফুলের মালা দিব ছাম বন্দুয়া গলে
আম্রা ছুইজনে ॥ *

* এই গানগুলি লিখিত অবস্থায় কিরূপ আছে জানিবার উপায় নাই শ্রীহট্ট লাউড়ের চৌধুরীগণ নাকি রসুল সাহেবের সিরিস্তার প্রধান মুন্সী ছিলেন, তথায় অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়, সঠিক পদগুলি উদ্ধার করা যাইতে পারে। আমরা লোকমুখ পরম্পরায় যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল তদ্রূপ উল্লিখিত হইল। প্রতি পদের অর্থের অসামঞ্জস্য হইলেও ইহার ভাব মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া রসুল সাহেবকে সাদরে স্বভাব কবির আসন দিতে ইচ্ছা করে।

প্রেম-তরঙ্গে ঢেউ আইয়া বাইঙ্গা যায় কলসী।
সাদ্ নাই যমুনার জলে। *

১৩১। অপরান সকি গ
আয় যাইবিনি যমুনার জলে॥ (ধ্রু)
বারীর কাচে আচে আমার কুমাইরা বাই
হৈঃ হৈঃ হৈঃ
সেনা কলসী বানাইয়া দিব চিকুন মাঞ্জা চাই
আয় যাইবিনি যমুনার জলে॥ ঐ

১৩২। সুবল জাইন্না আয়রে
কার্ গরের রমণী জলে যায়॥ (ধ্রু)
কার্গরের রমণী তুই গ কল্সী কৈক্কে লৈয়া
হৈঃ হৈঃ হৈঃ
একাশ্বর পাডাইচে তরে জলের লাগিয়া
কার্গরের রমণী জলে যায়॥ ঐ *

১৩৩। ঐ গাটে ছেন করে কে, সুবল রে—
নিরালে রাধারে আইন্না দে॥ (ধ্রু)
ছেন্ করে সুন্দর কন্যা জলে দিয়া ডেউ
হৈঃ হৈঃ হৈঃ
আকি মেইল্যা কয়না কতা, সাতে নাইতার্ কেও
নিরালে রাধারে আইন্নাদে॥ ঐ *

১৩৪। ঘুম গেলে জাগাইয়া দিব কে রে, পরাণের বন্দ্
ঘুম্ গেলে জাগাইয়া দিব কে॥ (ধ্রু)
উটরে অনাতের নাত্ কত নিন্দ্রা যাও
হৈঃ হৈঃ হৈঃ
রজনী পর্ভাত ঐল চক্কু মেইল্যা চাও
ঘুম গেলে জাগাইয়া দিব কে॥ ঐ
জাগরে পরাণ বন্দু খাওরে বাটার পান
হৈঃ হৈঃ হৈঃ

মন্থর মন্থর্ কওনা কতা জুরাক্ পরাণ
ঘুম্ গেলে জাগাইয়া দিব কে ॥ ঐ *

১৩৫। অল্প বসে কৈরে প্রেম্ জঞ্জাল বারাইলেরে কালাচান্দ
সাধ নাই তর মুখের পিরীতে ॥ (ধ্রু)
কালাচান্দ যেই ভালা পিরিত কল্লা তোমার কেও নাই
হৈঃ হৈঃ হৈঃ
একন কেনে কাইন্দা ফিরে তুমার হাত ভাইরে
কালাচান্দ সাধ নাই তর মুখের পিরীতে ॥ ঐ *

১৩৬। কান্দি আমি নিরালে বসিয়া
অ প্রাণ বন্দের লাগিরে ॥ (ধ্রু)
উত্তর দখিন, পূব্ পচিম্ কল্লাম অন্যাসন্
হৈ—রে —হৈঃ
কুতায় না পাইলাম আমি বন্দের দরিশন ॥ ঐ
বাটা ভরা পাঁন্ রাক্লাম কডরাতে চুণ
হৈ—রে---হৈঃ
বন্দের লাগ্যা জইল্যা উডে আমার পিরীতির আগুণ
কান্দি আমি নিরালে বসিয়া ॥ ঐ *

১৩৭। কি সুখে রইয়াছ কাল ঘুমে রে মন্ আমার
কি সুখে রৈয়াচ কাল ঘুমে ॥ ( ধ্রু)
ঘুম্ ঘুম্ কর মন্ ঘুমে দিলা মন
হৈ—রে---হৈঃ
এক্কালে পাইবি ঘুম জর্ম্মের মতরে মন আমার
কি সুখে রৈয়াচ কাল ঘুমে ॥ ঐ
এই যে দুনিয়া দেখ সবই অকারণ
হৈ -রে—হৈ
দুই চারি দিন লীলা খেলা আখেরে মরণ রে মন্ আমার
কি সুখে রইয়াচ কাল ঘুমে ॥ ঐ *

১৩৮। মাঝি পার কররে
দেকিয়া যবুনার ঢেউ প্রাণ উইরাচে ॥ (ধ্রু)

পার কররে মাঝি ভাই, ডাকি রইয়া রইয়া
হৈঃ হৈঃ হৈঃ
কতকাল থাক্‌ব আর তোমার দিগিল চাইয়া ॥ ঐ

১৩৯। সন্ন্যাসী করিল তরে কেরে
সোণার বরণ গৌর চান্দ্‌রে ॥
সন্ন্যাসী না অইয় তুমি বৈরাগী না অইঅ
আগে তোমার মা মরিলে
পাচে তুমি যাই অ ॥ ঐ *

১৪০। যদিও বিপরীত অর্থ বোধক তথাপি এদেশে প্রচলিত ফকিরী বা মুরশেদী গানেও ত্রিপুরার নিজস্ব ভাষা আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। যথা—

মাধব উল্‌ডা তোমার বাণীরে উলট্‌ তোমার বাণী,
নাও মাতাৎদ্দা পাৎলা বায়, পলদা হিচে পাণি ॥
গঙ্গা মরে জল তিরাশে, বরর্ম্মা মরে শীতে
উড়ান করে ঠন্‌ ঠনা ঠন্‌, পিরা ভাঙ্গে সোতে ॥ *

১৪১। কি অচরিত পিপিলিকার ধ্বনি
বিন্দাবনে কিয়ের কলরব শুনি ॥
হাইট আত্‌ পানির তলে আমন ধানের নারা জ্বলে
ফেচ্চুয়ায় ঠুক্‌রাইয়া খায় খৈ
বাঘে আর জঙ্গল্যা মৈসে আলখান জুরিছে
ঢোলাপিপ্‌রায় টিপা ধর্‌চে গৈ ॥
জুকের ডরে নাওখান থুইলাম কচুগরে
ফরিঙ্গে লাচাইয়া ভাঙ্গে গলৈ ॥ *

১৪২। উল্‌ডা লাচারি গান হুনরে ভাই পণ্ডিত,
উলট লাচারী গান হুন।
দাম্‌রা ছিরা পাগায় উইট্যা মাল্ল লর।
সাতাইল পর্ব্বত মাইদ্দ্যে শুকুনি হৈরাছে
উপ্‌রে দিয়া উরে মরা গরু।
ঘাওঁয়া বেঙ্গের ডরে নাওখান থুইলাম গড়ে
ফরিঙ্গে লাচাইয়া ভাঙ্গে পাছা। *

১৪৩। গত সেটেলমেণ্ট জরিপ কালে কর বৃদ্ধি ভয়ে প্রজাদিগের মন্তব্য

এইবার পর্‌জার কি ঐব উপায়

অ সাহেব জমিদার।

ছিগল দিয়া মাপে জমি. তুর্‌মিন্‌ দিয়া চায়

পচ্চিমা লুকের কতা বুঝন না যায়। *

১৪৪ কুমিল্লা জলের কল খোলা উপলক্ষে কোন গ্রাম্য কবি রচিত গান

কুমিল্লা অইয়াচে জলের কল্‌

দিন রাইত নাই খেমা ধুপ্‌কলাপে উড়ে ধুমা

কলের মুখে আছে জমা পাতরের কৈলা ॥

ইত্যাদি *

২। ত্রিপুরা জিলার বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত প্রবাদ ও প্রবচন

যাহাপুর, আলীরচর পাঁচকিত্যা, দিগলদী, বাখরাবাদ চাপিতলা

১। আৎক্কা আৎক্কা ঢুলের বারি

লুকে বুলে কি ?

আরান্যায় বিয়া করে

মদইন্যার ঝি !

( মধ্যে২ হঠাৎ ঢোলের বাদ্য শুনিয়া লোকে বলিতেছে, যে হারানচন্দ্র মদনচন্দ্রের কন্যা বিবাহ করে। )

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

২। "বাইট্যা যত

নাড়া তত।"

লাম্বা যত

আম্মক তত।"

( খর্ব্বাকৃতি লোকগুলি স্বভাবতঃই চালাক, লম্বাকৃতি লোকগুলি স্বভাবতঃই বোকা )

৩। "জাতার নাম্‌ সামাদা"

৩৪

( উপরে চাপ্ পড়িলে কেহই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে ঔদাস্য প্রকাশ করিতে পারে না )

৪।　　"আবাগ্যার মরণ হাওন
বাইগত্যার মরণ আগণ"।

( দুর্ভাগা লোক শ্রাবণের দুর্দ্দিনেই মরিয়া থাকে। আর ভাগ্যবানেরা অগ্রহায়ণের সুদিনে মরে। বর্ষাকাল, ত্রিপুরার এমন কি পুর্ব্ববঙ্গের দুর্দ্দিন, কারণ সে সময়ে গৃহস্থের ঘরে শস্য ও অর্থের অনটন হয়, মনুষ্যও গবাদি পশুর খাদ্যের অভাব হয়। অগ্রহায়ণে তাহার বিপরীত।

৫।　　"যে মাটিৎ আছার পরে
হেই মাটিৎ ধইরাঐ উডে"।

( বিপদ্ হইতেই সম্পদ হয়, দুঃখ হইতেই সুখ, অভাব হইতেই উন্নতি অকৃত কার্য্যতা হইতেই সাফল্য। )

৬।　　"আগে বাগে
যার্ কপালে যারে থাকে"।

( সৌভাগ্য থাকিলে, যদৃচ্ছা ক্রমে কার্য্য করিলেও সুফল পাওয়া যায়। )
মুরাদনগর, বুড়িচঙ্গ, কসবা, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, হোমনা, দাউদকান্দি।

৭।　　"ধানের মইদ্দে খামা
ইষ্টির মইদ্দে মামা"

( খামা ধানের চাউল সুস্বাদু, মামার আদর স্নেহও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক )

উত্তর ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

৮।　　"আতে তিতা দাতে মুন্
পেডের ভৈর তিন কোন্,
কানে কচু চৌক তেল্
তার কাছে বইদ্দি না গেল্"।

( নাড়ীতে তিক্ত, দাঁতে লবণ, আহারের আদিতে এবং অন্তে ব্যবহার্য্য উদর চারি আনি পরিমাণ শূন্য রাখিয়া আহার করিবে। কানে কচুর ডগা দিয়া খাওজাইবে মধ্যে মধ্যে চক্ষে তৈল দিবে )

বরদাখাত নুরনগর।

৯। "উনা বাতে দুনা বল্
অতি ভাতে রসাতল্"।

( অল্প পরিমাণ আহারে সুন্দররূপ পরিপাক হয় সুতরাং বল সঞ্চার হয়। অতিরিক্ত ভোজনে পরিপাক হয় না, কাজেই দুর্ব্বল হইতে হয়।

১০। মাগন্যার হরির হাঙ্গা
ঢোল্‌ডা আন্‌ছে বাঙ্গা"
বাঙ্গা ঢোল বারি দিলে ঢেব্বের২ করে
তাই হুন্যা পোলাপানে লরালরি করে"।

( মাগনের বিধবা শ্বাশুরীর পুনর্ব্বার বিবাহে ভাঙ্গা ঢোল আনিয়াছে, সেই ভাঙ্গা ঢোলের বাদ্য ভাল নয়। তাহা শুনিবার জন্য ছেলে পেলেগুলি দৌড়াদৌড়ি করে।

নয়াবাদ, বরদাখাত ইত্যাদি স্থানে।

১১। "লাগ্যা থাক্‌লে
মাইগ্যা খায়না"।

( দৃঢ়তার সহিত কোন কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকিলে : ভিক্ষা করিতে হয় না।

মোগরা, আখাউরা, মনিঅন্ধ, কসবা, কুটি, টোকেপুর, বরদাখাতের পুর্ব্বাংশ

১২। "আল্লাদীল সই
অইলদ্যা ডুরার কাপর পাইলি কই"

( ওলো আহ্লাদিনী সখি। হল্‌দে পে'ড়ে কাপড় কোথায় পাইয়াছিস্ )

১৩। "দিনার মায় হাজে পারে হুন্দা তেল দিয়া
রইস্যা বান্‌দ্রা চাইয়া রৈছে ভাঙ্গা বেরা দিয়া"

( দীননাথের মাতা সুগন্ধি তৈল মার্জ্জন করিয়া সাজিতেছে, বানর প্রকৃতি রসিকচন্দ্র ভগ্ন বেড়ার ফাক্ দিয়া তাই দেখিতেছে )

১৪। অরিরে দিননাত্
তিন দিনে খাইলাম আডার সৈন্দা ভাত

কতনা চিরা কতনা উপাস।

( হে দীননাথ হরি ! তিন দিন ১৮ বেলা ভাত খাইয়াছি। তথাপি কতইনা, চিরা খাইয়াছি, এবং কতই না উপবাস করিয়াছি )। মন্তব্য— কথকের ভাবে বুঝা যায় ৩ দিনে ১৮ সন্ধ্যা ভাত খাইয়া সেই উপবাসে কতনা কষ্ট পাইয়াছে।

নবীনগর, বাঞ্ছারামপুরের এলাকায়।

১৫। অরিরে দিনা !
হগলে খায় ঘরে বাত্
আম্রার লাগ্জে কিনা।

( হে দীননাথ হরি ! সকলেই আপন গৃহে প্রস্তুতী ধান্যের চাউলের ভাত খায় কিন্তু আমাদিগকে কিনিয়া আনিতে হইতেছে। )

১৬। আম গাচের টুক্টুকি
নিম্ গাচ যায়
এমুন ঝারা ঝাইরা দেয়াম্ যেমুন
দুপুইরা ভুতে না পায়।

( টিক্টিকি এক গাছ হইতে অপর গাছে গেলে যেমন, পুর্ব্ব গাছ নিষ্কৃতি পায়; তেমন তোমার রোগও আরাম হইবে। আমার ঝাড়ার গুণে দুপ্রহরের ভুতও ছারিয়া যায় )।

মুরাদনগর, হোম্না, দাউদকান্দি, কচুয়া মতলব, চাঁদপুর।

১৭। 'দায় ঠেইক্যা বৈরাগী নাচে
চিরার ছালার কাছে"

( বৈরাগী নাচিবার ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল চিরা পাইবার আশায় নাচিতে বাধ্য হইয়াছে। )

১৮। "ভাব্ নাই ভক্তি নাই
তবু বর্ চায়
রাখ গৌরাঙ্গ মুরে
তোমার রাঙ্গা পায়।"

( মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের কৃপা লাভ করিতে হইতে হইলে ভাব ভক্তি থাকা আবশ্যক )

১৯। "ডাল্ নাই তেওরাল নাই
গঙ্গারাম সিং"

( গঙ্গারাম সিংহ এই বীরোচিত নাম গ্রহণ করিতে হইলে ঢাল্ তরোয়ান এর ব্যবহার জানা উচিত )

মুরাদনগর, হোম্না, দাউদকান্দি, কচুয়া মতলব, চাঁদপুর।

২০। "হাতে গুতে গোঁপ নাই
আজা বরাদ্দে দারি"

( কোন কালে তাহার গোঁপ নাই, তাহার আবার প্রচুর পরিমাণে দাড়ি থাকা অসম্ভব।

২১। "গাছ গুড়ে মর্ত্ত
জাবিন অয় ভর্ত্ত"

( বৃক্ষারোহন যেমন বিপজ্জনক, অপরের জন্য প্রতিভূ হওয়াও তদ্রূপ ক্ষতিকর )

২২। "ছুতা বেডির ছুতা
চুঙ্গা দিয়া গুতা'

( ঐ স্ত্রী লোকটী অনর্থক ভান্ করিয়া চুল্লীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে তাহাকে প্রজ্জ্বালন চোঙ্গ দ্বারা প্রহার কর ?

২৩। আগের আল্ যেম্নে যায়
পাচের আল্ ও হেম্নে যায়।

( চাষের সময় পূর্ব্বের নাঙ্গল্ যে লাইনে গমন করে, পাছের নাঙ্গল তদনুসরণ করে। )

ষাইটনল, গজারিয়া, তুলাতলি, চন্দনপুরা, শ্রীমাদ্দি, হোমনা প্রভৃতি স্থানে।

২৪। "আকৈল্যার নাতি নৈস্যা
বৈডা বাচ্না কৈস্যা"

( হে নসীরাম, তুমি বিখ্যাত আকালী মাঝীর পৌত্র। অতএব যথেষ্ট বল প্রয়োগ করিয়া বৈঠা বাও )

মুরাদনগর, কস্বা, নবীনগর, বাঞ্ছারাম পুর, হোম্না, দাউদকান্দি,
দেবীদ্বার, বুড়িচঙ্গ, সদর কোতোয়ালী।

২৫। "ঠাস্যা দিলে ভাস্যা ওড়ে
কপাল নাই যা "

( যে দুর্ভাগা, তাহাকে প্রচুর পরিমাণে দান করিলেও তাহার অভাব পূর্ণ হয় না )

২৬। "ভাইগুইত্যার ভাইগ্ গুণে
গাই বিয়ায় আগুণে"

ভাগ্যবানের ভাগ্য গুণে তাহার গাভীও অগ্রহায়ণ মাসে প্রসব হয়। সেই দিনে যথেষ্ট খাবার পায় বলিয়া দীর্ঘকাল প্রচুর দুধ প্রদান করে। বর্ষাকালে তাহা হয় না। )

২৭। "ভাত্ খাইত ভাত্ নাই
পাগ্ রি বান্দে তেরা"

যাহার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান নাই, সে আবার অযথা উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া বল প্রদর্শন করে )

২৮। "আত নাই টেকা করি
গাও করে মুরা মুরি"

( অর্থশূন্য হইলেও ব্যয় করিবার জন্য অনর্থক গাত্র কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয় )

২৯। "আভাগ্যার লগণে
চান্দ ওড়ে দখিণে"

( দুর্ভাগ্যের দুঃসময়ে, অপ্রত্যাশিত অসম্ভব কার্য্য হয় )

৩০। "না যায় দিবা না রয় রাইত্
এমন সময় আইয় বাইত্"

( সূর্য্যাস্তের পর রাত্রির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রদোষ কালে বাড়ীতে আসিও )

বরদাখাত ও নয়াবাদে প্রচলিত বালক বালিকাদের কথ্য ছড়া অধিকাংশই অর্থশূন্য।

৩১। দুই হিয়ালে রান্দে বারে, এক হিয়ালে খায়,
আমায় ঠাকুর জগন্নাত্ ঘুরা চৈরা যায়॥

ঘুরা চৈরা যাইতে যাইতে পতে পাইল সারি।
হেই সারি উরাইয়া নিল জগন্নাতে বারি॥
জগন্নাতে বেজার ঐল বারির মাইদ্দে গিয়া।
তার পুতে মাইর খায় দরবারে বসিয়া॥

৩২। বিষ্টির মাইদ্দে রৈদ্ উট্ল চিরিক দিয়া।
হিয়াল্যায় বিয়া করে পাত্লা মাতাত্ দিয়া॥

৩৩। ইঞ্চি বিঞ্চি চাইল্তা ফুল
মামায় গেচিল্ গাঙ্গের কুল।
মামায় আইছে ঘামাইয়া
ছাতি ধর নামাইয়া।
ছাতির উপর ভুমুরা--

৩৪। ভাতের মাইদ্দে আকালি
কত রঙ্গ দেখাইলি।

৩৫। আইটা। আইয়ে বাইট্যার মায়
আত তালি দিয়া।
আছার পল্লে ঝাইরা দেম্
গাল চুমা দিয়া।

৩৬। "বাইন্দা মাল্লে হয় ভাল"
(এখানে হয় অর্থ - সয় সহ্য হয়)

৩৭। "রাগের ঘরে বার দেব্দা খাটে"

(ক্রোধকে দেবতারাও ভয় করিয়া বেগার দেয়) প্রমাণ--রাবণ, হিরণ্য কশিপু, ত্রিপুর, বৃত্রের ক্রোধে দেবতারা বেগার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন)

বাঞ্ছারাম পুর, নবীনগর, মুরাদনগর, কস্বা, বুড়িচঙ্গ, কোতোয়ালী

৩৮। "গাইতে গাইতে গাইন
বাজাইতে বাজাইতে বাইন"

(এখানে গাইন অর্থ উৎকৃষ্ট গায়ক এবং বাইন অর্থ উৎকৃষ্ট বাদক)

৩৯। "একেত নাচন্যা বুড়ি
আর পাইছে ঢোলের বারি"

যে যে কার্য্য করিতে ভালবাসে, সে ঐ কার্য্যের পোষক সুবিধা পাইলে আনন্দে আত্মহারা হয় )

৪০। "হিয়ালের কাছে মুর্গা বাকী"

( লোভীর নিকট লোভনীয় কোন দ্রব্য রাখিতে নাই )

৪১। হিয়ালের কাছে বাচ্চা রাইক্যা

কুমুইরে যেমুন চায়।

আসে ডিম্ পাল্লে বাগদাসে খায়॥

এই সংসারে কেহ কষ্ট করিয়া ধন উপার্জ্জন করে। কেহ সেই কষ্টো-পার্জ্জিত ধন বঞ্চনা করিয়া লয়।

৪২। "আইরা আনছে বাইরা গাই

গাই দুয়াইত মানুষ নাই"

( যেমন মানুষ, তেমন তার কর্ম্ম, অন্য লোক তাহার সাহায্যকারী হয় না। )

দেবীদ্বার, বরকান্তা, চান্দিনা, কচুয়া, মতলব, দাউদকান্দি অঞ্চলে প্রচলিত

৪৩। কিলে লক্ষ্মী খিলে ধান

করি দিয়া কিন্যা আন্"

( কষ্ট ভোগ ব্যতীত সম্পদ ও সুখ লাভ হয় না। )

৪৪। "তুই খলিসা মুই ইচা

এক বিলের মাছ,

তোর মরণে মোর মরণ,

কাকাইল তুল্যা নাচ্।"

( দেশের অনিষ্ট হইলে ভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও সকলেরই অনিষ্ট হয় )

দেবীদ্বার, বরকান্তা, হাজিগঞ্জ, কচুয়া, দাউদকান্দি থানা।

৪৫। "নিকাম বেডি কি কাম করে,

ধানে চাউলে মিয়াইরা বাড়ে"।

( নিষ্কর্ম্মা লোকে যদিও কোন কর্ম্ম করে, তাহা অনর্থক কর্ম্ম )

৪৬। ভিজ পুর কর কি ?

ঘরে থৈছি ঠাকুর ঝি।

দেবীদ্বার, বরকান্তা, হাজিগঞ্জ, কচুয়া, দাউদকান্দি, দক্ষিণ মুরাদনগর।

৫১। "যেমন হরি, তেমন বৌ, তেমন তার ঝি।
তাথাইক্কা অধিক বারে সোণার নাতিনটী॥
( আদিমূল নিকৃষ্ট হইলে, সকলই তদনুরূপ হয় )

৫২। "নির্গুণ্যা মরিচের তিনগুণ্যা ঝাল্"
( গুণশূন্য মনুষ্যের কৃত দূষণীয় কার্য্যের ফল আরও অধিক। )

৫৩। "একেত ভিজা বিলাই, আবার তপ্তা ফেন"
( বিপদগ্রস্তের উপরই আরও বিপদপাত হয় )

৫৪। "আদেখিলার ফুটকলৈই সন্দেশ"
( যাহারা কোন দিন কিছু দেখে শুনে নাই, তাহারা নিকৃষ্ট বস্তুকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় )

৫৫। "কথার কথা ঢেঙ্গের ঢেঙ্গ
বাম্‌নের মাতা শূদ্রের ঠেঙ্গ।
না বুঝ্‌লে পাগল্
বুঝ্‌লে হয় ছাগল"॥
( অতি বুদ্ধিমান প্রায়ই ফাজিল হইয়া পরে, এবং কার্য্য প্রণালীও তাহার বিশৃঙ্খল হয় )

৫৬। "কপাল্যা মানুর গাল্যানও ভাল!"
( ভাগ্যবানের মুখে মন্দ কথাও ভাল শুনায় )

৫৭। চুরির পশ্বাদে হুরির তেল
হতিনের পশ্বাদে হুলাল্ গেল"

নিকৃষ্ট দোকানদারগণ চুরি অর্থাৎ জিনিস ওজনে কম দিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করে। সতীন ও অপর সতীনকে বঞ্চনা করিবার জন্য স্বামীকে ঔষধ করে বটে, কিন্তু ফল খারাপ হয় )

৫৮। "ঠাডে মরে ভাটের ঝি
হাদিত্ লাগায় নয়মন ঘি"

যাহারা মো সাহেবী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ স্বভাবতঃই আড়ম্বরপ্রিয় ও অমিতব্যয়ী। সুতরাং সাধ ভক্ষণের মত সাধারণ কার্য্যেও নয়মণ ঘৃত ব্যয় করা বিচিত্র নহে )

৫৯। "তালই থাইক্যা পুত্রা জ্যেষ্ঠ"

"দা'র থাইক্যা আছার লম্বা"

"এক আত মিয়ার দের আত্ দারি"

( লঘুর আড়ম্বর অধিক )

দেবীদ্বার, চান্দিনা, দাউদকান্দি, হাজিগঞ্জ, কচুয়া, দক্ষিণ মুরাদনগর।

৬০। "কাক্‌রা টুকাইতে চান্দের

গায়ের নাই ছর্

ধুপ্ কাপইরা দেখ্যা চান্দ

উইট্যা দেয় লর্।"

শৃগাল বৃত্তি মানবগণ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সবলকে দর্শন মাত্র গা ঢাকা দেয় )

৬১। "হারে বারে ঠুনি

গপে সপে মুনি"

( লোকে সাধারণতঃ বাহ্যদৃশ্যটা ভাল দেখিতে ইর্চ্ছা করে )

৬২। ঢলের আগে বোয়াল

রাডে মরে গোয়াল"

( যেমন অতি বৃষ্টিতে ঢল্ আসিবার পূর্ব্বেই বোয়াল মৎস্য মারা পড়ে তেমন দুর্ভিক্ষের প্রথম সূচনা মাত্রই গোয়াল মারা যায় )

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

৬৩। "নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান্ বেকা"

( অকর্ম্মণ্য লোক পরের ত্রুটী প্রদর্শনে খুব পটু )

৬৪। মুতে ছাগল ধরে না পাছে দৌড়াইলে

লাগ্‌ল পায়না"

( সুযোগ মত কার্য্য না করিলে শেষে বহু আয়াসেও তাহা সম্পন্ন করা যায় না।

৬৫। "ঠেডা পৈরা আশ মৈল্

ফকিরে বুলে কেরামত্ রৈল"

স্বাভাবিক কার্য্যে অনেকে নিজের বাহাদুরীর গৌরব করিয়া থাকে।

৬৬। "যার কাম তারে হাজে

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

অন্যের তাতে লাঠি বাজে"

( যে ব্যক্তি যে বিষয়ে উপযুক্ত তাহার সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উপযুক্তই বটে ; কিন্তু অনুপযুক্তের সেই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া বিঘ্ন জনক )

৬৭। "যেওয় আছিল ছুইয়া বৈয়া

নষ্ট কল্ল বৈদ্যে ছুইয়া"

( এমন অনেক রোগী দেখা যায় যে চিকিৎসাধীন হইলে আরও খারাপ হইয়া পড়ে। সেইরূপ অনেক ঘটনার স্বাভাবিকতার দিগে দৃষ্টিলাভ না করিয়া তাহাকে যত্ন ও অধ্যবসায়ের অধীনে আনিলে, নিতান্ত খারাপ হয় )

৬৮। "কি কাম কল্লাম গাজীর গাইন গাইয়া

দের্ টেকা কামাই কল্লাম তিনটেকা খাইয়া"

( লাভের আশায় যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহাতে লাভ করা দূরের কথা বরং মূলধনের ক্ষতি হইল )

৬৯। "কাজের মইদ্দে দুই

খাই আর শুই"

( অকর্ম্মণ্য লোক খাওয়া শুওয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকেও পরিশ্রম জনক কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে )

৭০। "কোন্ বা আল্যার আল্যা

আবার কাডল্ আলি পোরা"

( যাহাতে যাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই,তাহাতে তাহা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র )

৭১। "বাঙ্গালের মাইর্

খোদার ওপর"

( অজ্ঞের কার্য্য অস্বাভাবিক )

৭২। "ওস্তাদের মাইর

শেষ রাইত"

( অভিজ্ঞ বহুদর্শীগণ, আগে বুঝিয়া শুনিয়া পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় )

৭৩। প্রঃ "পাগ্‌লারে নাওনি খেলাচ ?"

উঃ ' ভালা মন করচ"

( যাহার যাহা মনে নাই, জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তাহা হইয়া পড়ে )

৭৪। প্রঃ "ঠাকুর ঘরে কেরে

উঃ "কলা খাইনা"

( সামান্য সূচনাতেই অপরাধী নিজ অপরাধ ব্যক্ত করিয়া ফেলে )

৭৫। "ছেলামে ছেলাম
কপাল খাউজানে কপাল খাউজ্জান"

৭৬। "রথে রথ দেখা
কলা বেচায় কলা বেচা"

( উদ্দেশ্য না থাকিলেও এক কার্য্য সাধন উপলক্ষে অন্য কার্য্য সাধন )

৭৭। ঘুমটার তলে খেম্‌টা নাচ্‌"

( বাহ্যিক আবরণে দুরভিসন্ধি গোপন করা )

৭৮। "গাইনা বলদ্‌ লেজ তুইল্যা চা"

( ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হও )

৭৯। "পেট দিছে যে, খাওয়ার দিবে সে

( যিনি সৃজন করিয়াছেন তিনিই পালন করিবেন )

৮০। ট্যাটের ঠ্যাট জগৎ শেঠ্‌"

( শঠের উপর শঠ )

নাছিরাবাদ. কাদের জয়নগর থুল্লাকান্দি, সলিমগঞ্জ, শ্রীঘর, শ্যামগ্রাম. আগানগর, বিশারা, দাঘ্‌না, দরিকান্দি।

৮১। "বেডি বড় সেয়ানী
কাচা কলা পাকানী"

( স্ত্রীলোকটি বড়ই চতুরা, হয় রে নয় ও নয়রে হয় করিতে পারে )

৮২। "রস্যার মাগ কুট্‌নী
পারা পারা বেরালী"

যাহারা পরকুৎসা রটনা করে, তাহারা এক স্থানে অবস্থিত রহে না স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় )

৮৩। "কাম কৈরা কাম লয় তার নাম কামলা
মাগ্ বেইচ্যা ক্ষেতা কিনে তার বারী দাম্লা"

( যাহারা কর্ম্মঠ, তাহারা স্বয়ং কার্য্য করিয়া, অপর হইতে কার্য্য আদায় করিয়া লয়, যাহারা আহাম্মক তাহারা সোণার বদলে রাং কিনে )

৮৪। "পণ্ডিতের বাড়ীর বিলাইয়েও
আড়াই আখর জনে"

( বিজ্ঞ লোকের সংসর্গে থাকিয়া অজ্ঞ লোকেও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারে )

মোগরা ,আখাউরা, কসবা, শশিদল, ইত্যাদি ত্রিপুরার অধিকাংশ স্থলে )

৮৫। "আর রাজ্যে মানুষ নাই
কাশী ঠাকুর চিরা খাও"

( চিরা সকলেই খায় বটে, তবে এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই, কেবল কাশী ঠাকুরের নাম উল্লিখিত হয় )

৮৬। "গোয়াল, গাবর, দাস, ভৈস্,
তারে দেখ্লে লাড়ি লৈচ্

( গোয়াল, কৈবর্ত্ত, হালুয়া দাস, ও মহিষ ইহারা বড়ই গোঁয়ার, লাঠি ব্যতীত ইহাদিগকে দমন করা যায় না )

মোগড়া, আখাউরা, দেবগ্রাম, মনিআন্ধ, কসবা ভাটামাথা, প্রভৃতি পূর্ব্ব নুরনগর ও ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

৮৭। "যার লাড়ি
তার মাড়ি"

( বীর প্রকৃতি লোকেরাই ভুস্বামীত্ব লাভ করে )

বরদাখাত।

৮৮। "কুরা খাল কুরুণ্ডী
বাপে পুতে অরণ্ডী"

৮৯। "যদি যাও শ্যাম গাও
ক্ষীরা দিয়া আম খাও ?

( শ্যামগ্রাম দুগ্ধ সস্তা, সুতরাং ইহার যদৃচ্ছা ব্যবহার চলে )

৯০। "যদি যাও ছিরিঘর"
পাঠা আন্‌বিত টাকাধর"

( শ্রীঘর বাজারে পাঠা সস্তা )

৯১। তর্ মা অড়ি
নাক দেয় কাড়ি"

( তোর মাতা যাত্রা ভঙ্গ কারিনী, এই জন্যই হাঁচি দিয়া অপরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করে )

৯২। মেয়েলী ছড়া

( প্রশ্ন ) "তরা কে যাচ্‌রে
ভর্ত্তি নাও বাইয়া,
আমার ভাইধনড়ে কৈয়
নাইর নিত আইয়া"

( উত্তর ) থাক থাক ভইন গ
পথের দিঘিল চাইয়া
ভাদর মাস নিতাম আমু
হাইট্যা ধান দাইয়া
হাইট্যা ধান কুচি মুচি
ফেউচ্যায় আধার করে
হাট্যা ধানের মুইট্যা চিরা গোয়াল বাড়ীর দই
হগল জামাই খাইত বৈছে বুইরালা কৈই ?

ত্রিপুরার উত্তর সীমান্তে ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, সাতবর্গ, হরিপুর, আদাঐর, চান্দুরা, ইত্যাদি

৯৩। কিবা দেশত্ আইলামরে বাই
কিবা দেশের গুণ
অখৈ গাছত্ পান সুবারী
অখৈ গাছত্ চুণ"

উত্তর সীমান্তে

৯৪। "উপরের দিগিল চাইয় না
উচুট খাইয়া মইর না"

প্রায় সর্ব্বত্র

৯৫। 'ছাল নাই কুত্তার মীর বাগা নাম'

উত্তর সীমান্তে

৯৬। বন্দু আম্রার বারিত্ যাইঅ
পান দেম্ গুয়া দেম্
দুয়ারে বৈয়া খাইঅ

৯৭। দাও নাইরে কাচি নাইরে
আত নাইরে বল্
আস্তা চাইলতা দিয়া
বওয়াইচে আম্বল

বরদাখাত নয়াবাদ

৯৮। ঘুম আয়রে নাইল্যা খেতে দিয়া
হগল্ চুরায় যুক্তি করে
ঘুম্ নিত গিয়া

৯৯। হতিনের মার কাছে হুক্কের কাইনী

১০০। রারির্ পুত্ তুইক্কা
নাম থুইছে লইক্কা

১০১। আইচ জামাই নিবা ঝি
এর বেশী আর কর্বা কি

১০২। প্রঃ জামাই পিডা খাইবানি
উঃ কি পিডা
উঃ 'খাইলে খাউ না খাইলে নাই'
(মেয়েলী ছড়া)

১০৩। নাইরকল্ তলে ঝামইর ঝুমইর
কলার্ তলে গিয়া
কতলা টেকা লইবাঅ বাবু
তুরই দিয়া বিয়া

হুরইর জামাই উর আইয়ে
মডুক মাতাত্ দিয়া
হেই মডুক ফালাইল বাবা নিছিয়া পুছিয়া
আরাক মডুক দিল বাবায় সেণায়ে বান্দাইয়া
বরদাখাত নয়াবাদ্।

(মেয়েলী)

১০৪। "টেকা লম্ বাজাইয়া
বও আইন্যাম্ হাজাইয়া"

১০৫। "কাজের বালা কাজি
কাজ গেলেগা পাজি"

১০৬। "বারিত্ গিয়া তামুক খাই
উক্কা আছে কল্কী নাই"

১০৭। "মামা ভাইগ্না যিখান
ভূত্ পেরেত্ নাই হিখান"

১০৮। "জামাই, আইলা বালা:আইলানা"
চৈর পিডা খাইলা না"

১০৯। "ধুরা কাউয়ার মুকে হিন্দুইরা আম"

১১০। (মাইনসের) খাইচ্চৎ যায় না মইলে
(আঙ্গারের) কালি যায়না ধুইলে"

১১১। "ছুডু মাইনসের বর কতা,
হোন্‌তে লাগে মাতা বেতা"

১১২। আবৌত্তা কাডলের মোডা বর"

১১৩। "কান্ খুর, লেঙ্গুর, ভেঙ্গুর
তিন হারামজাদার এক লেঙ্গুর"

১১৪। (মেয়েলী ছড়া) "আয় চাঁদ আয় চাঁদ
আও আও আও
আমার মনির কপালে একটু
টুক্কুর দিয়া যাও"

১১৫। "তুই বর রান্দুনি
কাচা কলা পাকানি"

নুরনগরের পশ্চিম উত্তরাংশে বরদাখাত, নয়াবাদ।

১১৬। (মেয়েলী) "কইন্যার মাগ করুণা, গিলা মেতি বাড়না
আইছে জামাই গাঙ্গের কুল, ছিট্টা রইছে চাম্পা ফুল,
চাম্পা ফুলের গন্ধে, জামাই আইছে আনন্দে
ছেন করাইয়া দিব কি, হুতার কাপর অর্ত্তকী"

১১৭। " "গেছে বান্দরী, আইব সুন্দরী"

১১৮। ,, "ভর্ত্তি নাইয়া ভর্ত্তি নাইয়া, পান খাইয়া যাও
মামার হরি ধাঙ্গরি, তাইরে লইয়া যাও"

৯১৯। "নাড়া কাড়লের আড়া বেশী"

নাছিরাবাদ, শ্যামগ্রাম, কাদৈর, শ্রীঘর, নবীনগর।

১২০। "পরেরডা পরে খায়, নুন দিয়া অ পারাইয়া খায়"
প্রায় সর্ব্বত্র।

১২১। "খুদ্ খাইয়া পুঞ্জি করে, তুই পুরুষে খর্চ্চ করে"
নাছিরাবাদ।

১২২। "কতার মত কতা কয়, এক কতায়ঐ জয় হয়"
প্রায় সর্ব্বত্র।

১২৩। "ফল পাক্‌লে হয় মিডা, মানুষ পাক্‌লে বর তিতা"

১২৪। যতক্কন হুয়াশ ততক্কনই আশ"

১২৫। "শক্তের বক্ত নরমের যম্"

১২৬। "যে আইয়ে লঙ্কা, হে ঐ অয় রাইক্কস্"

১২৭। "মাপন্যা পুরুষে না মাপালে
খাওন না মিলে, তার্ কপালে"

১২৮। "এক জর্ম্মে দিলে, আর জর্ম্মে মিলে"

নবীনগর, কসবা, বাঞ্ছারামপুর, হোম্‌না, দাউদকান্দি, মূরাদনগর।

১২৯। "কচু কাট্‌তে কাট্‌তেঐ
ডাকাইত অয়্"

নাছিরাবাদ, মাণিকনগর, জয়নগর, আগানগর, থুল্লাকান্দি ইত্যাদি।

১৩০। "যদি ধোয় পাইলার কোল্
তবে খায় বেনোনের ঝোল্"

১৩১। ভাগ্যমানের কপালে, গাই বিয়ায় আতালে"

১৩২। "কইতে কইতে মুখ্ আইয়ে
দিতে দিতে আত্ আইয়ে"

১৩৩। "এক মার এক পুত্, খাইয়া না খাইয়া যমদুত্"

১৩৪। "ততা আম্বল ঠাণ্ডা দুদ, যে খায় হেয়্ নির্ব্বুদ্"

১৩৫। "চুন্নী মাগীর বর গলা, আর খায় দুদ্ কলা"

নবীনগর, মেরকোটা, বিটঘর, শিবপুর, কাইতলা, চৌবেপুর ইত্যাদি।

১৩৬। কৈলে করা করা, না কৈলে ভেট্ ভরা"

১৩৭। "জিব্রারে না দিও লাই, জিব্রা বুলে আর খাই"

মতলব, কচুয়া, চান্দিনা, দাউদকান্দি, ইত্যাদি।

১৩৮। "আত থাকলে মুহন বাশী, কত রাধা ঐব দাসী"

চাঁদপুরের, পূর্ব্ব দক্ষিণ, ফরিদগঞ্জ, রূপসা, চিতসী, হাজিগঞ্জ মেহার।

১৩৯। "হাউরী বর দুতের দুত, কাডি মাইপ্যা থুয় দুদ্,
বৌ তেমুন দুতের দুত্, পানি মিয়াইয়া খায় দুদ্।

১৪০। "মায় রান্দে যেমুন তেমুন, ভইনে রান্দে পানি,
ঐযে আবাগী রান্দে, চিনি পরমন্ন খানি"

চাঁদপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ, রূপসা, ফরিদগঞ্জ, চিতসী, হাজিগঞ্জ,
মেহার প্রভৃতি স্থানে।

১৪১। "নিম্‌তিতা গিমা তিতা, আর তিতা ক্ষর
তার থেইক্যা, আর তিতা দুই হতীনের ঘর"

১৪২। "বেহায়ার বালাই দুর, কাটা কানে ঝিঙ্গা ফুল"

১৪৩। "বিয়া বারীর কাম্, ঘুর্‌লে ঘার্‌লে নাম্"

১৪৪। "আউস আছে রুচ নাই
দারি আছে মুচ্ নাই"

১৪৫। "আপনা থাইক্কা পর ভালা
পর্ থাইক্কা জঙ্গল ভালা"

১৪৬। "যদি থাক্‌বে নছিবে, আপ্‌নে আপ্‌নে আসিবে"

বাঞ্ছারামপুর,, হোম্‌না, মুরাদনগর, দাউদকান্দি, নবীনগর, কসবা।

১৪৭। "দাদায় কৈছে বারা বান্, বান্‌তেআছি ওদা ধান"

১৪৮। "হওর বারি মতুরাপুরী
তিন দিন বাদে পিছার বারী"

নয়াবাদ, বরদাখাত,—পিছা ; সরাইল, নুরনগর—হাচুন ; মেহেরকুল, পাইটকারা হোমনাবাদ—ফুরইন, ; চাঁদপুর মহকুমা—ফুরনী।

নয়াবাদ, বরদাখাত গঙ্গামণ্ডল লৌহঘর মেহেরকুল পাইটকারা।

১৪৯। "খাওইয়া আচে চাওইয়া নাই।
নেওইয়া আচে দেওইয়া নাই"

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

১৫০। "চিন্তায় ঝর ঝর ভাতে বুদ্ধি নাশ
কান্দে কৈরা লৈয়া যায় তির্‌শূলের বাশ"

মেহেরকুল, পাইটকারা, লুঘর, গঙ্গামণ্ডল, বরদাখাতের পূর্ব্বাংশে।

১৫১। "পেডের থাইক্যা পোলা পরে
উবুত ঐয়া ডাবা ধরে"

চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, রুপসা, চিতসী, মেহার, হাজিগঞ্জ।

১৫২। যক্কন্ পৈর্‌ব চঙ্গের মৈ, ত্রই বারা বানইয়া থাইকব কৈ"

চাদপুর, মতলব, কচুয়া, হোমনা দাউদকান্দি।

১৫৩। "মুখের চোডে কতা কয়
আসমানের চান্দ আতে দেয়"

১৫৪। "লেকা পরা ঘুরার ডিম্
গল্প মার্‌তে হারা দিন"

১৫৫। "আকতাও কতা অয়্ যুদি লুকে ঘুসে
আদারু অ দারু অয়্ হিলে যুদি ঘসে"

১৫৬। "আইয়ে আর যায়, মাইন্‌কায় বুলে সাবাস্"

চৌদ্দগাও, লাকশ্যাম, পশ্চিমগা, বগাসাইর, দৌলতগঞ্জ, জগন্নাথদীঘি, গুণবতী, দৌলতগঞ্জ।

১৫৭। "ইল্লৎ নঁ যায় ধুইলে, খাঁইচ্চৎ নঁ যায় মৈলে"

১৫৮। "খাইতে খাইতে ঝিনাই দি,
রাজার গোলা ফুঁরায় নঁ কি ?"

পাইটকারা, মেহেরকুল, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, নুরনগর বরদাখাত।

১৫৯। দাতায় দান করে, ভাণ্ডারীর গাইর ফারে"

১৬০। "অল্প জলের পুড়ী মাছ, ছর ছরানী সার"

১৬১। "জর্ম্মের মাইদ্দে কর্ম্ম নাই, চৈত মাস রাস"

চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, দাউদকান্দি, হোমনা ইত্যাদি।

১৬২। "রূপমতী গুণমতী কুলীনের ঝি
তাইতে আবার পুত্রমতী তুলনা কি ?"

১৬৩। "পোলা নষ্ট চাড়ে, বৌ নষ্ট ঘাড়ে"

১৬৪। যুদি পরে প্রেমের দায়, দাউদ্যা মাগীর চাবা খায়

১৬৫। "বিশ্বামিত্র ওঋষি, নৈদার মাও পিসী"

চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, দাউদকান্দি, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর, বরদাখাত, ইত্যাদি।

১৬৬। "শরীলের নাম মসয়, যা সওয়ায় তাই সয়"

চাঁদপুর, মতলব্।

১৬৭। "দিনে বাতি যার ঘরে, তার ঘরে ঘুঘু চরে"

প্রায় সর্ব্বত্র।

১৬৮। "ঠেক্‌ছি যতায়, শিক্‌ছি ততায়"

চাঁদপুর, মোহনপুর, ষাইটনল, গজারিয়া, তুলাতলি, চন্দনপুর।

১৬৯। "গেচে গেচে টেকাড়া, হিক্‌লাম ত টোকাড়া"

১৭০। "টেকার নামে ঠেঙ্গার পুৎলাও আক্ করে"

১৭১। "পুরুষের দশ দশা, মাইয়া মানুষের এক দশা"

নয়াবাদ, বরদাখাত, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেরকুল, পাইটকারা।

১৭২। "কলি কাইল্যা পুলা পান,
বাপেরে কয় তামুক আন"

১৭৩। "দিয়া ধন্ বুঝে মন, কাইরা নিতে কতক্কন"

নবীনগর, কসবা।

১৭৪। ভ্রমিয়া ১২
ঘরে বৈয়া ১৩
যদি কর্ত্তে পার

প্রায় সর্ব্বত্র।

১৭৫। "শেষ ভাল যার, হগল ভালা তার"

১৭৬। "অকালে না নোয় বাশ, বাশে করে ট্যেস ট্যেস্"

১৭৭। "আইল্লার আধার, হাপেঐ জুগায়"

( যাহারা নড়িতে চড়িতে পারে না, ভগবানই তাহাদের সংস্থান করেন )

১৭৮। "কার ছান্দ কে করে, খোল কাট্যা বাণ্ডন মরে"

( যার যে কার্য্য সে তাহা করে না, আনুসঙ্গিক লোক কষ্ট পায় )

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

১৭৯। "গাচ কাঠল্ মুচে তেল্"

( আয়োজন না করিয়াই ভোগেচ্ছা )

১৮০। "কাল নিমির লঙ্কা ভাগ"

ঐ

১৮১। "রাম না জর্ম্মিতেই রামায়ণ"

ঐ

১৮২। "অতি বাইর বাইরনা তুফানে ভাইঙ্গা যাইবে
অতি ছুডু অইয়না ছাগলে খাইবে"

( অতিশয় কোন কর্ম্ম ভাল নয় )

১৮৩। "অতি সেনের গলায় দরি"

১৮৪। "অতি ছৈয়ালের টুলি উদাম"

ঐ

১৮৫। "অতি বুদ্ধির হায় ভাত"

১৮৬। "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ"

১৮৭। "অতি অমৃতে বিষ"

১৮৮। "অতি লোভে তাতি নষ্ট"

১৮৯। "তিন ফকিরে দর্‌গা নষ্ট"

১৯০। "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"

ঐ

১৯১। "লঘুর বাড়ীর খাওন, আচাইলে বিশ্বাস"

১৯২। "কোন জর্ম্মে জানি আছিল্‌ পাপ
বর পোলা সয়তানের বাপ"

১৯৩। "আইল দারুণ বৈষ্যাকাল
ছাগলে চাটে বাঘের গাল

১৯৪। "নিদান পল্লে বান্দীর পাওঅ ধর্ত্তে হয়
( বিপদ কালে নিকৃষ্টের অত্যাচার ও সহ্য করিতে হয় )

১৯৫। "আবাগ্যায় যুদি চায়, দরিয়া হুকাইয়া যায়"
( দুঃসময়ে স্বয়ং দুঃখহারীর কাছে গেলেও দুঃখ দূর হয় না )

১৯৬। "আবাগ্যার ঘুরা মরে, বাগ্যমানের মাগ মরে"
( ভাগ্যহীন ব্যক্তির ঘোড়া মরিলে ক্ষতি হয় ; কিন্তু ভাগ্যবান মৃতপত্নীক হইলে যৌতুক সহ আবার পত্নী প্রাপ্ত হয় )

১৯৭। "লাভ নাই বাণিজ্যের কেচ্‌কেচি সার"
( যেখানে ক্ষতি, সেখানেই ঝগ্‌ড়া বিশদ )

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

১৯৮। "যার অ তে খাইয়াছিনা তাইবর দেউনী
যার রান্দা খাইয়াছিনা তাই বর রান্দুনী"

১৯৯। "আবাগিনির দুইডা পুত্‌,একটা রাক্ষস্‌ একটা ভুত"
( অভাগিনী স্ত্রীলোকের পুত্রভাগ্যও নাই )

২৯০। "আকুডাল্যা মাইন্‌ষের গরগরি সার"

( আসারের তর্জ্জন গর্জ্জন বৃথা )

২০১। "যেত গর্জ্জে হেত বরে না"

( মেঘ গর্জ্জন যত বর্ষণ তত হয় না )

২০২। "কেডি কুত্তার কেবল ঘেউ ঘেউ"

( দুর্ব্বল ক্ষুদ্র কুকুর গুলি কেবল ডাকে, কামরায় না )

২০৩। গুমানে পাও মাটিত পরে না"

( অহঙ্কারী ব্যক্তি ধরাকে সরা জ্ঞান করে )

২০৪। "আসমান ছেপ্‌ দিলে, নিজের কপালে পরে"

( পরের নিন্দায় আপন নিন্দা হয় )

২০৫। "আগাছার বাইর বেশী"

( অপ্রয়োজনীয় বস্তুই বেশী দেখা যায় )

২০৬। "চান্দে যদি চায়, আবে কর্ব্ব কি"

( ভালবাসা লোকের যদি অনুরাগ থাকে, তবে অপরেবাধা দিয়া রাখিতে পারে না )

২০৭। "জল্‌তা আগুণ কি কাপরে ঘুইরা রাখা যায় ?"

( উদ্দীপিত প্রতিভা বাধা মানে না )

২০৮। "যদি থাকে বন্দের মন, গাঙ্গ পার ঐতে কতক্ষণ ?"

২০৯। "চুণ খাইয়া মুখ পুরলে, দই দেখ্‌লেও ডরায়"

২১০। "আতা চুর পাতা চুর, কর্ত্তে কর্ত্তে হিন্দাইল চুর"

( সামান্য অপরাধ করিতে২ শেষে গুরু অপরাধ করিয়া বসে )

২১১। "নিজে বাচ্‌লে বাপের নাম"

( আত্ম রক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য )

২১২। "সমাদরের হাগ্‌ ভাত"

( শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মানের সহিত শাকান্ন দানে যে সুখ অনাদরে রাজ ভোগে তাহা নাই )

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

২১৩। "অল্লা চাউল আর তেতুই"

( পরস্পর বিরোধী )

২১৪। বাঘ নাই দেশ খাডাস্ ঐ বাঘ
(যেখানে উত্তম নাই, সেখানে নিকৃষ্টই উত্তম)

২১৫। আদার বেপারীর জাজের খবর কেন ?
(অনধিকার চর্চ্চা বৃথা)

২১৬। আদা শুকাইলে অ ঝাল যায় না
(স্বাভাবিক ধর্ম্ম কখনও লয় পায় না)

২১৭। আন্ হতিনে লারে চারে ভইন হতিনে পুইরা মারে
(আপন হইতে পর ভাল)

২১৮। চালইন কয় সুইচ্ ভাই তর্ পাছে একটা ছেদা
(ক্ষুদ্রচিত্ত লোক নিজের সহস্র দোষ দেখেনা,
কিন্তু অপরের একটীমাত্র দোষও লক্ষ্য করে )

২১৯। নিজের চরকায় তেল দেও
(আপন কার্য্যে মন দাও)

২২০। নিজের নাক কাইট্যা পরের যাত্রা ভঙ্গ
(নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা

২২১। অপ্না পাডা লেজে কাটি
(আপন কার্য্য যদৃচ্ছা ক্রমে করিব অপরের বাধা
দিবার ক্ষমতা নাই)

২২২। অপ্না পাগল বাইন্দা রাখি পরের পাগল হাতে তালি
(নিজের সামলাইয়া তবে পরের অনিষ্ট চেষ্টা)

২২৩। আপ্না পাও আপ্নে কুরাল মারা
( জানিয়া শুনিয়া নিজের অনিষ্ট করা )

২২৪। আপ্না বুঝ্ পাগলেও বুঝে
( সামান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্ম স্বার্থ রক্ষা করে)

২২৫। আফুড়াইল্যা চরা খুইট্যা খাইতে ধান নাই
ঢেকিতে জুর্ছে বারা
( কিছু মাত্র সম্বল নাই, অথচ মহা আড়ম্বর )

ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

২২৬। আর গাব খাব না গাব তলাতে যাবনা।

( আর অপরাধ করিব না শাস্তিও পাইতে চাই না )

২২৭। নিজে হুইত জাগা নাই শঙ্কইরারে ডাকে।

( আপন আশ্রয় না থাকিলে পরকে আশ্রয় দেওয়া যায় না )

২২৮। মাগের কতায় যে চলে তার মূল তিন করা।

( স্ত্রীবাক্যে পরিচালিত হওয়ার ন্যায় আর আহাম্মকী নাই ) প্রমাণ দশরথ জয় সেন )

২২৯। মার থাইক্যা যে বেশী ভালা বায় তার নাম্ ডাইন।

( নিজ গর্ভধারিণী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে পারে এমন কেহ জগতে নাই ইহার অন্যথা দেখিলে কপটতা বলিয়া বুঝিবে )

২৩০। বাপ্ আন্মান বেডা গাছ আন্মান গোডা

মা আন্মান ঝি ভাণ্ড আন্মান ঘি

জল্ আন্মান হাপ্লা গরু আন্মান্ গাম্লা।

( আধার পরিমানই আধেয় হইয়া থাকে )

২৩১। আলের ছিডা পাছে চৈরের গুতা

২৩২। চিম্টি দিলে খাম্চা খায়

( অপরকে সামান্য কষ্ট দিলেও তৎফলে নিজকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয় )

২৩৩। ছোচা বিলাইর মুখ দেখ্লেই চিনা যায়

( বাহ্য লক্ষণেই অন্তরস্থ উদ্দেশ্য বুঝা যায় )

২৩৪। বাপ্ দাদার নাম নাই চান্দ মুল্লার বেয়াই

কচুয়া মতলব বাঞ্ছারামপুর দাউদকান্দি হোমনার পশ্চিমমাংশ।

২৩৫। বাপ দাদার নাম্ নাই টেন কপালের নাতি।

( যাহারা স্বয়ং প্রসিদ্ধ নহে পরের পরিচয়ে বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।

২৩৬। বিশকরমের পুত চিকা

২৩৭। কপাল ভাঙ্গলে জোড়া লাগেনা

২৩৮। কপাল আর পাকাল লগে লগে যায়

২৩৯। না জানিয়া পীরিত করে, কাচা বাশে ঘুনে ধরে

২৪০। কাটা ঘায়ে নুনের ছিডা
২৪১। কাটা দিয়া কাটা তুল
২৪২। কাটালের আমসত্ত্বা
২৪৩। কাওয়ার মাংস কাওয়ায় খায় না
২৪৪। কান নিছেগা চিলে পাছে পাছে চলে
২৪৫। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে
২৪৬। মা মল্লে বাপ তালই
২৪৭। কেঐর ভাদর মাস কেঐর সর্ব্বনাশ
২৪৭। তোত্লা বাওন ধেন্দা যজমান
২৪৮। গুচার কোমু পিডেই সুখ নাই
২৪৯। কিরপিনের ধন ঢেঙ্গে খায়
২৫০। কেউচ্চা তুলতে হাপ ওডে
২৫১। কেউ চুর্কে কয় চুরি কর্ গিরস্তেরে কয় হজাগ থাক্
২৫২। কোন্বা বিয়ার বিয়া আবার জয় ঢাকের বারি
২৫৩। খোটার জোরে বক্রী কুদে
২৫৪। লেংরা ঠেঙ্গ্ই গাতাৎ পরে
২৫৫। খোদার বেরেস্
২৫৬। গড়্ত পারেনা একজনে ভাঙ্গত পারে হগলেই
২৫৭। আমি কি গয়ার পাপী
২৪৮। গর্জ্যায় আম্মকে এক্ বরাবর্
২৫৯। গলাৎ চিপা দিলে মারদুধ বাইর্ হয়
২৬০। ছালার চাল্ ছালায় আটল গাতার সাপ গাতাৎ গেল
২৬১। গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করা
২৬২। গাইয়ায় মানেনা আপনে মাদবর্
২৬৩। গোরা কাইট্যা আগায় জল
২৬৪। গোদা পায়ের ধমক্
২৬৫। গোদের উপর হাজর্
২৬৬। গোবরের মইদ্দে পদ্মফুল

২৬৭। আল ভাইগ্ নাই তার গো বাইগ আছে

২৬৮। বড় মাছের কাটা ঘন ছুদের ফোটা

২৬৯। ঘোড়া চিনা যায় কানে দাতা চিনা যায় দানে

২৭০। চামচরাও পাখী, ভেরনও গাছ

২৭১। ছিলে ছুঁ মারলে কুটাটাও না নিয়া ছারেনা

২৭২। চুরি বিদ্যা বর বিদ্যা যুদি বিদ্যায় চায়
কনি বিদ্যায় লাগল পাইলে বিচনা হরায়

২৭৩। চুর পলাইলেই বুদ্ধি বাইর্ অয়

২৭৪। চুরার মন্ খিরাই ক্ষেতে

২৭৫। চুরের উপর বাট্পারী

২৭৬ চুরের সাক্ষী মাতাল

২৭৭। চুরে চুরে মুস্তুতু ভাই

২৭৮। চুরের রাত্রিবাসই লাভ

২৭৯। আছিল্ ঢেকি, ঐল তূল কাট্তে কাট্তে নির্ম্মূল

২৮০। ছুইচ ঐয়া ভিৎরে যায় ফাল্ ঐয়া বাইর অয়

২৮১। ছিরা ক্ষেতায় ফুইয়া থাকে লাক্ টাকার স্বপ্ন দেখে

২৮২। ছুডু লোকের বর কতা হুনতে লাগে মাথা ব্যথা

২৮৩। গোলার আত মোলা

২৮৪। জর্ম্ম মিরতু বিয়া এই তিন নির্ব্বন্ধ দিয়া

২৮৫। যম, জামাই ভাইগনা তারা নয় আপ্না

২৮৬। দই খাইয়া ভাণ্ডের বিচার

২৮৭। জল কুমুইর, টান বাঘ, যে পার্ব্ব হেয় ভাঙ্গব ঘার

২৮৮। ঠেলার নাম্ বাবাজী

২৮৯। টেকায় টেকা আনে

২৯০। ডাইনে আস্তে বায় থাকে না

২৯১। ঢাকের কাছে টেম্টেমী, জাজের লগে ডিঙ্গি নাও

২৯২। ঢাকের বাওয়া

২৯৩। তাতিকুলও গেল, বৈষ্ণব কুলও গেল

২৯৪। তাস তামুক পাশা এ তিন সর্ব্ব নাশা
২৯৫। তর্ হিল্ তর্ লোরা তর্ই ভাঙ্গি দাতের গোরা
২৯৬। থাক্‌তে কাচি আরাইলে দাও
২৯৭। থাক্‌লে তালইর বাপের ছরাদ্দও অয়
না থাক্‌লে আপনা বাপের ছরাদ্দে ডোঙ্গায় চাল্ পরেনা
২৯৮। ভাত ছরাইলে কাওয়ার অভাব কি ?
২৯৯। দশচক্রে ভগবান ভূত
৩০০। দশ দিন চুরের একদিন হাউদের
৩০১। দশের মুখে জয় দশের মুখেই ক্ষয়
৩০২। দশের লড়ী একের পুজা
৩০৩। মাগনা গরুর দাত নাই
৩০৪। দাতার নাইর্‌কল্, বক্কিলের বাশ
৩০৫। দাদায় কৈছে নাক্ বরাবর
৩০৬। দিও কিঞ্চিৎ, নাকৈর বঞ্চিৎ
৩০৭। দিন গেল আলে ডালে রাইৎ ঐলে চেরাগ জালে
৩০৮। যেমুন দান তেমুন দক্ষিণা
৩০৯। দিন্ থাক্‌তে বান্দে আইল্ তবে খায় নানান্ হাইল
৩১০। দিন যায় কতা থাকে
৩১১। দুইক্কা যায় সুখ্যার কাছে
দুক্ যায় তার্ পছে পাছে
৩১২। দুই নায়ে পারা অক্কই বারে সারা
৩১৩। দুই হতীনের ঘরে উপাস থাক্যা মরে
৩১৪। দুষ্ট লুকের মিষ্ট কতা ঘনাইয়া বয় কাছে
কতা দিয়া কতা লয় প্রাণে বধে শেষে
৩১৫। বারির নামে বাঙ্গাল ধায়।

# প্রবাদ ও প্রবচন।

চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, জগন্নাথ দীঘি, নাঙ্গলকোট, গুণবতী, নাথের পেটুয়া দৌলতগঞ্জ, চিতসী ইত্যাদি দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৩১৬। কথ্য—আঁখি ভঁগী ঠগিনঁ, দেঁইঅ দেঁইন।

লেখ্য মর্ম্ম—আমি দেখিয়াও দেখিনা বটে, কিন্তু ঠগিনা; (প্রতারিত হই না।)

৩১৭। কথ্য—আঁবুঁদ্দিয়া বেঁডাগাঁরে কুঁবুঁদ্দিয়ায় পাইল্ ঘরের ছুঁদ্ বেঁচি তেঁইন্ মঁদ কিনি খাঁইল্।

লেখ্য মর্ম্ম—মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নিজের ভাল দ্রব্যের বিনিময়ে নিকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করে।

৩১৮। কথ্য—কাঁতা ভঁরি আঁইগ্লেঅ যঁমে ছাঁইর্তনঁ।

লেখ্য মর্ম্ম—কোন উজুহাতেই দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে না।

৩১৯। কথ্য—পঁরের লাঁই খাঁদ কোঁড়ে, হেঁই খাদে আপ্নে পঁড়ে।

লেখ্য মর্ম্ম—পরানিষ্ট করিতে গেলে আপন অনিষ্ট অবধারিত।

৩২০। কথ্য—সিদা আঁঙ্গুলদি ঘিঁ নঁ খোঁয়্।

লেখ্য মর্ম্ম—সহজে কোন কার্য্য উদ্ধার হয় না।

৩২১। কথ্য—কুঁত্তার লেঁজ চৌঁদ্দ বোঁচ্চর ঘিঁ দিঁ মাইখ্লেঅ সিঁদা অঁয় নঁ।

লেখ্য মর্ম্ম—স্বভাব অতিক্রম করা যায় না।

৩২২। কথ্য—জঁঙ্গলতুন আঁই কুঁদি, পাঁতে দিল্ মুঁতি (সমস্যা)

লেখ্য মর্ম্ম - জঙ্গল হইতে পাড়িয়া আনিয়া রস লওয়া হয় (লেবু)

৩২৩। কথ্য—মঁদ্দের আঁউস্ বেঁশী নঁ বক্সগঞ্জের আঁড্ বেঁশী?

লেখ্য মর্ম্ম—আপন্ সখের মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

---

* ৩১৬হইতে—৪৩১ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত অন্যান্য প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

৩২৪। কথ্য—লাঁজে তীঁরি আঁউসে গিঁরি।

লেখ্য মর্ম্ম—স্ত্রী জাতীর লজ্জা ও গৃহস্তের সখ প্রশংসনীয়।

৩২৫। কথ্য—হাঁরায় মরে মানু, আর মারায় মরে গরু।

লেখ্য মর্ম্ম—বেগারে মানুষ এবং ধান চাড়ানে গরু মারা যায়।

৩২৬। কথ্য—খাঁতক মরে সুদে আর ডেঁয়া মরে দুঁদে।

লেখ্য—ঋণ গ্রস্ত সুদাদিতে, এবং বাছুর দুগ্ধের অভাবে মারা যায়।

৩২৭—কথ্য - পুঁইর নষ্ট হেঁনায়, তীঁরি নষ্ট তেঁনায়।

লেখ্য—পানাতে পুকুর নষ্ট এবং জীর্ণকাণি বস্ত্রে স্ত্রী শ্রীহীনা হয়।

চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া প্রভৃতি থানার এলাকায়।

৩২৮। কথ্য—শূর, শূয়র, মান্দার, এতিন্‌ডায় আন্দার্।

লেখ্য—বীরপুরুষ, শূকর ও মান্দার গাছের প্রভাবে অন্ধকার হয়।

৩২৯—কথ্য—বিয়ার বছর্, গায় করে লছর্ বছর্।

লেখ্য - নূতন বিবাহিত লোক আহ্লাদে আটখান হয়

৩৩০। কথ্য—ঘোরা মুখ্যা দেবদার মাষকালাই আদার।

লেখ্য—যেমন ভোক্তা তেমন খাদ্যের ব্যবস্থা।

৩৩১। কথ্য—হইলে তরে নইলে মরে।

লেখ্য—হয় উদ্ধার পায়, নতুবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৩৩২। সোয়ামী না বলে মাউগ, তাইর্ নাম্ হোয়াগী থাউক।

লেখ্য—স্বামী ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার না করিলে, সোহাগিনী হইবার প্রয়াস।

৩৩৩। কথ্য—জাম্বুবান পুতি, কার্য্যের নামে ঠন্ ঠন্ কেবল যুক্তির গুতাগুতি

লেখ্য—খুড়া মহাশয় জাম্বুবানের ন্যায় গভীর সুমন্ত্রণা দিতে পারেন বটে; কিন্তু কার্য্যোদ্ধার করিতে পারে না।

৩৩৪। কথ্য—বেপারের শেষ কাতি, মাইরের শেষ লাতি।

লেখ্য—কার্ত্তিক মাসে ব্যাপার উৎসবে যেমন এই মৎস্যভোজীর দেশে ম্যস্য ভোজনের একশেষ হয়, নানা প্রকারে প্রহার করিয়া শেষে পদাঘাত করিলেই তাহা বিশেষ রূপে পর্য্যবসিত হয়।

৩৩৫। কথ্য—আশ্বিনে রান্দে কার্ত্তিকে খায়, যেইবর মাগে সেইবর পায়।

লেখ্য—আশ্বিন কার্ত্তিকের মধ্যস্থ সংক্রান্তিতে হালের চাউল, জালের মৎস্য ব্যতীত জুমের চাউল উচার মাছ এবং স্বভাবজাত শাকসব্জী খাইয়া কষ্ট সহ্য পূর্ব্বক গারই ব্রত করিলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ যতদূর সহ্য করা যায় ততই অধিক সুখ লাভ হয়।

৩৩৬। কথ্য—হাই আদরী তেল গোচি গাচে উষ্টাইয়া পারে মুচি।

লেখ্য—স্বামী সোহাগিনী অকার্য্য করিয়াও স্বামীর নিকট ত্রাণ পায়।

৩৩৭। কথা—হাই আদরী পলইয়া পাতা হাইয়ের টাই কয় নানান্ কতা।

লেখ্য—স্বামী সোহাগিনী স্বামীর নিকট অকথ্য বলিতেও সাহস পায়।

কুমিল্লা মহকুমার এলেকায় বরকান্তা, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, হোমনা থানায়।

৩৩৮। কথ্য—আরদ কুনু খোডা নাই, হাইমর্চে গয়া।

লেখ্য—ভাল কার্য্যেও নিন্দুকের নিন্দার অভাব হয় না।

৩৩৯। কথ্য—পোতানীল কুলার আগাৎ নুন পোতানীল কান হালাইয়া হুন্?

লেখ্য—পুত্রখাকী বলিয়া গালি দিয়া, তাহা শুনিবার জন্য এক কলহ প্রিয়া অপর কলহ পরায়ণাকে স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করিতেছে।

৩৪০। কথ্য—ওতাবুড়ী দোতাবুরী ঠারে কত্ত কয়; দন্দজ লাগাইয়া বুরী তফাৎ গিয়া বয়।

লেখ্য—কুট্নী জাতীয়া বৃদ্ধারা ঈঙ্গিতে ঝগড়া বাঁধাইয়া দূরে সরিয়া তামাসা দেখে।

৩৪১। কথ্য—কি দেম্ খুড়া? কোনুক্ দিন তর বাপ মায় খাইছিল্ কেয়ার গোড়া?

লেখ্য—খুড়া! তোমার পিতা মাতা কোন দিন ভাল দ্রব্য খায় নাই। অতএব তুমি ভাল বস্তু পাইতে আশা করিও না।

৩৪২। কথ্য—কায়েতে কলম চিনে, রাজায় চিনে ভূম্, আরকিলায় হুই ঠেঙ্গ চিনে, নাপ্তে চিনে লোম।

লেখ্য—যাহা যাহার প্রয়োজন, তাহার মর্ম্ম তাহারাই ভাল বুঝে।

৩৪৩। কথ্য—বুঝা গেচে উমানী চুরে যে গাইল নিচে, ঘন ঘন জিরানী।

৩৪৪। কথ্য—আপনা অইলে বিচমিল্লা পরের খান্ কুমিল্লা!

লেখ্য—আত্ম স্বার্থ সাধনে সদ্য প্রবৃত্ত, কিন্তু পরার্থে দীর্ঘসূত্রতা।

৩৪৫। কথ্য—অত্তবরা অইলাম্ ঠাকুর বাড়ীর ভাতে এক দিন অ না খাইলাম্ ঠাউক্রাইনের আতে।

লেখ্য—ঠাকুর বাড়ীর ভাত খাইয়া বড় হইয়াছি বটে কিন্তু ঠাকুরাণীর হাতে খাই নাই। (প্রতিপালিত ঠাকুরাণীকে প্রকারান্তরে দেখিতে ইচ্ছা করে।

হোমনাবাদ, নয়াবাদ, নুরনগর, সরাইল, গঙ্গামণ্ডল প্রভৃতি পরগণায় প্রচলিত।

৩৪৬। কথ্য—পবনের পুত্র অনুমান, লেজুরে কৈরা বাতাস আন্ হাত পুতের নাম লইয়া, বাতাস্ আয় অল্অলাইয়া।

লেখ্য—উত্তরাধিকার স্বত্বে পবন পুত্র হনুমান ভিন্ন বাতাস দেওয়ার অধিকার অন্য কাহারও নাই। তাই সাগ্রহে হনুমানের কৃপা প্রার্থনা করা হইতেছে।

৩৪৭। কথ্য—ছুডু বৌ পেডে ডাঙ্গর চাইল্তা হেন গরাস্।

লেখ্য—বধূ ছোট হইলে কি হইবে! তাহার উদর বড় বটে। আহারের প্রয়াসও তদনুরূপ।

৩৪৮। কথ্য...আতীর ছেপ্রায় আইয়ে যায় এম্বা দেইক্যা মুর্ছা যায়।

লেখ্য—হস্তী শুণ্ডের ছিদ্র পথে গমনাগমন করিতেও ভয় পায় না, কিন্তু কৃত্রিম বাছুর দেখিলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অর্থাৎ গোপনে ভয়ঙ্কর কার্য্যে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সাধারণ কার্য্যে ভয় পায়।

৩৪৯। কথ্য—হাপের মার ঝির বিয়া।

লেখ্য—আবল্ তাবল্ অসংলগ্ন বাচালতা।

৩৫০। কথ্য—কুপুত্রার্ত্তে আপুত্রা ভালা।

লেখ্য—কুপুত্রের পিতা হওয়া অপেক্ষা অপুত্রক ভাল।

৩৫১। কথ্য—প্রঃ। ছেদী ল তর্ ঘর পুরা যায়?

উঃ। ঘর পুরে বুল্যা কি আমার ছেদও পুরে?

লেখ্য—ঘর পোড়া যায় বলিয়া গর্ব্বিতাকে জানান হইলে, উত্তর করিতেছে "গৃহদগ্ধ হইতেছে বলিয়া আমার গর্ব্ব যাইবে কেন?" অর্থাৎ শত ক্ষতি হইলেও স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয় না।

হোমনাবাদ, নয়াবাদ, নুরনগর, সরাইল, গঙ্গামণ্ডল, প্রভৃতি
পরগণায় প্রচলিত।

৩৫২। কথ্য—মানুষের হাজার পেঁচ আর খোদার এক পেঁচ্।
লেখ্য—মানুষ শত কৌশলে যাহা করিতে পারে না ঈশ্বর মৃত্যু মাত্র বিধান দ্বারা তাহা সম্পন্ন করেন।

৩৫৩। কথ্য—হাপ্ হপ্পন্ পোনা যে না কয় হেয় মুনি জনা
লেখ্য—সর্প, স্বপ্ন, মৎস্যের বাচ্চার বিষয় জানিয়াও যাহারা ব্যক্ত করে না, তাহারা মুনি পুরুষ। কারণ ঐ ঐ বিষয় ব্যক্ত হইলেই অচিরে সেগুলি নষ্ট হয়, সুতরাং এমন অহিতকর বিষয় ব্যক্ত করিবার বাসনা যাহারা ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা মহা সাধু পুরুষ।

৩৫৪। কথ্য—বেইন্যা ভালা না লেপে ঘর বেইল দুপরে দেখে,
বাপে বিয়া না করায় পুতের চুল দাঁরি পাকে।
ভাবার্থ—ভোর বেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া বধূ যদি ঘর নিকান, তৈজস পাত্র মার্জ্জনাদি গৃহকর্ম্ম না করে তবে চুল দাঁড়ি পক্ক হইলেও এমন কন্যার সহিত পুত্রকে বিবাহ করাইবেনা।

৩৫৫। কথ্য—আট্‌তে যে কনি লরে এই কামেরও লেখা পরে।
ভাবার্থ—হাটিবার সময় কনুই নড়িলেও একটু না একটু কার্য্য হয়। অর্থাৎ যে কোন প্রকার অঙ্গ চালনই স্বাস্থ্যপ্রদ।

৩৫৬। কথ্য—সাধে করাইচ্‌লাম বিয়া ভাল্ মান্‌ষের ঝি, শরীল উলাইয়া মরে হগল গুষ্টি।
ভাবার্থ—অতি সাধ করিয়া ভদ্রলোকের মেয়েকে বিবাহ করাইয়া ছিলাম, কিন্তু প্রয়োজনীয় গৃহ কর্ম্ম করিতে পারে না বলিয়া গুষ্টি শুদ্ধ সকলে ক্রোধে বাঁচেনা।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগে।

৩৫৭। কথ্য—মাগ্‌না মাগ্ মাথার পাগ্ ঘরগুষ্টি উপাস থইয়া, মাগে আগে খাক্।
ভাবার্থ—দানে বিবাহিতা স্ত্রী বড়ই আদরনীয়া। সুতরাং তাহার সন্তুষ্টির জন্য গুষ্টি শুদ্ধ কষ্ট পাইলেও ক্ষতি নাই।

৩৫৮। কথ্য—মাতা গুরু পিতা গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই তার্ থাইক্যা বর গুরু পিজ্‌দুয়ারের তাই।

ভাবার্থ—পুত্র, বধূকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে অভিভাবিকারা বিরক্ত হইয়া বলিয়া থাকেন যে, পিতা মাতা হইতেও অন্দরের বধূ অধিক গুরু স্থানীয়া।

৩৫৯। কথ্য—হাগেই যোর হাত, অম্বলেতে নাই ভাত।

ভাবার্থ—প্রথম ভোজ্য শাক প্রদান করিয়াই যখন করজোড় করিতেছ অর্থাৎ আর ভাত নাই বলিয়া দৈন্য প্রকাশ করিতেছ, তখন শেষ খাওয়া অম্বলের সময়ত ভাত দিবেই না। বস্তুতঃ প্রথম উদ্যমেই যখন এরূপ, উত্তর কালে না জানি আরও কি হয়?

৩৬০। কথ্য—পেডের পুতে কর্‌ব কি লগে হুতে কাল ভাঙ্গাউরি।

ভাবার্থ—জঠর জাত পুত্র হইলে কি হইবে? তাহার সঙ্গে যে কান কথা বলিয়া কান ভার করিবার বধূ শয়ন করে কাজেই পুত্র স্থির থাকিতে পারে না।

৩৬১। কথ্য—যারে না দেখচি হেই বর সুন্দরী যার আতে না খাইচি হেই বর রান্দুনী।

ভাবার্থ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধের পূর্ব্বে দূর হইতে অনেক বিষয়ই ভাল বোধ হয়।

৩৬২। কথ্য—যেন তেন্দেরা তেন তেন্দেরী নাক কাটা জামাইর গোদা শাশুরী

ভাবার্থ—যোগ্যের সহিতই যোগ্য সম্মিলিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায়।

৩৬৩। কথ্য—আরে বেডা সদাগর মা চাইয়া ঝি বিয়া কর।

ভাবার্থ—মাতা ভাল হইলে কন্যাও ভাল হয়। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীর মাতা ভাল কিনা তাহাই বিচার্য্য।

৩৬৪। সঙ্কেতে বঙ্কেত্ অঙ্কুশে বেং আইজ্ কেন গো শ্বাশুরী ঠাক্‌রাইন্ দপার দপার্ দেন্?

ভাবার্থ—বৌখাকী শাশুরীকর্ত্তৃক অল্প ভোজন দানে ক্লিষ্টা বধূকে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য অদ্য শাশুরী স্বয়ং পাক কার্য্যে প্রবৃত্তা।

চতুরা বধূ প্রতিহিংসায় শাশুরীর অলক্ষিতে ময়দা দ্বারা কৃত্রিম বেং প্রস্তুত করিয়া তরকারীতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অজানিত ভাবে শাশুরীর ব্যবহারিঁ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিবেশন কালে শাশুরী বেং ভাবিয়া আপন পুত্র কন্যা স্বামীকে তরকারী না দিয়া বধূকে অদ্য প্রচুর পরিমাণে দিতেছে। তাহাতেই বধূ উক্তরূপ উক্তি করিতেছে।

৩৬৫। কথ্য–জেড্ গুরু মানেনা পেড়ে আলে যায়।

ভাবার্থ—যে সকল স্ত্রীলোক জ্যেষ্ঠ গুরু মান্য করেনা তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয়।

কুমিল্লা মহকুমায়।

৩৬৬। কথ্য—ছায়া বনে খাডাস্ বাঘ।

ভাবার্থ—যে বনে অন্য হিংস্র জন্তু নাই তথায় খট্টাস্ই ব্যাঘ্র বলিয়া অভিহিত হয়।

৩৬৭। কথ্য—পাপ কল্লে যমের ভয় হুদা পরাণ কেডায় লয়।

ভাবার্থ—দোষ করিলেই ভয় হয়, অন্য থায় নর।

৩৬৮। কথ্য—জামাই যে লায়েক বৌয়ের খোপায়ই বুঝা যায়।

ভাবার্থ—স্বামীর রসিকতা স্ত্রীর বেণী দেখিলে অনেকটা অনুমান হয়।

৩৬৯। কথ্য—কোন্বা বদনের শোভা, তাতে আবার চুণের ফুটা।

একেত বদনমণ্ডল কুৎসিৎ, তাহাতে চুণের ফোটা দিয়া আরও কুৎসিৎ করা হইয়াছে।

নাসিরনগর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, হোমনা, দাউদকান্দি, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, বরকান্তা, কোতুয়ালী, বুড়িচঙ্গ, কসবা ইত্যাদি।

৩৭০। কথ্য—চুল নাই বেডীর চুলের লাগ্যা কান্দে কচুপাতা ঢিপা দিয়া বুইরা খোপা বান্দে।

ভাবার্থ—বেণী বন্ধনেই যেখানে চুলের সার্থকতা সেখানে চুলের অভাবে দুঃখ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে বেণী রচনা করা স্বাভাবিক।

৩৭১। কথ্য—বৌয়ানী নষ্ট আডায় চাডায় নাও নষ্ট গোদারা ঘাটায়।

ভাবার্থ—খেয়া নৌকা যেমন বহু লোক সংস্রবে নষ্ট হয়, গৃহস্থ বধূ

যদি বহু লোকের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করে, তবে তাহারাও নষ্ট হয়।

৩৭২। কথ্য—দাওরে বালি, কুড়ালরে হিল বান্দিরে লাতি, গোলাম্রে কিল।
ভাবার্থ—যে যেরূপ লোক, তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে হয়।

৩৭৩। কথ্য—একটু খানেক পুলাডা নায়ের জল হিচে চিনা জুকে কামর দিলে তুর্ তুরাইয়া নাচে।
ভাবার্থ—কল্পিত সমস্যা বিশেষ ( সর্ব্ববাদী সম্মত নহে বলিয়া মর্ম্ম লিখিত হইল না )

৩৭৪। কথ্য—আরাইলে বিচারে, পাইলে নেয় না।
ভাবার্থ—হারা হইলে তালাশ করে বটে, কিন্তু পাইলে আর নেয় না। পথ।

৩৭৫। কথ্য—যেমুন কর্ম্ম, তেমুন ফল মুসা মার্ত্তে গালে চর।
ভাবার্থ—পরানিষ্টকারীদের কার্য্য দ্বারা নিজেরাই লাঞ্ছিত ও ক্ষতি গ্রস্ত হয়।

৩৭৬। কথ্য—চিরা খাইতে হাউদের ব্যেপার যায়।
ভাবার্থ—ব্যবসায়ীদের আহারে সময়ক্ষেপে ও ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়।

৩৭৭। কথ্য—আখর চিনেনা বেডা, গাইত চায় রামসীতার অভিনয়।
ভাবার্থ অভিনয় করিতে হইলেই, আক্ষরিক জ্ঞান আবশ্যক। ইহার উপর আবার রামসীতার অভিনয়।

নাসিরনগর, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানা।

৩৭৮। কথ্য—এরে খাইয়া খাইবায় কি ? আরত নাই আবাত্যা ঝি !
ভাবার্থ—আলো ! রাক্ষস প্রকৃতির মেয়ে। ইহা খাইয়া আর কি খাইবি ? আর কিছুই নাই।

৩৭৯। কথ্য—ভেউরারে যাও তুমি সোণার পুরিতে, দাদারে দেখাইঅ পথ আন্দাইরা রাইতে।
ভাবার্থ ভাইফোটার সময় এই ছড়াটী কহিয়া কলার খোলের নৌকায় প্রদীপ দিয়া ভাসাইয়া দেয়।

৩৮০। কথ্য—পোলা মুখে বুইরা কথা, লাতি খাইবার যম্।

ভাবার্থ—জেঠা ছেলেরা জেঠামীর জন্য পদাঘাত সহ্য করিতেও পটু।

৩৮১। কথ্য—ঘানি টান্‌বি খইল খাইবি তেলের হিসাবের কাম কি তর ?

ভাবার্থ—তৈল বাহির করা যন্ত্রপরিচালন করা ও তৈলজ শস্যের তৈল বিশিষ্ট অসার পদার্থ ( খইল ) ভোজন করাই তোমার অধিকার আছে। তৈল কি পরিমাণ হইল, না হইল সেই অধিকার চর্চ্চার আবশ্যকতা নাই।

৩৮২। কথ্য—এই দেশের বেডী আইতে লাউরেরে কয় কদু। তরা দেশের বেডী আইতে হাইরে কয় যাদু।

ভাবার্থ—এদেশে স্ত্রীলোকেরা লাউকে কদু বলে। তোদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে যাদু বলে। (অর্থাৎ ইহা একপ্রকার গালি বিশেষ)

৩৮৩। কথ্য—হিয়ালনী ল কু হান্‌কী ভরা ক্ষুদের জাউ পেড্ ভরা গু।

ভাবার্থ—শৃগাল ডাকিলে এদেশের বালক বালিকারা এই ছড়াটি কহিয়া থাকে। এখানে শানক কে হানকি এবং চাউলের কণার নরম ভাতকে জাও বলা হইয়াছে।

সরাইল, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লৌহঘর, বরদাখাত, নয়াবাদ, হোসেনাবাদ

৩৮৪। কথ্য—এইডা বাঁশ, এইডা বাঁশী এইডা বাঁশের ছাও এই তিনডা বাদে কোন্‌ডা নিতা চাও ?

ভাবার্থ—বাঁশ ঝাড়ের অধিকারী প্রার্থীকে একটী বাঁশও দিতে অনিচ্ছুক, তাই এই উজুহাত।

৩৮৫। কথ্য—আমিঅ মাঝি, গাঙ্গও বেকা।

ভাবার্থ—আমি এমন দুর্ভাগ্য যে, নৌকা চালন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও সরল পথ না পাইয়া ভাগ্যে কুটিল পথ ঘটিল। অর্থাৎ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যগুলি ও দুঃখজনক ঘটে।

৩৮৫। কথ্য—গাইঅ বুড়া, বিয়ানও শেষ।

ভাবার্থ—বার্দ্ধক্যে কোন প্রকার কর্ম্মশক্তি থাকে না।

৩৮৭। কথ্য—খোদারে কি দিবা মান আমারে দিবা কি আন।

ভাবার্থ—ঈশ্বরের নাম বেচিয়া খাওয়া।

৩৮৮। কথ্য—হরি অ দীননাথ কে ও অ ঘর, কেও অ আইতনাৎ।

ভাবার্থ—হে হরি ! কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, এরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন ?

৩৮৯। কথ্য—কাওয়া ল কুলি ল এওগ্‌লা বরি ফালা, তর্‌ ঘর পোলা ঐলে জোগার দেম্‌।

ভাবার্থ—বড়ই গাছে কাক কোকিল বসিলে ছোট ছোট বালক বালিকারা বড়ই ফেলিবার জন্য কাক কোকিলকে ঐরূপ তোষামোদ বাক্য বলিয়া থাকে।

৩৯০। কথ্য—আউল্লা অরে ভাই জাউল্লা অরে ভাই এক ঝরি মেঘ দে ভিজ্যা ঘরে যাই। কচু আরাত আড়ু জল ঝাপুর ঝুপুর মেঘ পর।

ভাবার্থ - অনাবৃষ্টির সময় ছোট ছোট বালক বালিকারা এই ছড়াটি কহিয়া মেঘের নামে চাউল পয়সা ভিক্ষা করিয়া ইন্দ্রপূজা করে এবং বৃহৎ ভোজের বন্দোবস্ত করে।

৩৯১। কথ্য—উড উড সূর্য্যু ঠাকুর ঝিকিমিকি খাইয়া উডিতে না পার যদি ভিঙ্গুলের লাগিয়া, ভিঙ্গুলের পঞ্চ কন্যা দানে দিব বিয়া, সূর্য্যু ঠাকুরের পুণ্যে হরিবল গিয়া।

ভাবার্থ—উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, মাঘসপ্তমী প্রভৃতি তিথিতে বালক বালিকা গণ প্রাতঃস্নান করিয়া রৌদ্র পাইবার জন্য এই ছড়াটী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি ও তৎসহ অগ্নি সেবন করে।

৩৯২। কথ্য—কবে খাইছিল আদা ভাইজ্যা অহনও কৈচে দাঁত বেইজ্যা।

ভাবার্থ—ভূতপূর্ব্ব কার্য্য মনে করিয়া, বর্ত্তমান কার্য্যে নিরস্ত থাকা উচিত নয়। মানবের কর্ম্মই সার।

৩৯৩। কথ্য—স্বভাব দোষ না ছারে চোরে টুণ্ডা হাতেই হিন্দ্‌ কুরে।

ভাবার্থ - চোরের হস্ত অকর্ম্মণ্য হইলেও স্বভাব দোষে সিন্ধ করিতে ক্ষান্ত রয় না।

৩৯৪। কথ্য—হওয়াদ্‌ অ লাগে পরাণ অ পুরে।

ভাবার্থ—পয়সা খরচ করিয়া খাইলে স্বাদ লাগে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত খরচের দরুণ প্রাণও দগ্ধ হয়।

৩৯৫। কথ্য—আপ্‌না মনে ও লয় পারাপরী ও কয় হাইয়ের পাতের মাছ ভাজা খাইলে পোলা পুরী হয়।

ভাবার্থ—প্রতিবাসী এবং আমার মনের ধারণা যে স্বামীর পাত্রের ভর্জ্জিত মৎস্য খাইলে ছেলে মেয়ে জন্মে।

৩৯৬। কথ্য—হগল রাইত বাইরাইয়া মার্‌লাম হাপ্ বেইন্যা ভালা উইট্টা দেখি দড়িডা।

ভাবার্থ—বহ্বাড়ম্বড়ে লঘু ক্রিয়া বা বৃথা কল্পনা।

৩৯৭। কথ্য—জাতের ধারা ক্ষেতের নারা বউৎ না অয়্ থুরা থুরা।

ভাবার্থ—বংশরীতি অনুসারে বংশাবলীর কার্য্য এবং ক্ষেতের খড় বেশী থাকিলে ধানের আধিক্য অনুমান করা যাইতে পারে।

৩৯৮। কথ্য—ছালার ধান ছালাৎ আডে লাতির চুডে ছালা ফাডে।

ভাবার্থ--রাগের ঘরে বার দেবতা খাটে।

৩৯৯। কপালে আছে বিয়া কাইন্দা কর্ব্বা কিয়া।

ভাবার্থ—উপস্থিত কর্ত্তব্য করিতেই হইবে তজ্জন্য অনিচ্ছা করিলে চলিবে না।

৪০০। কথ্য—লেজ ইস্তক মৈরা আইচে ত অ তালই জেতা আচে।

ভাবার্থ—সাপের লেজ পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া আসিয়াছে তথাপি জীবিত আছে মনে লয়।

৪০১। কথ্য—লেংটা বিলাই পিতাম্বর যুগীর মাইয়া বিয়া কর যুগী আইলে কৈয়া দেম্ তালতলে নিয়া বলি দেম্।

ভাবার্থ—নগ্ন বালক বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য বালক বালিকারা এই ছড়া কহে।

৪০২। কথ্য—টেকার নাম বাবু যেই খান্‌দা যায় হেইকান্দ্যা ঐ করে কাবু।

ভাবার্থ—টাকার বল অসীম।

৪০৩। কথ্য—এক বুঝেনা পরে আর বুঝেনা জ্বরে।

ভাবার্থ—পরের ন্যায় জ্বরেও দুঃখ বুঝে না।

৪০৪। কথ্য—বিলাইর বাগ্যে ছিক্কা ছিরে।

ভাবার্থ—সিক্কা ছিন্ন হইয়া খাদ্য দ্রব্য মাটীতে পড়িলেই বিড়ালের ভাগ্য প্রসন্ন বলিতে হইবে। নতুবা তাহার খাবার পাওয়ার সুবিধা নাই।

৪০৫। কথ্য—মরা কীর্ত্তেন্যার ধুমালী সার।

ভাবার্থ- নিকৃষ্ট কীর্ত্তন গায়কদের আরম্ভটী জাকাল।

৪০৬। কথ্য—গাল ফুলা গুবিন্দের মা চাইল্‌তা তলা যাইঅনা চাইল্‌তা তলা গেলে তোমার্ হুবে আইজ যাইত না।

ভাবার্থ—গোবিন্দের মাতা অদ্য চালিতা বৃক্ষের তলায় গেলে তোমার বিপদ ঘটিবে।

৪০৭। কথ্য—এক গাও দেইক্যা আইলাম্ উলুবনের ছানি আর এক গাও দেইক্যা আইলাম গাচের আগাৎ পানি।

ভাবার্থ - ইহা একটী সমস্যা বিশেষ। যথা—নারিকেল।

৪০৮। কথ্য—চাইর ধারে চাইর্ লোহার লাইল্ কেমনে ক্ষেত জোয়ার আইল্

ভাবার্থ—ইহা একটী সমস্যা বিশেষ। যথা—নারিকেল।

৪০৯। কথা—উডান ঠন্ ঠন্ বৈডক্ মাডী এন্ কুমারে গর্‌চে ঘডী আনা হুদে পাত্‌ছে দৈ তরার মত যুগতী পামু কৈ?

ভাবার্থ—সমস্যা—গলিত চুণের মৃণ্ময় ঘটী।

সদর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমায়।

৪১০। কথ্য—ওচ্ খোচ্ বুক্ টান্ কোন্ দেব্‌তার চাইর কান্?

ভাবার্থ—সমস্যা—ছয় পাইর্, বাঁক দেওয়া ঘর।

৪১১। কথ্য—এদ্‌গাচ্ টান দিলে বেত গাচ লরে কক্কায় ডিম্ পারে, গঙ্গায় ভাসে।

ভাবার্থ—সমস্যা মাখন তোলা।

৪১২। কথ্য— এতইন গাচে বেতইন ধরে সৈন্দা ঐলে ঝৈরা পরে।

ভাবার্থ—সমস্যা—বেতস ফল।

৪১৩। কথ্য—ছুটু মুটু বেড়ালা নার পানি হিচে পুইক্যা হিং এ ঘাই দিলে উবুত ঐয়া নাচে।

ভাবার্থ—সমস্যা—খোলা অর্থাৎ ভাঙ্গা হাড়িতে খই ভাজা।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা।

৪১৪। কথ্য—চাউল মণি বেডার নাম ক্ষুদমণি রায় পাথর কাটা মোকামেতে কাইটন সাবের যন্ত্রণাতে জুরাল পুরে যায়। সঙ্গে আছে শাক মণি, লবণের সর্দ্দার মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়?

ভাবার্থ—সমস্যা—ক্ষুদের জাউ পাক করিয়া পাথরের থালায় জুড়ান হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শাক ও লবণ আছে, খাইবেন কিনা?

৪১৫। কথ্য - উকি দিয়া ফুকি চায় লর দিয়া শিবা যায়
গাচুর গচুর মাডি ঠেলা পুকি নাকি বনে পলা।

ভাবার্থ—সমস্যা—ইন্দুর মাটি তুলিতেছে।

সদর ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা।

৪১৬। কথ্য - গঙ্গাত্ গেচ্লাম ফালাইতাম্ পাপ লগে গেল হতিনের মা বাপ্।

ভাবার্থ—স্বর্গে গেলেও সতীনের জ্বালা হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না।

৪১৭। কথ্য—কোনাৎ থাকে বৌ খোডে মারে রৌ।

ভাবার্থ - সমস্যা—রোহিত মৎস্য।

৪১৮। কথ্য—ভাঙ্গ্না মাচের ঘার তেল্ রান্দুনী পলাইয়া গেল্।

ভাবার্থ—ভাঙ্গনা মৎস্য অত্যন্ত তৈলাক্ত বলিয়া ভাজিতে গরম তৈল ছিটিয়া পড়ে, তাহাতেই ঐ মৎস্য ভাজিতে অনেক বধ্ ভয় পায়।

৪১৯। কথ্য—কলারে কচুরে ভাই, বৌএর মনখান তুকাইলে, পুতের মনখান পাই।

ভাবার্থ—বধূর মন রক্ষা করিলেই পুত্রের মন পাওয়া যায়।

৪২০। পাডারে দেইক্যা পাডী আইয়ে, পাডীর লাগ্যা অ বক্রী ইদ আছে।

ভাবার্থ—একের বিপদ দৃষ্টে অপরের হৃষ্ট হওয়া অনুচিত।

৪২১। কুডা কুডা নব কুডা বেতলাগে আশি মুডা একবান্দের বেশী দুইবান্দ নাই, কৈগ্নারে ভাই চাকরের টাই।

ভাবার্থ—সমস্যা বোল্তার চাক্ বা বাসা।

কুঠি, মকিমপুর, মীরপুর, মাধবপুর, মাইজখার, সাহাপুর, কসবা, কৃষ্ণপুর. লেসীয়ারা, গঙ্গানগর, চৌবেপুর, দেওরা।

৪২২। কথ্য—হুন্চৎ নিল ভৈন্ গন্ধেশ্বরী কুলাকানী, মূলাদাতী, ফেফ্রা নাকী তাই অ কয় আমারে ফারাগ্ যাল ফেফরানাকী, পারা পল্লে চেপা ঐবি।

ভাবার্থ—স্ত্রী জাতীয় বেঙ, হাতী ও ছুঁচোর মধ্যে সখীত্ব পাতান ছিল। একদিন হস্তিনী গর্ব্বভরে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে, এমন সময় ভেকীকে দেখিয়া বলিল "তোর চাপা নাক নিয়া দূরে যা" এই বাক্যে দুঃখিত হইয়া ভেকী ছুঁচো (ছুছুন্দরী) কে বলিল "ভগ্নি, ছুছুন্দরী শুনিয়াছ কি? কুলার ন্যায় কর্ণ মূলার

ন্যায় দন্ত, ফাঁপা লম্বা নাক বিশিষ্টা হস্তিনী আমাকে বলিতেছে যে, "হালো চাপা নাক্ বিশিষ্টা ভেকি ! দূরহ, নতুবা আমার পদ চাপনে চাপা হইব ?

৪২৩। কথ্য—আয় চান্দ লড়িয়া, বাত্ দেম বারিয়া, দিন্ ঐলে বাইন্দা রাকাম্, রাইত ঐলে ছাইরা দিবাম, আবুর কপালে আইয়া টুক্কুর দে।

ভাবার্থ—ছেলে পিলে কাঁদিলে এই ছড়াটী বলিয়া চাঁদকে ডাকা হয়. এবং ছেলে পিলের কপালে টিপ্ দেওয়া হয়।

৪২৪। কথ্য—আয় চান্দ লৈরা, টেংরা মাচ্ চৈরা, গাই বিয়াইলে দুধ দেম্, রাঙ্গা হুতার কাপর দেমম্, আবুর কপালে আইয়া টুক্কুর দে।

ভাবার্থ— ঐ

দক্ষিণ কুমিল্লা।

৪২৫। কথ্য—পোংড়া গাইয়ের চেংড়া ডেহা, আটতে আডে বেহা।

ভাবার্থ · মাতৃধারা সন্তানে ত্যাগ করিতে পারে না।

৪২৬। কথ্য - খাইত পায়না পানি হোঁচত আনে মাডা।

ভাবার্থ—পানীয় জলেরই সংস্থান নাই, আবার শৌচকর্ম্মের জন্য ঘোল ব্যবহার করে।

৪২৭।কথ্য—আকাশে আর পালালে, গাম্‌চায় আর শালে।

ভাবার্থ—মহতের সঙ্গে লঘুর তুলনা হয় না,

৪২৮। কথ্য—বাপ আনমান বেডা, হাজ আন্‌মান ঠেডা।

ভাবার্থ—পুত্র পিতার অনুরূপ, মেঘ সজ্জানুরূপ বজ্রপাত, কারণ অনুসারেই কার্য্য হয়।

৪২৯। কথ্য—ঘর আছে দুয়ার নাই, মানু আছে মাত্ নাই।

ভাবার্থ সমস্যা—ঘরের মত আকৃতি বটে, কিন্তু দরজা নাই ইহাতে মানুষ আছে কিন্তু কোন শব্দ নাই। মশরি।

৪৩০। কথ্য এন্দুরানের্ক বেডাডা তালগাছ বায়া, দাউদাওলা বেডান্দা কাচারীৎ যায়।

ভাবার্থ সমস্যা টাকা।

৪৩১। কথ্য—অলিদের ও ডুগ্‌মুগু পিতলের ছানি, কোনাল্লায় স্থজিদিচে গাছের আগাৎ পানি।

ভাবার্থ সমস্যা--নারিকেল।

# পরিশিষ্ট।

## ত্রিপুরায় প্রচলিত বাক্যাবলী।

চাঁদপুর, নরসিংহপুর, মোহনপুর, কানুদী, মতলব।

অ কথ্য—অডাইয়দিউম বেকৃটীরে।

ভাবার্থ—পরাস্ত করিব সকলকে।

সরাইল, নুরনগর, বরদাখাত, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল।

কথ্য—অলগ্ন কি কৈছি তোমারে অ।

ভাবার্থ—অহে! তোমারে কি অসঙ্গত বলিয়াছি।

সরাইল, নুরনগর।

কথ্য—আবিয়াতা পুরী আইন্ বা ছেড়ি ডাইন

ভাবার্থ—অবিবাহিতা বালিকা সকল।

বরদাখাত, নয়াবাদ।

কথ্য— অত্যা দিয়া রৈচে, আবিয়াতী ছেড়িডি।

ভাবার্থ—আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ঐ

লাকসাম্, চৌদ্দগাঁ, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

আ কথ্য—মাগ্নো মা তাইর্ ছাগল্যা আঁত।

ভাবার্থ-- মাগো মা এই স্ত্রীলোকটীর উদরের নাড়ী ছাগলের মত বেশী গর্ভ ধারণ করিতে পারে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল।

কথ্য—মাইগ্ন মাই হেইর ছাগল্যা নাড়।

ভাবার্থ—মাগো মা এই স্ত্রীলোকটীর উদরের নাড়ী ছাগলের মত বেশী গর্ভ ধারণ করিতে পারে।

বরদাখাত, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেহেরকুল,

কথ্য—মাইয়্ গ মাইয় তাইর ছাগল্যা আতুড়ি।

ভাবার্থ—মাগো মা এই স্ত্রীলোকটীর উদরের নারী ছাগলের মত বেশী গর্ভ ধারণ করিতে পারে!

বরদাখাত, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেহেরকুল।

অ কথ্য—অছদে পাইচে তরেনিল ?

ভাবার্থ হ্যালো ! তোরে কি পাগলে পাইয়াছে ?

ফান্দাউক, চান্দুরা, সরাইল, সাতবরগ, উত্তর ত্রিপুরা।

আ কথ্য—আন্দারে যাওগা না তে।

ভাবার্থ - অন্দর মধ্যে যাও।

লুঘর, মেহেরকুল, বগাসাইর, পাইটকারা।

কথ্য—আকতা কইচ্ না অ।

ভাবার্থ—অহে, অকথ্য বলিও না।

দক্ষিণ পূর্ব্ব ত্রিপুরা।

কথ্য—হেই আমুখ্যার মুখ দেইকতাম্ ন।

ভাবার্থ—সেই অলক্ষণ যুক্ত মুখ দেখিবনা।

বরদাখাত ও নয়াবাদ।

কথ্য—কি অপায়া দেক্যা জানি কৈতরডি গেলগা।

ভাবার্থ—কি অশুভ দেখিয়া জানি, কবুতর গুলি চলিয়া গেল।

দক্ষিণ পূর্ব্ব ত্রিপুরা।

কথ্য—পত্ আগুলি বা আগুছি রৈচৎ কিয়ের লাইগ্.

ভাবার্থ—পথ রোধ করিয়া কেন ররিয়াছ ?

মুরনগর ও বরদাখাত।

অ এই ফুলডি অব্রেথায় গেচে।

ভাবার্থ—এই ফুলগুলি বৃথায় গিয়াছে।

খোস্কান্দি, সড়িষারচর, দশআনী, চণ্ডীপুরা, বাঞ্ছারামপুর।

আ আগ মাইয় ! হেগ বাইত্ যাইগ্ বিয়াল্যা ভালা।

ভাবার্থ—ওগো মা ! তাহাদের বাড়ীতে বিকাল বেলা যাইও।

বরদাখাত, মুরনগর।

আ কথ্য—আভগু গাইলাতে আছে।

ভাবার্থ—অশ্লীল গালি দিতেছে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব ত্রিপুরা, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, পশ্চিমগাঁ।

কথ্য—এত আতাল্ জাতাল্ করিচ্ ন, ইঁয়া ভালা ন।

ভাবার্থ—এত উৎপাত করিস্ না, ইহা ভাল নয়।

নোয়াখালীর নিকটস্থ ত্রিপুরা।

কথ্য—হেতে আঙ্গর এডে পিডে লাইগ্ যে আয় অঃ?

ভাবার্থ—ঐ বেটা আমাদের অষ্টে পৃষ্ঠে লাগিয়াছে।

মেহেরকুল, পাইটকারা, বরকান্তা, দেবীদ্বার, বগাসাইর ইত্যাদি।

কথ্য—আবল্ তাবল্ কৈচ্ না কৈলাম্ অ।

ভাবার্থ—ওহে অসংলগ্ন কথা বলিস্ না, সাবধান করিতেছি।

বরদাখাত, নবীনগর, উঃ মুরাদনগর।

কথ্য—আবর্ জাবর্ খাইয়া পেট্ লামানী ঐছে।

ভাবার্থ—অপরিষ্কৃত নিকৃষ্ট খাবার খাইয়া পেটে অসুখ হইয়াছে।

বাঞ্ছারামপুর, উঃ দাউদকান্দি।

কথ্য—আবল্ তাবল্ কৈচ্ না কৈলাম।

ভাবার্থ—যা হচ্ছা তাই বলিস্ নে কহিতেছি।

উজানচর, সাগাটিয়া, তুলালপুর, দৌলতপুর।

কথ্য—আঙ্গানের দাউরা, ওগ্ লাও নাইরে আবি জাবি ইতান হিতান কোন্নুতান্ই ভালা লাগে না।

ভাবার্থ—ওরে! জ্বাল ধরাইবার খরি একখানিও নাই। অনাবশ্যক এসব ওসব কিছুই ভাল বোধ হয় না।

রামকৃষ্ণপুর, রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, কামাল্লা, দিগল্দী, পাচকিত্তা, চান্দেরচর ইত্যাদি স্থানে।

কথ্য—বেডা এত ফাল্ ফালাইছনা।

ভাবার্থ—বেটা আস্ফালন করিস্ নে।

চলনিয়া, ভূরভুরিয়া, পূর্ব্বহাটী, বিশারা, ফরদাবাদ, হোমনা, বাঞ্ছারামপুর, খোস্ কান্দি,।

কথ্য—তুইন্ আমারে আঙ্গলাচ্ কাঃ।

তুই আমাকে জ্বালাতন বা উত্তেজিত করিস্ কেন?

মোগড়া, বিনাউটী, কসবা, মনিঅন্ধ, দরইন, নৌয়াদৈল কসবা থানা ইত্যাদি স্থানে।

কথ্য—আজগার মাইরে ভূইচাইল যাইব।

ভাবার্থ—অদ্যকার মার পিটে ভূমিকম্প হইবে।

রামচন্দ্রপুর, শ্রীঘর, বাতাকান্দি, গৌরীপুর, কোম্পানীগঞ্জ বাজার স্থানে।

কথ্য—আরিন্দা সন কাচারীর সময় টেকা দিমু।

ভাবার্থ—আগামী বৎসর শেষে টাকা দিব।

দেওরা, কুটি, চৌবেপুর, মকিমপুর মাধবপুর, কস্‌বা সাহাপুর, লেশিয়ারা কসবা থানা।

কথ্য—তুয়ার্‌ডা আওজ্জাইয়া দেরে ঐরা, বর শীত আইয়ে।

ভাবার্থ—ওরে হরি! দরজাটি বন্ধ করিয়া দাও? বড় শীত আসিতেছে বা লাগিতেছে।

হোম্‌না, শ্রীমদ্দি, তুলাতুলি, ভাঙ্গারচর, মাথাভাঙ্গা, জয়রামপুর হোমনা থানা।

কথা—নগেরা ঝালর পোতে হগল্‌ডী কাপরই আওলাইয়া ঝাওলাইয়া ফালাইছে কাঃ-অ?

ভাবার্থ—অহে! নগরবাসী মালের পুত্র সব কাপড়গুলিই এলো মেলো করিয়া ফেলিয়াছে কেন?

রামচন্দ্রপুর, শোভারামপুর, রামপুর, চাপিতলা, পেন্নই, কুরণ্ডি, শ্রীকাইল, ধনপতিখোলা, বাঙ্গরা, মহেশপুর, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—আইডা আতে ধরিচ্‌না শরৈত্যা তুই আমারে কৈলাম।

ভাবার্থ—ওরে শরৎ! (উচ্ছিষ্ট) শক্‌রা হাতে তুই আমার ধরিস্‌না সাবধান।

যাহাপুর, গাঙ্গাটিয়া, বোড়া৽চর, ছালিয়াকান্দি, পাঁচপুকুরিয়া আউটবাগ মুরাদনগর থানা।

কথ্য—হেই আট্‌কপাল্যাডা কৈত্ত জগা পুঁতি?

ভাবার্থ - জগদ্বন্ধু খুড়া! সেই ঠাটা বা দুরন্তটা কোথায়?

বরদাখাত, মুরনগর, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর।

কথ্য—আওঅ! এত ফাল্ কা ফালাও?

ভাবার্থ—ওহে! এত আস্ফালন্ কর কেন? অথবা ওহে এত লম্ফ ঝম্প কর কেন।

লাকসাম্, চৌদ্দগ্রাম, ভিংরা, হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, রূপসা কাঙ্গাই।

কথ্য—আঁঙ্গরে আল্‌ডাইলে হুবে যাইত নঁ।

ভাবার্থ—আমাদিগকে বিরক্ত করিলে শুভ হইবে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে ফান্দাউক পর্য্যন্ত উত্তর পূর্ব্ব ত্রিপুরা।

আ কথ্য—আইয়ন্, বইন্, খাইন্, লইন্, তারবাতে যাইন্। আডাপটি বা আইট্ এস্বাতে কল্লেই পার্ব্বায় তে।

ভাবার্থ—আসেন, বসেন, আহার করিয়া লউন, তারপর যাউন। এরূপে মতের দৃঢ়তা করিলেই পারিবে।

সরাইল, কালীকচ্ছ, ধর্ম্মতীর্থ, নবগ্রাম, চুণ্টা, সুশীলপুর,
গৌতমপাড়া, সরাইল, ব্রাহ্মবাড়ীয়া।

কথ্য—আবুরে! ইতা কাইতা না কে'রে তে?

ভাবার্থ—ওরে খোকা! এইসব খাইবে না কেন?

বিটঘর, মেরকোটা, শিবপুর বিদ্যাকুট, নবীনগর কুড়িঘর

কথ্য—এমুন আদেখিলা বেডী আইত্ কোন্নু খান দেক্‌চি না।

ভাবার্থ—কোন দিন কিছুই দেখে না এমন স্ত্রীলোক সকল কোথাও দেখি নাই।

বরদাখাত ও নয়াবাদ।

কথ্য—আকা তাকা কল্লে ঐব কি? পাইতি না।

ভাবার্থ—আগ্রহ করিলে কি হইবে? পাইবে না।

বরদাখাত ও নয়াবাদ।

কথ্য—একাইক্যা বা দুআইক্যা পাকাল।

ভাবার্থ—এক চৌকা বা দুচৌকা চুলা।

বরদাখাত ও নয়াবাদ।

কথ্য—আবাত্যা মাইয়া ডার লাগ্যা আমার জাইত গেল।

ভাবার্থ – হাভাত হাভাত অর্থাৎ খাই খাই কার এমন মেয়েটীর জন্য আমার জাতি গেল।

বরদাখাত ও নয়াবাদ।

ই কথ্য—ইচ্! বেডাডা ঐ মারন্যা।

ভাবার্থ—মারিবার উপযুক্ত বেটাই।

মাধবপুর, চান্দূরা, হরিপুর, আদাঐর, নাসিরনগর ফান্দাউক,

সরাইল নাসিরনগর।

ই কথ্য—ইয়! পরাদ রাম, ইতান্ কিতান্ বাঃ, হিতান কওনা তে।

ভাবার্থ—অহে প্রসাদ রাম! এসব কিবল? সেই সব বলনা কেন?

লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, হাজিগঞ্জ।

এ কথ্য—ইম্মা কিইত্তা কইছ, আঁঞার এক্করে হিতান করি ালাইব।

ভাবার্থ—মাগোমা, কিবল? আমাদেরে একবারে সেই সব করিয়া ফেলিবে।

আশুগঞ্জ, পাণিশ্বর, আজবপুর, চাতলপার, গোয়ালনগর।

সরাইল, নাসিরনগর।

কথ্য—ইয়ডাইন লৈয়া আওকা।

ভাবার্থ—এইগুলি লইয়া আইস?

নুরনগর, বরদাখাত ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র।

উ কথ্য—উম্মর্ বা ধাপ্পুর ঐয়া ইড়া কিতা পল্ল হেইঘর

ভাবার্থ—শব্দ করিয়া সেই ঘরে ইহা কি পড়িল?

কথ্য—উগ্‌লা চেং পুডিও উডেনা উচাৎ

ভাবার্থ—মাছ মারিবার "উচা" নামক যন্ত্রে একটী পুটি মাছের বাচ্চাও উঠেনা।

কথ্য—উজান্যা মাছ ধর্ত্তি যাইবি নিরে চৈণ্ডা জান?

ভাবার্থ—বৃষ্টির জল পাইয়া মাছ জলাশয়ের প্রণালী দিয়া অন্যত্র যাইতেছে; চণ্ডীচরণ! তাহা ধরিতে যাইবি কি?

কথ্য—উডাত্ উডিচ্‌না!

ভাবার্থ—মাটীর শিরীতে উঠিস্‌নে?

নয়াবাদ, উত্তর গঙ্গানগর ইত্যাদি।

কথ্য—উভাচ্না ? উড়ুম্ লৈয়া লই এক পুরা।

ভাবার্থ—দাঁড়াস্ না ! একপাত্র পরিমিত মুড়ি নিয়ে আসি।

চৌদ্দগ্রাম, লাক্সাম, পশ্চিমগাঁ, চিতসী, হাজিগঞ্জ, রূপ্সা, ফরিদগঞ্জ।

কথ্য—উবা অই বঁইও এঁনে।

ভাবার্থ—এখানে সোজা হইয়া বস ?

হোমনা, বাগমারা, শ্রীমদ্দি, তুলাতুলী।

কথ্য—উদাম্ ঐয়া বইছচ্ কা শীতের মাইদ্দে ?

ভাবার্থ—শীতের সময় খোলা গায় বসিয়াছিস্ কেন ?

কথ্য—উহু, ইখনই হেইতে পলাইয়া রৈচে।

ভাবার্থ—এইত, এখানেই সে পালাইয়া রহিয়াছে।

বাঞ্ছারামপুর, মরিচাকান্দা, কৃষ্ণনগর, উজানচর, রাধানগর, কল্যাণপুর দশ আনি।

এ কথ্য—এব্ অ রৈচচ্ এর খাড়ৈয়া ?

ভাবার্থ—এখন পর্য্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্

ঐ কথ্য—ঐর দেখ ! এট্টু বা উট্টুখানি ছেড়া ডা কেম্তে কলার ভুরা বায়্ !

ভাবার্থ—ঐখানে দেখ ! ছোট ছেলেটী কেমন করিয়া কদলী বৃক্ষ নির্ম্মিত ভেলা বাহিতেছে !

দেবীদ্বার, বরকান্তা, ধাম্তি, জাফরগঞ্জ, ফুলতলী, গণেশপুর, দেবপুর।

এ কথ্য—এবল্ বা এব্লা যাজগা না অ ! হেব্লার মত মাচ আন্তি উচা বাইয়া ?

ভাবার্থ—ওরে ! এখন সেই সময়ের মত বংশ নির্ম্মিত চালুনী বিশেষ দ্বারা মৎস্য ধরিয়া আনিতে যা।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল, কালীকচ্ছ, চুণ্টা, তালসহর, গোকর্ণ, জেঠাগাও, রাণীদিয়া।

কথ্য—এমুন ডিকে খাইচলা ক্যোরেরে, ম্যাব্ ? এমুন দুরে ! টকা, আছুন্যা ডা ?

ভাবার্থ—খোকারে! এরূপভাবে খাইয়াছিলি কেন? ওরে পিছামারা টকা নামক ছেলে তুই এমন কেন?

নোয়াখালীর সংলগ্ন ত্রিপুরায় এবং রূপসা, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর।

এ কথ্য—এঁণ্ডে গেঁলৈ কেঁণ্ডে চৈল্‌ব মনার্ বাঁও?

ভাবার্থ—মনোমোহনের বাবা! এইরূপে যাইলে কিরূপে চলিবে?

শ্যামগ্রাম, রসুল্লাবাদ, সাতমুড়া।

কথ্য—এর বৈচচ্ কাঃ হের অথবা হিখ্‌ন যাচ্ না?

ভাবার্থ—এখানে বসিয়াছিস্ কেন? সেখানে যাসনা?

চেলিখলা, শ্রীকাইল, ইছাপুরা, চারপাড়া, নবীনগর ও মুরাদনগর।

ঐ কথ্য—ঐভ্য হেয় যাইতে গা আছে।

ভাবার্থ—ঐ সে যাইতেছে।

গঙ্গামণ্ডল, চাওরা, মন্দভাগ, ব্রাহ্মণপাড়া, বল্‌দা, বুড়িচঙ্গ।

ও কথ্য—ওরম্বার্ মত ইডা কি অ?

ভাবার্থ—নির্ব্বোধের মত এইটা কি হে?

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে—মজলিসপুর, বাকাইল, চান্দূরা।

কথ্য—ওদোল্ বোদোল্ কৈরা ফাল্‌ছে।

ভাবার্থ—অদল্ বদল্ করিয়া ফেলিয়াছে।

দেবীদ্বার, বরকান্তা থানার এলাকায়।

কথ্য—ওডস্কন্ এদ্দুরা কর্ত্ত গেলে কি হুবে যাইবনি?

ভাবার্থ—সর্ব্বদা এতদূর করিতে গেলে কি সুবিধায় যাইবে?

রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, দিগলদী, শোভারামপুর, পূর্ব্বহাটি, ফরদাবাদ রূপসদী, ছয়পুল্লাকান্দি, মুরাদনগর বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—ওচ্ পিচ্ করে বর মন্‌ডা অ।

ভাবার্থ—মন্‌টি বড় উচাটন (উদ্বেগ) করেহে।

রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, দিগলদী, শোভারামপুর, পূর্ব্বহাটী, ফরদাবাদ, রূপস্‌দী, ছয়কুল্লাকন্দি, মুরাদনগর, বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—ওট্‌কী বা ওছাদ্ আইয়ে এই হুটকীডার বৈয়ে।

ভাবার্থ—বমি বা উদ্‌গার আসে এই শুকনা মাছের গন্ধে।

কামাল্লা, নওয়াগাও, যাত্রাপুর, ভবানীপুর, মোচাগড়া, থোল্লা

কথ্য—অ মুনিরা এত বেইল্ ওদ্‌নে আইছ কিয়েরে।

ভাবার্থ—অহে শ্রমিকেরা! এত বেলা করিয়া আসিয়াছ কেন?

নগরপার, নবিপুর মুরাদনগর।

কথ্য—ওমরা বা আইত্‌না না থাক্‌লে ঘর ঢক্ দেখা যায় না।

ভাবার্থ—ঘরের বারেন্দা না থাকিলে সুন্দর দেখা যায় না।

গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, বুড়িচঙ্গ কসবা, দেবীদ্বার।

ঔ কথ্য—ঔ বৌয়ের পুত! যাচ্ কিয়েরে? আচনা?

ভাবার্থ—ওহে স্ত্রীর পুত্র! যাস্ কেন? আয় না?

ফান্দাউক হইতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পর্য্যন্ত উঃ পূঃ ত্রিপুরা।

ঔ কথ্য—ঔ কন্তাডা আর কইনন্যা যে।

ভাবার্থ—ঐ কথাটি যেন আর বলেন না।

চান্দুরা, শ্রীনগর ধরমণ্ডল, আদাঐর, হরিপুর, ফান্দাউক প্রভৃতি শ্রীহট্ট সন্নিহিত প্রদেশে নাসিরনগর সরাইল থানা।

ক কথ্য—করা করা বরইডাইন্ পারচ্ ক্যেরে বির্ত্তিমাইন্যা অয়তান্ অগল?

ভাবার্থ—অরে দুরন্ত সয়তান সকল! ছোট ছোট কুলগুলি পারিস্ কেন?

শ্যামগ্রাম, কাদৈর, জয়নগর, শ্রীঘর, মানিকনগর, নাছিরাবাদ খুল্লাকান্দি, নবীনগর থানা।

কা কথ্য—কডা লাগে বেন্নুনডা আইজ বর, কচ্‌চ্চা কা? কান্দ্যা কাইট্যা বাইত্ দেউইর্‌য়া যাইতে গা আছে, কছে নাই।

ভাবার্থ—অদ্য ব্যঞ্জনটা বড় লবনাক্ত বোধ হয়, বলিস না কেন? কাঁদা কাটা করিয়া বাড়ীতে দৌড়িয়া যাইতেছে। নিকটে নাই।

কথ্য—কাওয়া কুলির ড়াকে কুনু কুছু কানে হুনি না।

ভাবার্থ—কাক্ কোকিলের ডাকে কাণে কোনও কিছু শুনি না।

লাকশাম, চৌদ্দগ্রাম, চিতসী, হাজিগঞ্জ।

কি কথ্য—কঁনে যাইম্ মঁনার আপ্! কিঁ অরইত্যাম্?

ভাবার্থ - কোথা যাইব মনমোহনের বাবা! কি করিব?

সরাইল, কালীকচ্ছ, ধর্ম্মতীর্থ, নবগ্রাম, সূর্য্যকান্দি, বেতবাড়িয়া,
শোলপুর, মজলিসপুর, বাকাইন, ব্রাহ্মাণবাড়ীয়া,
মেড্ডা, আটগাঁ, কাঞ্চনপুর।

কথ্য—কিতা অ গোল্‌কাদ্দা কালকা অরাইলের আডত্তন্ কিতান্ আন্‌লায় তে!

ভাবার্থ—কিহে গোলোক দাদা গতকল্য সরাইলের হাট হইতে কি আনিয়াছ?

নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, উঃ মুরাদনগর।

ক কথ্য—কল্লাম্ ঐলে অতা হে কাম্ ডা!

ভাবার্থ—সেই কর্ম্মটি নিশ্চয়ই করিতাম।

নবীনগর, বাঞ্ছারামপুর, উঃ মুরাদনগর।

কথ্য—কদ্দূর খানেক আইলাম্ আরকি হিকাস্তে।

ভাবার্থ—সেখান হ'তে এলেম্ ব'লে।

ক,কে,কু, কথ্য—কওচাই কেম্নে হেম্নে যাই কুনুতা আত না লৈয়া।

ভাবার্থ--কিছু দ্রব্য হাতে না লইয়া এমন করিয়া কিরূপে যাইব বলত।

কে কেডারে! ইখান্ থাক্যা চাইয়া রইচ্‌ছ?

ভাবার্থ—কেরে! ঐ স্থান হইতে চাহিয়া রহিয়াছিস্?

কৈ কথ্য—কৈত্তনে কাইল্‌ডা আপনা অখন?

ভাবার্থ- এখন কাহাইলটী (উদ্ধখল) কোথা হইতে আসিয়াছে?

কথ্য—কৈল্যালের উপ্‌রে জলের কলাডা রাক্যাদে?

ভাবার্থ- জলের কলসীটী রাখিবার উপযুক্ত মাটীর ঢিপির উপরে রাখ।

কু কথ্য- কুচু কুচু জ্বর আইয়ে বেইল্যা বালা।

ভাবার্থ—প্রাতঃকালে অল্প অল্প জ্বর আসে।

কুমিল্লার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে।

কথ্য—কৈরে! হেতাই গেছে আলা বালা কর্ত্ত বুইল্লা?

ভাবার্থ—অনর্থক সময় নষ্ট করিবার জন্য সেই স্ত্রীলোকটী কোথায় গিয়াছেরে?

মিঠাইভাঙ্গা. দৌলতপুর, ডুলালপুর, ঘাঘটিয়া, ঘনিয়ারচর, ছোমনা ইত্যাদি।

কথ্য—কৈন্যাইয়া তর দাপ্‌না ভাইঙ্গা দেমু দেকিচ্।

ভাবার্থ—দেখিস্‌, কনই প্রহারে প্রহারে তোর মেরুদণ্ড ভগ্ন করিয়া দিব।

শ্রীহট্ট সন্নিহিত উঃ পূঃ ত্রিপুরা অঞ্চলে নাছিরনগর, সরাইল

কথ্য—কৈলানা কেনে অ বা আগ্‌বাগে, কত্‌কান্‌ ক্ষার্‌ কলা আন্‌লা ফান্দাউক বাজারত্তন্‌।

ভাবার্থ—অহে বাপু! ফান্দাউক বাজার হইতে কি পরিমান গুর ও কদলী আনিয়াছ, পূর্ব্বে বল নাই কেন?

রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, কামাল্লা, যাত্রাপুর, করিমপুর।

কা কথ্য—কোকানি উট্‌চে হের, সাক্ষী দিব বুল্যা।

ভাবার্থ—সাক্ষ্য দিবে বলিয়া তাহার কাতরতা জনক শব্দ হইতেছে।

মুরাদনগর, ভুবনঘর, দারোরা, কাজিয়াতল, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—হিলা আমার ভাউর কোঙর।

ভাবার্থ—ঐটী আমার ভাসুর পুত্র।

নোয়াখালী, সংলগ্ন দঃ ত্রিপুরাঞ্চলে চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, হাজিগঞ্জ ফরিদগঞ্জ।

কথ্য—কোঁয়াত্তে এঁন্‌ডে আঁইয়ে কেঁ কৈঁব?

ভাবার্থ—কোথা হইতে এ প্রকারে আসে কে বলিবে

পাঠামারা, ঘনিয়ারচর, ভাঙ্গারচর, ঝগরারচর, মাইজচর, হোমনা

কথ্য—কোয়ারা করচ্‌ কা বৈনা এত?

ভাবার্থ—ভগ্নি! এত আবদারের সহিত আহ্লাদ করিস কেন?

চন্দলাইন, পেন্নই, খল্‌পা, চুলুরিয়া, রোয়াচালা, শ্রীকাইল, মুরাদনগর।

কৌ কথ্য—কৌরাড়া গৌরার খাড়িত্তে হৈল্‌ মাচ্‌টা লৈয়া উরাল্‌ দিছে।

ভাবার্থ—কুরর্‌ পক্ষীটী গৌরের মৎস্য রক্ষিত গর্ত্ত হইতে শৈল মৎস্যটী লইয়া উড়িয়া গেল

উত্তর পশ্চিম ত্রিপুরা ময়মনসিংহের ও শ্রীহট্টের সন্নিহিত
সরাইল নাছিরনগর থানা।

কথ্য—খসী ওসী লৈয়া আওখা।
ভাবার্থ—খাসী প্রভৃতি লইয়া আসুন।

ধনপতিখোলা, পাণ্ডুঘর, আকুবপুর।

খ কথ্য—খন্তি কুরাল লৈয়া আইয়ে মার্ত্ত বুল্যা পরান্যায়।
ভাবার্থ—পরাণ বা প্রাণ নামক লোক মারিবার জন্য খন্তা কুঠার লইয়া আসে।

হয়দরাবাদ, সাতপারা, সীমরাইল, মুরাদনগর ও কসবা।

কথ্য—খরান আডন্ যায় না।
ভাবার্থ—প্রখর রৌদ্রে হাটা যায় না।

হাজিগঞ্জ, চিতসী, ভিংরা, মেহার।

কথ্য—খঁইল্তা ভঁরি হাঁলাইছে বড়ই দিঁ।
ভাবার্থ—কুল্ দিয়া থলি ভরিয়া ফেলিয়াছে।

ধনীরামপুর, ঘোরাশাল, দিলালপুর, আলীচর, সুশুদ্ধি, রঘুনাথপুর
ডুমরিয়া মুরাদনগর।

খা কথ্য—খালি কোডে ডর করে।
ভাবার্থ—এক্লা ভয় করে।
কথ্য—খামাখা খাডাল বৈয়া রৈচছ্ কিয়েরে।
ভাবার্থ—অনর্থক ঘরের মেজে বসিয়া আছিস কেন।
কথ্য—খাব্লাইয়া খাব্লাইয়া খাচচ্চা, নাইলে খাম্টা (খাম্চা) দেম্।
ভাবার্থ - সমস্ত অঙ্গুলি যোগে তাড়াতাড়ি খাও, নতুবা সমস্ত অঙ্গুলির নখ যোগে আঘাত বা চিম্টী দিব।

গজারিয়া, হইতে শ্রীমদ্দি পর্য্যন্ত মেঘনার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থান
সমূহ দাউদকান্দি হোমনা।

খি কথ্য—খিদা ঐছে জব্বর, অ মাতারি খাইতে দেচ্না কাঃ?
ভাবার্থ - ও বেটি বড় ক্ষুধা হইয়াছে, খাইতে দাওনা কেন?

কথ্য - খিরা ক্ষেতে হামাইছ কাঃ ?

ভাবার্থ—খিরা ( শশাজাতী ) ক্ষেতে প্রবেশ করিলে কেন ?

মেহেরকুল, পাটীকারা, লৌহঘর প্রভৃতি অঞ্চলে।

খে কথ্য—খেতা গাও দিয়া থাক্ অ ! তৈ ঐ শীত কর্ত্তনা।

ভাবার্থ—অহে ! কন্থা গায় দিয়া থাক, তাহা হইলেই শীত করিবেনা।

কথ্য—খেক্কুর দিয়া হালাইয়া দে ও পোলা ?

ভাবার্থ—অহে ছেলে, ! কাশি দিয়া ফেলিয়া দে।

চৌবেপুর, ঘোলক্কার, পাতাইসার, মনকসাই কসবা থানা।

কথ্য—খেউ খ্যাইছ না হারা দিন খাইয়া অ ?

ভাবার্থ খাইয়া ও সমস্ত দিন খেক্ খেক্ করিস্ না।

আবদুলাপুর, ব্রাহ্মণপাড়া, রচুলপুর, সুবিল এগারগ্রাম ইত্যাদি গঙ্গামণ্ডলে।

খু কথ্য—খুন্ কইরা লাইছে অ ! নিগ্‌বইংশ্যায় ছিয়া দিয়া পরাইয়া

ভাবার্থ—অহে ! নির্ব্বংশীয়ায় (গালি) মুষল দ্বারা গুতাইয়া খুন করিয়া ফেলিয়াছে।

কুমিল্লার সন্নিকট চতুষ্পার্শবর্ত্তী স্থানে।

কথ্য—খুল্যা খাইয়া ফালাইছে অ কৈল্‌জাডা ফুলজানী পোতানীর হাইয়ে একৈয়ারে ঐ।

ভাবার্থ—পুত্রখাকী ফুলজানীর স্বামী একেবারেই হৃদ্‌পিণ্ডটা খুলিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।

দেবীদ্বার, মুরাদনগর, হোমনা, দাউদকান্দি অঞ্চলে।

খৈ কথ্য—খৈল্লা মাচ্ আর মল্‌চার ডুগার রসা খুব ভালা।

ভাবার্থ—খলিসা মৎস্য ও মালঞ্চের ডগার ব্যঞ্জন উৎকৃষ্ট।

খো কথ্য – খোচ্ খুব এ পুখইরডা একৈবারে তল্ পাইনা।

ভাবার্থ—এই পুস্করিণীটী অত্যন্ত গভীর, একেবারে অতলস্পর্শ।

চৌদ্দগাঁ, লাক্‌সাম্, পশ্চিমগা, চিতসী, হাজিগঞ্জ।

কথ্য—খোঁয়াস্তি গেঁছে গৈঁ দেঁড় কুঁই টেঁয়া।

ভাবার্থ—দেড় কুড়ি (ত্রিশ) টাকা হারাণ গিয়াছে।

রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, কৈজুরী মস্তুফাপুর।

গ কথ্য—গলাগলি কইরা ঐত্য গর পৈরা মল্ল পোলাডি?

ভাবার্থ—ছেলেগুলি পরস্পর গলায় গলায় ধরিয়াই জলযুক্ত গর্ত্তে পড়িয়া মরিল।

পাচকিত্যা, হাড়পাক্‌লা, মট্‌কিরচর, মুরাদনগর।

কথ্য—গয়াম্‌ গাছের পাইল্‌ গেলে গর্দ্দানি খাইবি।

ভাবার্থ—পেয়ারা গাছের দিকে গেলে: অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইবে।

গা কথ্য—হেই গালা দিয়া গাইল্যাইয়া যায় গিয়া।

ভাবার্থ—ঐদিক্‌ দিয়া গালি দিতে দিতে চলিয়া যাইতেছে।

কথ্য—গান্দা পচা পান্তা খাইলে, পেট ফুল্যা উডে।

ভাবার্থ—পচা বাসি ভাত খাইলে পেট ফাপিয়া উঠে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল অঞ্চলে।

কথ্য—ইং মাচে গালা দিলায় কিবা আঙ্গুল।

ভাবার্থ—সিং মাছে বোধ হয় কাঁটার আঘাতে অঙ্গুলি বিদ্ধ করিয়াছে।

শিবপুর, বিদ্যাকুট, নাটঘর, বিটঘর, কুড়িঘর মেরকুট, নবীনগর।

গি কথ্য—গিল্লা লাইবাম্‌ জল্‌ দিয়া টক্কর কৈরা।

ভাবার্থ—জলদিয়া ঢক্‌ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিব।

ভাসানিয়া, কাশীপুর, রাজাপুর, মনিপুরা, নাগের চর হোমনা।

কথ্য—গিয়া ঐ দেক্‌ বিনাডা কি।

ভাবার্থ—যাইয়া দেখ, দি বিঘ্ন আছে?

গু কথ্য—গুমর বর তুম্‌রা কয় জনের মনে।

ভাবার্থ—তোমাদের কয়জনের মনে বড় গুহ্য বিষয় আছে।

সাহাপুর, গৌরীপুর, রায়পুর, গুপচর, জিয়াকান্দি, দাউদকান্দি।

কথ্য—গুল্যা খাইয়া লাইব নেখি হেয়্‌ আমাগ?

ভাবার্থ—সেকি আমাদিগকে জল দিয়া মিশ্রিত করিয়া খাইবে নাকি?

বাস্‌গড্ডা, হংরাইস্‌, জগন্নাথপুর, বল্লভপুর, কুমিল্লা সদর।

গে কথ্য—গেল্‌গা নায়ি হেতে অ বন ছনার্ত্ত?

ভাবার্থ—ওহে! সে কি পাহাড়ে ছন্‌ কাটিতে গিয়াছে?

বরদাখাত, গঙ্গামণ্ডল, মুরনগর, নয়াবাদ।

কথ্য-- গেলে যা না গেলে নাই।

ভাবার্থ—যাইতে হইলে যাও, যাইতে না হইলে যাইও না।

কথ্য - গেজের ব্যেম ঐচে হেঈ তার।

ভাবার্থ - তাহার অর্শ রোগ হইয়াছে।

জগন্নাথদীঘি, লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম।

গৈ কথ্য—গৈঁল্যা গেঁল গৈঁ হেঁতে অঁ এলে।

ভাবার্থ—ওহে! সে এই প্রকারেই গলিয়া গেল ( নম্র হইল )

রামকৃষ্ণপুর, রামপুর, দৌলতপুর, দুলালপুর, হোমনা থানা।

কথ্য—গৈয়া গেল্ হাইঞ্জাড়া অখন পর দিলি না বিন্দাজীর তল্?

ভাবার্থ—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল এখনও তুলসী তলায় প্রদীপ দিলি না?

পাণ্ডুঘর, দেওরা, মাজুর, মহেশপুর।

গো কথ্য—গোতাল্যাড়া বার ঐত চায় না অ! মানুর্ মেল!

ভাবার্থ—অহে! ঘরের কোনে থাকার অভ্যাসে ওটা মনুষ্যের সংস্রবে বাহির হইতে চায় না।

পূঃ বরদাখাত অঞ্চলে, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—গোয়াল্যার গোচ্লার আতাল পলাইছে।

ভাবার্থ—গো-আলার গোশালার গোরু নিত্য বসতি স্থানে পলাইয়া রহিয়াছে।

চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, চিতসী, পশ্চিমগা, জগন্নাথদীঘি, হাজিগঞ্জ, ভিংরা।

গৌ গেঁীয়াইলে নঁ গিয়া ইঁয়ানে কিত্তা বৈছ?

ভাবার্থ—গোশালায় না গিয়া এখানে কি করিতে বসিয়াছ?

কথ্য—গেঁীরার ওত্ এঁরৈ! অন খাইছৎ ন?

ভাবার্থ—ওরে গৌরের পুত্র! এখনও আহার করিস্ নাই?

ঘ কথ্য—ঘঁন্যার আপেনি? হান্ আইন্ছ নি?

ভাবার্থ—ঘনিয়ার বাবা নাকি? পান আনিয়াছ কিনা?

কথ্য—ঘন্ ঘন্ আঁড যারগৈ কিঁরে এঁড়িরেবা! এঁক্করে টেঁয়া হৈছ্ আঁত ন।

ভাবার্থ—ওরে ভাই! বারংবার বাজারে যাও কেন? হাতে একবারে টাকা পয়সা নাই।

কথ্য—ঘনিয়ারচর বাজাত্তুন এক হৈছার হাদা আইন্‌লী বাহের কাম্ কৈল্য।

ভাবার্থ—ঘনিয়ারচর বাজার হইতে এক পয়সার সাদা (তামাকের পাতা) আনিলে, পিতৃতুল্য কর্ম্ম করিলে?

ঘা কথ্য—ঘাঁম্ দি ছাঁরে নঁ জ্বরডা নী?

ভাবার্থ—ঘর্ম্মের পরেও কি জ্বর সারে নাই।

চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, চিতসী, পশ্চিমগা, জগন্নাথদীঘি, হাজিগঞ্জ, ভিংরা দঃ ত্রিপুরা।

কথ্য—ঘাও ন হুকাইলে কি অর্ত্তাম্ কন্না? তাইলেনি এম্বায় বইথাই

ভাবার্থ—ঘা না শুকাইলে কি করিব বলুন? তাহা হইলে কি এরূপে বসিয়া থাকি?

লক্ষ্মীপুর, ফকিরেরহাট, রাজাপুর, বাগসিমইল, বুড়িচঙ্গ থানা।

কথ্য—ঘাড্ যাইত বুলি লাগ্যে অ হেয়্ হারা রাইত্ ধৈরা?

ভাবার্থ—সে সারা রাত্রি অবধি বাহ্য করিতেছে হে!

বিনাউটী, বাদৈর, ভাটামাথা, মূলগ্রাম, রুঠি, কাইতলা, কসবা থানা

ঘি কথ্য—ঘিন্ পিত্ নাই, তার্ অ নন্দাক্কা!

ভাবার্থ—অহে নন্দ কাকা! তাহার ঘৃণা পাত্তি নাই।

চাঁদপুর অঞ্চলে, চাঁদপুর সহর।

কথ্য—ঘিনাস্থায় না ঘিনাইলে কেম্‌তে কি কইম্ কন্না?

ভাবার্থ—ঘৃণা কারক ঘৃণা না করিলে কি বলিব বলুন না।

আলৃগী, মীরপুর, বালুয়াকান্দি, হুগ্‌লাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর।

ঘি কথ্য—হের ঘিলিডা ভাইঙ্গা দিমু মুচ্‌রাইয়া বা মুচ্ছুইরা।

ভাবার্থ—উলট্ পালট্ করিয়া তাহার জঙ্ঘা ভগ্ন করিয়া দিব।

রামকৃষ্ণপুর, শ্রীনগর, মিঠাইভাঙ্গা, দৌলতপুর, হোমনা থানা।

কথ্য—ঘিয়ে আর নাল্যা হাগে খুব ভালা লাগে।

ভাবার্থ—ঘৃত পক্ক নালিতা শাক বেশ স্বাদ বোধ হয়।

চাপিতলা, কুরাখাল, কুরুণ্ডী, ধনপতিখোলা ইত্যাদি মুরাদনগর থানা।

ঘু কথ্য – ঘুইরা ঘুইরা চায়, আর খায়, আর ফালায়।

ভাবার্থ—ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে, আর খাইতেছে ও ফেলিতেছে।

ফর্‌দাবাদ্, দরিকান্দি, পেয়ারাকান্দি, মাঝীয়ারা, গকুলনগর, রতনপুরা।

কথ্য ঘুন্‌চির মাইদ্যে ছুরাণী লটকায়।

ভাবার্থ—তাগা বা কাইতনের মধ্যে চাবি ঝুলায়।

মধ্য ত্রিপুরা, বাঞ্ছারাম, রছুল্লাবাদ।

ঘে কথ্য—হগল্ ঘেচ্চরের মেল্ এনা ?

ভাবার্থ—এইগুলি সব ফইস্‌কার দল।

গজারিয়া, কালীপুরা, তুলাতলী, রামচণ্ডী, দাউদকান্দি, হোমনা।

কথ্য—হেই মাতারী ডা মাহীর লগে হারাদিন ঐ ঘেনর্ ঘেনর্ পেনর্ পেনর্ করে কাঃ ?

ভাবার্থ—ও বেটি সারাদিনই মাসীর সঙ্গে বক্ বক্ করে কেন

কথ্য—ঘেঙ্গাইচ্‌না ছেরা কৈলাম্।

ভাবার্থ—তোরে বলিতেছি ছোরা ! স্বরভঙ্গি করিয়া কাঁদিস্‌নে।

চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, দঃ দাউদকান্দি।

কথ্য—ঘেনা ঘেনা কৈরা অগ কি ঐল ?

ভাবার্থ—ঘৃণা করিয়া তাহাদের কি (ফল) হইল ?

নওয়াগাও, নেখতপুর, করিমপুর, কাশীপুর, মধ্যনগর, মুরাদনগর, দরিকান্দি, ভুবনঘর, মুরাদনগর থানা।

ঘৈ কথ্য—ঘৈন্যায় বোয়ালে এম্‌নে হমানে পীর ধৈরা রৈচে দেক্‌গা খালু ?

ভাবার্থ—খালে যাইয়া দেখ ঘনিয়া এবং বোয়াল মাছ এইরূপ সমানে খেলা করিতেছে।

এবলাসপুর, গজারিয়া, বাউসিয়া কালীপুরা ইত্যাদি, দাউদকান্দি থানা।

ঘো কথ্য—ঘোষের পো ! কত হানি, কয় হের, কয় পহার

ভাবার্থ—ঘোষের পুত্র ! কি পরিমাণ, কত সের কত পয়সার

পঃ দঃ ত্রিপুরা।

কথ্য—ঘোল্ (মাঠা) নিবা অনে, কওনা কেন্?

ভাবার্থ—ঘোল এখন নিবে বলনা কেন?

চম্পকনগর, মৈন্পুর, হোমন', বাগমারা, মাথাভাঙ্গা, নোয়ারচর বিজয়নগর, হোমনা।

ঘৌ কথ্য—তুম্রা কয়জুনে বর ঘোয়াইয়া হুদের টেহা দেও।

ভাবার্থ—তোমরা কয়েকজনে বড় গৌণ করিয়া সুদের টাকা দাও।

সরাইল, সতরখণ্ডল, সাতবর্গ, দাউদপুর, সরাইল, সাগর নগর থানা।

চ কথ্য—চলইন্ না যাইবান্ নি?

ভাবার্থ—যাইবেন কিনা চলুন?

মিঠাইভাঙ্গা, শ্রীনগর, পাঠামারা, কলাগাইচ্ছা, রঘুনাথপুর, ডুমুরিয়া আলীরচর, হোমনা, মুরাদনগর।

কথ্য—চপ্পর্ কৈরা আইয় নাকা?

ভাবার্থ—তাড়াতাড়ি করিয়া আসনা কেন?

কথ্য—চপড পর্চে এবার হেরা।

ভাবার্থ—তাহারা এইবার বিপদে পড়িয়াছে।

বল্লভপুর, বুধইর, কুমিরা, লালমাই, কুমিল্লা সদর।

কথ্য—এঁউগ্গা চাপড দি দাঁতের আলি হাঁলাইয়া দিউম্।

ভাবার্থ—এক চপেটাঘাতে দাঁতগুলি ফেলিয়া দিব।

ত্রিশ, নগরপার, থোল্লা, নবীপুর, হুসলতল, মালীসাইল ইত্যাদি।

চা কথ্য—চাল্যা দেই কলইডি, চালইন্ডা আন্?

ভাবার্থ—কলাইগুলি ছাকিয়া দিতেছি, চালুনী (ছাকনী) টী লইয়া আইস মধ্য ত্রিপুরা, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—পানের চাবানি নিবিল ভইন্! আইচ্না।

ভাবার্থ—ওলো ভগ্নি! চর্ব্বিত পান নিবে কিনা আসিস্ না?

দেবীদ্বার, বরকান্তা থানার এলাকায়।

কথ্য—চালাইয়া আইঅ কদ্দুরা অ?

ভাবার্থ—অহে! কতদূর তাড়াতাড়ি করিয়া আইস।

চি কথ্য—চিল্লায় কি আত্তিডা, অক্কইবারে কাণ ধরে !

ভাবার্থ—হাতিটী এমন চীৎকার করে যে একেবারে কর্ণ বধির হইয়া যায়।

চৌদ্দগাঁ, পশ্চিমগাঁ, লাক্‌সাম, চিতসী।

কথ্য—চিয়া ল্লাইগ্‌ রাক্‌ত নঁ পাই ঘর কুন্নুতা !

ভাবার্থ—চিকার জন্য ঘরে কিছু রাখিতে পারি না।

মুরাদনগর, হোমনা, দাউদকান্দি।

কথ্য—কাপর চিপ্যা রৈদ দে ?

ভাবার্থ—কাপর নিংড়াইয়া রৌদ্রে দাও ?

বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর, কস্‌বা।

চু কথ্য—চুবাইতে চুবাইতে মাইরা লাইছে।

ভাবার্থ—জলমগ্ন করিতে করিতে মারিয়া ফেলিয়াছে।

কথ্য—চুল্লা বেডারে চুলার ধার নেও ?

ভাবার্থ—চুলওয়ালা বেটাকে চুল্লীর নিকটে লইয়া যাও।

ধরমণ্ডল, হরিপুর, শ্রীনগর, চান্দুরা, নাসিরনগর থানা।

কথ্য—চুকা বরইডাইন্‌ আন্‌লায় কেনে বা ?

ভাবার্থ—ওহে বাপু, টক্‌ কুলগুলি আনিলে কেন ?

বরদাখাত, নয়াবাদ।

কথ্য—চুলানীর চুল্‌চুলী মজাইয়া দেম্‌।

ভাবার্থ—কলহপ্রিয়ার কলহপ্রিয়তা দূর করিয়া দিব।

চৌবেপুর, সীমরাইল, গঙ্গানগর, লেসীয়ারা, কুঠি, গুণসাগর, কাইল্লারা, সাহাপুর, কসবা থানা !

চে কথ্য—চেগাইয়া চেগাইয়া আডে হেয়্‌।

ভাবার্থ—সে দুই পা ফাক্‌ করিয়া করিয়া হাটে।

কুমিল্লার নিকবর্ত্তী চতুর্দ্দিকে।

কথ্য—চেব্‌ডা কৈরা হালাম্‌ এক্করে মুরাইয়া চাইচ্‌ নিঃ ?

ভাবার্থ—মুষ্টিপ্রহার করিয়া একেবারে চাপা করিয়া ফেলিব দেখিস্‌।

নুরনগর, বরদাখাত, নয়াবাদ !

কথ্য—চেক্ চেইক্যা পানি কুছু থাক্‌ব পত, মন্ লয়্।

ভাবার্থ—পথে বোধ হয় অল্প অল্প জল থাকিতে পারে ?

নুরনগর, বরদাখাত, নয়াবাদ।

কথ্য—চেচুর দিয়া আইল্যার্ত্তে টিক্কা তুল ?

ভাবার্থ—বাশের বেতের ক্ষুদ্রাংশে চিম্‌টা তৈয়ার করিয়া আগুনের পাতিল হইতে টিক্কা তোল ?

গৌরীপুর, বুণিরপার, রায়পুর, গুপ্‌চর, ও লালপারা, দাউদকান্দি।

চৈ কথ্য—চৈগুাপুঁতিঅ ! আমাগ পূবের ক্ষেত্‌টা আইজ্‌ঐ চৈয় ?

ভাবার্থ—চণ্ডীখুড়াহে ! আমাদের পূর্ব্বদিকের ক্ষেতটা অদ্যই চাষ্ করিও ?

রূপস্‌দী, ভেলানগর, তেজখালী, খাল্লা, ছয়ফুল্লাকান্দি বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—বে চৈন কৈরালাইছে গাওডা ইলায়।

ভাবার্থ—সে শরীরটা অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।

আবদুল্লাপুর, রছুলপুর, সুবিল, এগারগ্রাম, হিদ্‌লাই প্রভৃতি গঙ্গামণ্ডলে বেবীদ্বার।

কথ্য—চৈরের পার্ না দিলে কি তারলগে পারাম্।

ভাবার্থ—নৌকা চালন বংশদণ্ডের ( লগ্গীর ) নিম্ন ভাগ দ্বারা আঘাত না করিলে কি তাহার সঙ্গে পারিব ?

আজবপুর, পরমানন্দপুর, চাতলপার, গোয়ালনগর সরাইল নাসিরনগর।

কথ্য—চৈতাদ্দা আওকা, বওকা, খাওকা।

ভাবার্থ—চৈতন দাদা ! আইস, বইস, খাও !

যাহাপুর, গোবিন্দপুর, গাঙ্গাটিয়া, বোরারচর, নারাইন্দা, আস্‌মান্যা মুরাদনগর।

চো কথ্য—চোপাওলা বেডীর চোডে টিক্কা থাকৃতাম পার্ত্তাম্ না !

ভাবার্থ—মুখরা স্ত্রীলোকের কথার পরাক্রমে বসতি করিতে পারিব না।

চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, থাকা ফরিদগঞ্জ।

কথ্য এক চোবারে গাল্ বাইঙ্গা দিমু এক্কইরে।

ভাবার্থ—এক চপেটাঘাতে একবারে গাল ভাঙ্গিয়া দিব।

নুরনগর, বরদাখাত, গঙ্গামণ্ডল, পাইট্কারা, মেহেরকুল।

চৌ কথ্য—চৌয়ারী না বানাইলে ছাদ্দ বা (হরাদ্) করব কৈঅ?

ভাবার্থ—অহে! চৌচালার আকৃতি, কাশ বা কুশ দ্বারা ছোট ঘর প্রস্তুত না করিলে কোথায় শ্রাদ্ধ করিবে?

লাকসাম, চৌমোগানী, চৌদ্দগ্রাম ইত্যাদি দঃ পূঃ ত্রিপুরা।

কথ্য—চৌমুণী যাঁই নুঁন লঁই এঁনে আঁঞ্ছি।

ভাবার্থ—চৌমোহাণী হইতে লবণ লইয়া এখানে আসিয়াছি।

বরদাখাত, নুরনগর, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল।

কথ্য—চৌ চির কৈরা ফালা বাশ্টা?

ভাবার্থ—বংশটী দৈর্ঘ্যে চারিভাগ বিশিষ্ট করিয়া ফেল্?

কথ্য—চৌয়া ক্ষেতের উপ্রে দিয়া যাচ কেডারে?

ভাবার্থ—চাষ্ করা ক্ষেতের উপর দিয়া কে যাস্রে?

কস্বা, বায়েক, নয়ানপুর, লৌহঘর, মেরকুল, পাটিকারা।

ছ কথ্য—ছন্খলার মাইদ্দে দিয়া আইতে শৈল্ডা ছম্ছম্ কৈরা উট্চে।

ভাবার্থ—ঘর ছাউনীর উপযুক্ত খড় বা তৃণ পূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া আসিতে শরীরটী শিহরিয়া উঠিয়াছে।

বিশালঘর, শশিদল, রাজাপুর।

কথ্য—ছক্ ছক্ করে অ গাওডা।

ভাবার্থ—ওহে! অপবিত্র বোধ হয় শরীরটা।

বিটঘর, শিবপুর, বিদ্যাকূট, রুদ্রাক্ষ বাড়ী, নাটঘর, মীরপুর নবীনগর।

কথ্য - ছইচ্ না ছইচ্ না পোলা! ফারাগ যা?

ভাবার্থ—ওরে ছে'লে! স্পর্শ করিস্নে করিস্নে তফাৎ যা?

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, উল্চাপারা, আট্লা, কাঞ্চনপুর, গোকর্ণ।

কথ্য - ছই ডাইন পাইরা ফালাও গায়্ অক্কা।

ভাবার্থ—সিম্গুলি চয়ন করিয়া লও গিয়া এখন।

মেড্ডা, গৌতমপারা, মজলিসপুর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

কথ্য—ছলা ছলা চাইল আইতে আছে আখাওরার্তন্।

ভাবার্থ—আখাউরা হইতে ছালা ছালা চাউল আসিতেছে।

কামাল্লা, রাজনগর, তিনমুড়িয়া।

ছা কথ্য—ছাইল্লা মাডীৎ অক্কই বারেই ধান হয় না চাইছি!

ভাবার্থ—ছাঁইযুক্ত মাটীতে একবারেই ধান্য হয় না দেখিয়াছি।

কৈজুরী, দিগলদি. রামচন্দ্রপুর, মুরাদনগর।

কথ্য—ছাইক্যা নিলগা মাচ্‌টীরে পুথৈর থাক্যা।

ভাবার্থ—পুকুর হইতে মাছ্‌গুলি জাল দিয়া নিঃশেষ করিয়া লইয়া যাইতেছে।

কথ্য—ছাইলা পাইলায় বেতের ছাইয়া লৈয়া বাইরা বাইরি কর্ত্ত লাগ্‌যে এর।

ভাবার্থ—এখানে ছেলেপেলেগুলি বেতগাছের ছাল লইয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতেছে।

লালসাম, পশ্চিমগাঁ, চৌদ্দগাঁ, জগন্নাথদীঘি।

ছা কথ্য—ছাঁটপর রাইত্‌ ডঁরনি আঁঙ্গনে।

ভাভার্থ—জ্যোৎস্না রাত্রিতে ভয় কি আনাদের সঙ্গে?

কথ্য—ছাঁইলাঁও ঘঁরডা ছুঁৎ কৈরা।

ভাবার্থ—তাড়াতাড়ি ঘরখানিতে ছাউনী দাও।

আবদুল্লাপুর, রছুলপুর, দেওরা, কুঠি, গঙ্গানগর, চৌবেপুর
মকিমপুর মাধমপুর, মুরাদনগর, কসবা।

ছি কথ্য—ছিয়া দিয়া পারাম্‌ তর বোক্‌।

ভাবার্থ—মুষলের নিম্ন ভাগ দ্বারা তোর বক্ষে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিব

মেহেরকুল, পাইটকারা, তোরা।

কথ্য—ছিলিম্‌ ডা লও চাইন মিঞার আপ্‌।

ভাবার্থ—মিঞার বাবা! কলি্‌কটী লও ত?

উত্তর বরদাখাত, পঃ উঃ নুরনগর, নবীনগর থানা উঃ পঃ মুরাদনগর

ছে কথ্য—ছেচ্চইরামি করিচ নারে ছেরা।

ভাবার্থ ওরে ছোরা! (বালক) বিনা আদরে খাওয়ার জন্য এত লালায়িত হইস্‌নে?

কথ্য—ছেন্‌ পাইয়া আইয়চনা গা পুকইর তে?

ভাবার্থ—পুকুর হইতে স্নান করিয়া আইস গিয়া।

কথ্য - ছেদে পাও মাডীৎ থুয়না।

ভাবার্থ—অহঙ্কারে পদ ভূমি স্পর্শ করেনা।

হোমনা শ্রীমদ্দি, তুলাতলী, চণ্ডীপুরা, গজাইরা, কালীপুরা, ইত্যাদি পঃ ত্রিপুরা।

কথ্য—ছেব্লামী করচ্কা এত পয়াত্যা ভালা ?

ভাবার্থ—ভোর বেলা এত ফাইজলামী করিতেছিস্ কেন ?

নাছিরনগর, চাতলপার, আজবপুর, গোয়ালনগর, পরমান্দপুর।

কথ্য—ছেও দিয়া ফাউল কা তিন্ডা অ বা।

ভাবার্থ—ওহে বাপু ! তিনটী খণ্ড করিয়া ফেল ?

রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, চান্দেরচর।

ছু ছুরি, ছুরি ? ইডাকি ?

ভাবার্থ—এটা কি স্পর্শ করিবি যে ?

রামকৃষ্ণপুর, চাপিতলা, কামাল্লা, মণ্ডাপুর, পাচকিত্যা, ইত্যাদি মুরাদনগর থানা।

কথ্য—ছুলাইয়া দে নাইরকল ডা ছুবরা ফালাইয়া ?

ভাবার্থ—ছেব্রা ( আসঁ ) ফেলিয়া নারিকেলটী ভালরূপ ছাড়াইয়া দাও ?

মিঠাইভাঙ্গা, আলগী, ভুরভুরইরা, চললিরা মুরাদনগর, হোমনা।

কথ্য—ছনের পুছে গতরডা ছন্ ছন্ করে ?

ভাবার্থ—ছন নামক তৃণের ধারাল পার্শ্বের আঘাতে শরীরটা চুলকায়।

বরদাখাত, নয়াবাদ, উত্তর গঙ্গানগর ,নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল।

ছৈ কথ্য—ছৈয়াডা লামাইয়া লাও নার্ত্তে ?

ভাবার্থ—ছৈটী নৌকা হইতে নামাইয়া ফেল ?

কথ্য—ছৈলাপ্ কর্ত্ত লাগজে হেয় অখন !

ভাবার্থ—সে এখন প্রলাপ বকিতেছে।

চৌদ্দগ্রাম, লাক্সাম্ পশ্চিমগাঁ, জগন্নাথদীঘি ইত্যাদি দঃ পূঃ ত্রিঃ

ছৈয়াল কাঁম্ করিন বাঁও অনে আর্।

ভাবার্থ—বাবু ! এখন আর ঘরামি কাজ করি না।

পূঃ বরদাখাত, দঃনুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর।

ছৌ কথ্য—ছৌয়াইয়া দে কুত্তাডা হেরে।

ভাবার্থ তাহাকে কুকুরটী লেলাইয়া দাও ?

জ জওরা মানুর লগে পুইতাম্ না ( হুইতামনা )

ভাবার্থ – জ্বরাক্রান্ত লোকের সঙ্গে শুইবনা।

কথ্য – জমাজাত বা জন্‌জাতি এক পৈসা দেও ?

ভাবার্থ– জন প্রতি এক পয়সা করিয়া দাও ?

লাকসাম্, চিতসী, আলীগঞ্জ, ভিংরা, হাজিগঞ্জ।

কথ্য—জ'রী বঁই জ'অর চিন্ত পাঁরে ন।

ভাবার্থ—জহরী ব্যতীত জহর চিনিতে পারে না।

বাঞ্ছারামপুর, সোণারামপুর, মরিচা।

জা কথ্য—জাওরা পোলাডার কতায় শৈল বেচৈন্ ঐরা যাগা।

ভাবার্থ--জারজ ছেলেটীর কথায় শরীর উষ্ণ হয়।

জয়নগর, ছলিমগঞ্জ, থুল্লাকান্দি, কাদৈর, শ্রীঘর।

জালকাম্‌লা সবরে আন্যা রাখ পেট্ লর্‌চে।

ভাবার্থ—ধাত্রী আগ্‌ভাগে আনিয়া রাখ ? প্রসবের সম্ভাবনা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, ঘাঘটিয়া, উজানচর, কৃষ্ণনগর, রাধানগর, বাগমারা, হোমনা ও বাঞ্ছারামপুর থানা।

কথ্য—জাওল্লা বারীৎ যাজ্‌গা না চপ্পর কৈরা।

ভাবার্থ – জে'লে বাড়ীতে তাড়াতাড়ি চলে যা'না ?

রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, দুলালপুর, ঘাঘটিয়া, উজানচর, কৃষ্ণনগর, রাধানগর রাগমারা হোমনা ও বাঞ্ছারামপুর থানা দঃ ত্রিং।

কথ্য—জাও খাইয়া নাও যাও ?

ভাবার্থ—ফেনযুক্ত নরম ভাত খাইয়া নৌকায় যাও ?

বরদাখাত, পঃ নুরনগর, নয়াবাদ, দঃ গঙ্গামণ্ডল।

জি কথ্য—জিরাইয়া জিরাইয়া জিনাত্যা ক্ষেতের ধানডি লৈয়া আইয় গিয়া

ভাবার্থ—বিশ্রাম করিতে করিতে দূরের ক্ষেতের ধান গুলি লইয়া আইস গিয়া ?

কথ্য—জিয়ান্তা মাচের রসা বেরাম্যার পত্য।

ভাবার্থ—জীবিত মৎস্যের ঝোলই রোগীর পথ্য।

কথ্য—জিয়, জিয়! আমার মাতাত্ যেত চুল্ তেত পরমাই হউক।

ভাবার্থ—বাঁচিয়া থাক থাক! আমার মাথায় যত চুল তত বৎসর পরমায়ু হউক।

কথ্য—জিব্রার মাইদ্দে ফাকা ঐয়া কুন্ন খাইতাম পারি না।

ভাবার্থ—জিহ্বার মধ্যে ঘা হওয়ায় কিছু খাইতে পারি না।

বরদাখাত, নুরনগর, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেহেরকুল পাইটকারা

জে কথ্য—জেতা ঠগাইতে কৎক্কন্, আম্রা মরা মানু ঠগাই।

ভাবার্থ—জীবিতকে বঞ্চনা করিতে কতক্ষণ লাগে, আমরা মৃত মনুষ্য

কথ্য—জেডায় নিকিন্ অ! কৈত্তে আইলা? ভালা আচনি?

ভাবার্থ—জ্যেষ্ঠতাত্ নাকি? কোথা হইতে আসিয়াছ? ভাল আছত

জৈ জৈরা লাইচে গুডাগাডিয়ে তার শৈলডা।

ভাবার্থ—তাহার শরীরটী পাচড়ায় জড়িত বা জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে

কথ্য—জৈয়ার কামরে এক্কনে আদঙ্গ লৈয়া লাইচে।

ভাবার্থ—লাল পিপড়ার দংশনে অর্দ্ধ অঙ্গ অবশ হইয়াছে।

বরদাখাত, নুরনগর, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেহেরকুল, পাইটকারা। মুসলমান রমণীগণের গালি।

জো কথ্য—জোয়ান্ কি খাইতি বুল্যা এর আইচচ্ কিয়েরে লৌএর পোত।

ভাবার্থ—অরে রক্তের পুত্! (গালি) তোর যৌবন খাবার জন্য (ধ্বংশ করিবার জন্য) এখানে আসিয়াছিস কেন।

চম্পকনগর, মণিপুরা; কাশীপুর, ভাসানিরা, মাছিমপুর, পাঙ্গাইয়া, রাজাপুর, মাথাভাঙ্গা। হোমনা থানা

কথ্য—জোনে জোনে কৈরা ঘরডারে হেরা তাইরা ফালাইয়াছে অখন।

ভাবার্থ—এক্ষণে তাহারা জনে জনে গুপ্ত তহবিল করিয়া এই একান্নভুক্ত পরিবারের একতা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

পঃ বরদাখাত, নয়াবাদ ইত্যাদি স্থানে।

জৌ কথ্য—জৌয়াইরা পানিত্ ডুবাইচনা, পোলা আইত।

ভাবার্থ—ওরে ছেলেরা! জোয়ার জলে পুনঃ পুনঃ ডুব দিস্ না।

কথ্য—জোয়ান্ত্য মুনি ৩ টার জাগাৎ একটা ভালা।

ভাবার্থ—যুবক বলিষ্ঠ ভৃত্য ৩ জনের স্থানে একজন ভাল।

ঝ কথ্য—ঝট্ কৈরা আইয়! হাঁজ্যা ভালা তুরই যাইয় না।

ভাবার্থ—শীঘ্র করিয়া আসিও! সন্ধ্যাসময় দূরে যাইও না।

পঃ বরদাখাত, নয়াবাদ, ইত্যাদি স্থানে মুরাদনগর হোমনা।

কথ্য—ঝন্নর ঝন্নর কৈরা বাজ্দ লাগ্যে খারুডা।

ভাবার্থ—বলয়াকার পদভূষণটী ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে।

বরদাখাত, নয়াবাদ ইত্যাদি।

ঝা কথ্য—ঝাপ্পুর ঝুপ্পুর করণ লৈচে খাল।

ভাবার্থ—খালের জলে লম্ফ ঝম্ফ ( থৈ থৈ ) করিতেছে।

কথ্য—ঝাঁজ বর হৌরার তেল।

ভাবার্থ—সরিষার তৈলের বড় উত্তেজনা শক্তি!

চৌদ্দগ্রাম, খণ্ডল, লাকসাম্, পশ্চিমগা।

কথ্য—ঝাঁউট্টা যাঁরগৈ ইডাঁগুন্, তেঁপুড়া দিয় ন।

ভাবার্থ—ইট্গুলি ঝাওয়া হইয়া যাইবে, তিনবার পোড়া দিও না।

নয়াবাদ ইত্যাদি চর অঞ্চলে। হোমনা ও দাউদকান্দি।

ঝি কথ্য—ঝিলঁ ঝি! কাঁন্দিচ্চা? আইয়ে হাওয়ন আন্যাম্।

ভাবার্থ—হালো মেয়ে! কাঁদিস্নে, আগামী শ্রাবণ মাসে আনিব।

কথ্য—ঝিকরের হুন্দা হুন্দা বৈয়ে কুচু কুচু খাইতাম পারি।

ভাবার্থ—দগ্ধ মৃত্তিকা বিশেষের সৌগন্ধে কিছু কিছু আহার করিতে পারি।

কথ্য—ঝিনাই দিয়া মুখ ঢাল্যা দেও?

ভাবার্থ—ঝিনুক দিয়া মুখে ঢালিয়া দাও?

চাঁদপুর, মতলব, কচুয়া, ফরিদগঞ্জ।

কথ্য—ঝিম্ ধরি গিছে একিবারে মাতাডা অ সুনাপতি?

ভাবার্থ—সোনা কাকা! মাথাটা একবারে ঘুরিয়া গিয়াছে।

চৌদ্দগ্রাম, খণ্ডল, লাক্সাম ইত্যাদি

ঝে কথ্য—ঝেঁজ্রা ঐঁব আর এঁল্কেত্রা নঁ দিনে কেঁরাচি টিন্ গুন্।

ভাবার্থ—আল্কাতরা না দিলে কেরাসিনের টিন গুনি ছিত্র হইয়া যাইবে।

ময়নামতী, দেবপুর, গণেশপুর জাফরগঞ্জ, দেবীদ্বার,
কোম্পানীগঞ্জ, কুমিল্লা, বরকান্তা, দেবীদ্বার।

কথ্য—ঝক্যাইয়া ঝৈক্যাইয়া মডরডা কোম্পানীগঞ্জ আইয়া পল্ল।

ভাবার্থ—ঝাকনি দিতে দিতে মটর গাড়ী খানা কোম্পানীগঞ্জ আসিয়া পৌছিল।

চৌদ্দগ্রাম, লাকসাম, ইত্যাদি দঃ ত্রিপুরা।

ঝো কথ্য—ঝোলাই গেচে এক্কারে জ্বরডায় অ হে।

ভাবার্থ—সে জ্বরে একবারে কাহিল হইয়া গিয়াছে।

বরদাখাত, নূরনগর, গঙ্গামণ্ডল, নয়াবাদ।

কথ্য—ঝোলাইচনা অঘুমাইয়া থাক্ গা কৎক্কন।

ভাবার্থ—ওরে! ঝিমাইস্‌নে, ঘুমিয়ে থাক্ গে কতক্ষণ।

বরদাখাত, নয়াবাদ, নুরনগর, লুঘর, গঙ্গামণ্ডল।

ট কথ্য—টনক মাডীৎ ভালা ফসল অয় না।

ভাবার্থ—শক্ত মাটীতে ভাল ফসল হয় না।

কথ্য—টন্‌টন্যা মাইয়াডায় কেমুন কতা কয়।

ভাবার্থ—চালাক মেয়েটী কেমন কথা বলে।

টা কথ্য—টাইন্যা খিচ্যা আরও দশ টেহা দিল।

ভাবার্থ—টানিয়া খিচিয়া আরও ১০্ টাকা দিল অথবা কষ্টে সৃষ্টে।

কথ্য—টাটা করণ লৈচে খাওনের লাগি।

ভাবার্থ—আহারে জন্য কাতর শব্দ করিতেছে।

কথ্য—টাডাইয়া রৈচৎ কিয়েরে।

ভাবার্থ—লালায়িত হইয়া রহিয়াছিস্ কেন?

কথ্য—টাইয়া লাগ্যা শীতের মাইদ্দে বেবোদা। ঐয়া গেচে গিয়া অক্কই বারে।

ভাবার্থ—শীতের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগিয়া একবারে। বোধ শূন্য হইয়া গিয়াছে।

কথ্য—টাউক্কা যেমুন সিদা।

ভাবার্থ—টাকু নামক লোহ শলাকার মত সোজা বা সরল।

শ্রীমদ্দি, চণ্ডীপুরা, তুলাতলী, গজাইরা, হোমনা ও দাইদকান্দি।

টি কথ্য—টিপ্পা টিপ্পা আডচ না কা ?

ভাবার্থ—পদশব্দ না করিয়া গমন করিস্ না কেন ?

কথ্য—টিমক্ কৈরা ঘর বৈয়া রৈচে হে।

ভাবার্থ-সে অভিমান বা গর্ব্ব করিয়া ঘরে বসিয়া আছে।

সাচার, পোদ্দারনগর, বুধান্দ, শূনাপুর, জয়নগর, গৌরীপুর,
সাহাপুর, রায়পুর, আমিরাবাদ, লালপুর, জিয়ারকান্দি
কচুয়া ও দাউদকান্দি।

কথ্য—টিলিচ্‌মৎ দেকাইয়া দেম্ তাগ।

ভাবার্থ—তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া দিব অথবা বিপদে ফেলিব।

লোস্‌কান্দি, বাঞ্ছারামপুর, সরিয়ারচর, কল্যানপুর, দশআনি,
রাধানগর, কৃষ্ণনগর, উজানচর, বাঞ্ছারামপুর।

টে কথ[illegible]া মাইন্সের লাকান্ চাইয়া রৈচে মাইন্কায়।

ভা[illegible]—মাণিক বক্রদৃষ্টি লোকের মত চাহিয়া রহিয়াছে।

দঃ দেবীদ্বার, বরকান্তা, পাইটকারা।

কথ্য—টেঙ্গর জাগাৎ মাজ্ দোদ্ কুচ্চু মিলে না মুশয়্।

ভাবার্থ—মহাশয়! যাতায়াতের অসুবিধায় এবং বাজার বন্দরের
অভাব জনদ স্থানে মৎস্য দুগ্ধ কিছুই মিলে না।

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, নাছিরনগর, গোকর্ণ, জেঠাগাও, চুন্টা,
কালীকচ্ছ, সরাইল ইত্যাদি উঃ ত্রিপুরা—নাছিরনগর,
সরাইল।

কথ্য—টেংরা মাচে গালা দিলায় কিবা ?

ভাবার্থ—গুচি জাতীয় কাঁটাযুক্ত ক্ষুদ্র মৎস্য কাঁটণবিদ্ধ করিয়াছে বোধ
হয়।

বাইটনল, কালিপুরা, গজাইরা, তুলাতুলী, বলরামপুর, চেতপুর
ইত্যাদি পঃ ত্রিপুরা দাউদকান্দি, হোমনা।

টে কথ্য—টে টে কৈরা ফির্‌চ্ কা হারা রাইত ঐ ?

ভাবার্থ—সারা দিন রাত্রিই অনর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস কেন ?

সুশীলপুর, গৌতমপায়া, বাকাইল, মজলিস্‌পুর, বেতধাড়িয়া
মেডডা, সরাইল।

টৈ কথ্য—টৈল্যা পর্চে হাপের কামরে তা ?
ভাবার্থ—সর্প দংশনে ঢলিয়া পরিয়াছে মেয়েটী।
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, পৈরতলা. গোকর্ণ, বরদাখাত, মুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লৌহঘর, মেহেরকুল, পাইকারা, নয়াবাদ
কথ্য—টৈয়া টৈয়া চেং পুডি রাজে র ওডে উচার্ খেয়্।
ভাবার্থ—বাশের বেত্র নির্ম্মিত মৎস্য মারণ যন্ত্র বিশেষের সাহায্যে অসংখ্য পুটি ( সফরী ) উঠিতেছে।

টো কথ্য—টোপার্ ভির্তে আত্ দিয়া দেখ চাই ?
ভাবার্থ—মৃণ্ময় ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে হাত দিয়া তালাস করিয়া দেখত ?
বিটঘর, মীরকোটা, শিবপুর, বিদ্যাকূট, নাটঘর, কুড়িঘর, নবীনগর থানা।
কথ্য—টোক্কা মারচ্ ক্যেরে ! দ্দর ?
ভাবার্থ—দরজায় কে টুকি (অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত) দিতেছিস্?
দৌলতপুর, মিঠাইভাঙ্গা, আলগী, ভুর্ভুইরা, চললিয়া, রামকৃষ্ণপুর, রামপুর, মাইজ্চর, শোভারামপুর, বাখরাবাদ, চেঙ্গাতলী, কদমতলী, বালুয়াকান্দী, কলাপাইচা। হোমনা ও মুরাদনগর।
কথ্য—টোলা, লিকে তাইর্ মাতাডা ভৈরা রৈচে।
ভাবার্থ—এই স্ত্রীলোকটীর মাথায়, বড় উৎকুন ও উৎকুনের ডিমে ভরিয়া রহিয়াছে।

টৌ কথ্য—টৌয়া চুকা বরি ডি এম্বাতে খাইচ্ না পেইল্যা কৈলাম ?
ভাবার্থ—অত্যন্ত টক্কুল্গুলি এরূপে পেল্ পেল্ করিয়া খাইস্ না বলিতেছি ?
হোসনতলা, ত্রিশ, নগরপার, নবীপুর, রষ্টি, মুরাদনগর, কৃষ্ণপুর ইত্যাদি।
কথ্য—টৌল্লা বৈরাগীরা পূজারির যুগালী।
ভাবার্থ—অন্য জাতীয় বৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের পরিচারক।
চৌদ্দগ্রাম, লাক্সাম, খণ্ডল, জগন্নাথদীঘি।

ঠ কথ্য—ঠঁনা মাডীৎ গঁড়া কইত্য পাঁরি নঁ বাঁও ?
ভাবার্থ—কঠিন মাটীতে গর্ত্ত করিতে পারি না বাবু !
মুরনগর, বরদাখাত, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল।
কথ্য—ঠওয়া পৈরা উর্চে আইল্যার মাইদ্দে আত্ দিয়া।

ভাবার্থ—অগ্নি পাত্রে হাত দেওয়ায় ঠোসা পরিয়াছে।

কথ্য—ঠমক্ দেখ্‌চনি তাইর্?

ভাবার্থ—সেই স্ত্রীলোকটীর আড়ম্বড় ভঙ্গী দেখিয়াছ কি?

কথ্য—ঠন্ ঠন্

ভাবার্থ—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন।

বাঙ্গরা, রাজাচাপিতলা, পূর্ব্বধইর, নৈরপার, মহেশপুর, মাজুর ইত্যাদি স্থানে মুরাদনগর থানা।

ঠা কথ্য—ঠাওল্লা দিয়া মাতাডা ভাইঙ্গা দেয়াম।

ভাবার্থ—অঙ্গুলির নিম্নভাগ দ্বারা আঘাত করিয়া মস্তক চূর্ণ করিব।

কথ্য—ঠাওয়া দিয়া ফালাইয়া দেও?

ভাবার্থ—ঘারে ধরিয়া ফেলিয়া দাও?

ঘানিয়ারচর, কালমিনা, নোয়ারচর, ভাঙ্গারচর, ঝগড়ারচর, চিনারচর ইত্যাদি হোমনাথানা ইত্যাদি।

কথ্য—ঠালা দিয়া বাইরাইয়া তাইরা লাইচে, ঠাইত্

ভাবার্থ—বৃক্ষশাখা দ্বারা প্রহার করিয়া সদ্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছে।

আলীরচর, ডুমইরা, সুরশুদ্ধি, রঘুনাথপুর, মুরাদনগর থানা।

ঠি কথ্য—ঠিকা ঠাই না থাক্‌লে অসকালে মরণ।

ভাবার্থ—নির্দ্দিষ্ট স্থান না থাকিলে অসময়ে (বিপদকালে) মৃত্যু হয়।

বিদ্যাকুট, বাঘাঠরা, মীরকোটা, শিবপুর, নাটঘর, রুদ্রাক্ষবাড়ী, মীরপুর, বিটঘর, নবীনগর।

কথ্য—ঠিকা দিয়া আর্ কতকাল রাক্‌বাম্?

ভাবার্থ—ঠেক্‌লো বা বাধাদিয়া কতক্ষণ রাখিব?

রূপস্‌দী, মধ্যনগর ছয়ফুল্লাকান্দি, ভেলানগর, তেজখালী খাল্লা, দরিকান্দী, গকুলনগর, ডেচীবিশারা, দাম্‌লা বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগর।

কথ্য—ঠিসারা করচ্ কিবাইতে তুইন্ হিলারে।

ভাবার্থ—তুই কিরূপে তাহাকে (বা তাহার সম্বন্ধে) তামাসা করিস্?

তালসহর, বাহাদুরপুর, আশুগঞ্জ।

ঠে কথ্য—ঠেলা দিয়া ফালাইয়া দিচইন্ কেনে?

ভাবার্থ—ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন কেন?

পাণিশ্বর বাহাদুরপুর সরাইল থানা।

কথ্য—ঠেং দুইলা অত্‌কান্ বর যে কৈলে আর সারে না।

ভাবার্থ—পা দুখানা এত বড় যে কহিয়া বুঝান যায় না।

চান্দুরা, শ্রীনগর, সাতবরগ, সহদেবপুর, দাউদপুর, সাতগাঁ,
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

কথ্য—ঠেসা ঠেসি কৈরা বইয়া আর আখাউরাত্তে কোলাউরা গিয়া সাইরা তরাত্তরি লামিগেলাম।

ভাবার্থ—ঘন ঘন ভাবে বসিয়া আখাউরা হইতে কোলাউরা যাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম।

পূর্ব্বহাটী, ফরদাবাজ সল্‌পা পেন্নই চন্দনাইল, চুলুরিয়া রোয়াচাল
বাঞ্ছারামপুর মুরাদনগর।

কথ্য—ঠেকা না ঐলে কি তোমার কচে উধার চাই ?

ভাবার্থ—নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থা বলিয়াই তোমার নিকট হাওলাত চাইতেছি।

গারলটুলী তিলকনগর আমীনগর তেমুনি আবদুলাপুর রছুলপুর
কোম্পানীগঞ্জ।

কথ্য—ঠেডা পৈরা তেমুনির মাইদ্দ্যে তেইত্তাসন দশরাদিন বউৎ লুক্ মর্‌চে।

ভাবার্থ—তৃতীয় সন বিজয়া দশমী দিন তে মোহানাতে বজ্রাঘাতে অনেক লোক মারা গিয়াছে।

ধর্ম্মমণ্ডল, ফান্দাউক, জেঠাগ্রাম, গুনিয়াউক, গোকর্ণ, নাছিরনগর

কথ্য—ঝেন ঝেনাইয়া উঠ্‌ল ইতা কিতাও বা ?

ভাবার্থ—হারে বাপু! এইটা কি ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল ?

বরদাখাত, নয়াবাদ, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল।

ঠৈ কথ্য—ঠৈন্‌কা মাইট্যা পাতিলে ধানের ভর্ সয়না।

ভাবার্থ—ভঙ্গপ্রবণ মৃণ্ময় পাত্র ধানের ভার সহ্য করিতে পারে না।

ঠৈস্‌ক্যা গেচে গিয়া পাইলাডা।

ভাবার্থ—মৃণ্ময় পাত্রটী উত্তাপে ফুটিয়া গিয়াছে।

ঠৌ কথ্য—ঠৌয়া পা'ত্তা গেচ্‌লা নেকিন্ গাঙ্গ ?

ভাবার্থ—নদীতে বংশবেত্র নির্ম্মিত মৎস্যমারণযন্ত্র (ঠৌয়া) স্থাপন করিতে গিয়েছিলে নাকি ?

কথ্য—ঠৌয়াইয়া মাইরা লাইচে হেরে।

ভাবার্থ—তাহাকে ঘারে ধরিয়া মাটীতে আঘাত করিতে করিতে বধ করিয়া ফেলিয়াছে।

গঙ্গামণ্ডল, লৌহগড়, মেহারকুল, পাইট্‌কারা।

ড কথ্য - ডল্যা মাইরালাম্ এক্কইরে চাইছ ?

ভাবার্থ—একবারে দলন করিয়া বধ করিব দেখিস্।

উঃ নুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর।

ডা কথ্য- ডাইলা ডকি ডাইন কিতা কর্ত্তায় ভাঙ্গ্লা ?

ভাবার্থ—মাল্‌সা এবং মৃণ্ময় ঘটগুলি ভাঙ্গিয়া কি করিবে ?

বিট্‌ঘর, কাইতলা, মূলগ্রাম, রুটি, ধরখার, ভাটামাথা, বিনাউটী, রাউতহাট, পাতাইসার, বাদৈর, সয়দাবাদ, মনকসাই, ধর্ম্মপুর, কসবা থানা।

কথ্য - ডাঙ্গের বারিয়ে মাতা ফাডাইয়া দিবাম।

ভাবার্থ—লাঠীর আঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।

কথ্য ডাবাইয়া খুডা ডা দেও ?

ভাবার্থ—বাঁশের সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র দণ্ডটী খুব জোরে মৃত্তিকায় প্রবেশ করাইয়া দাও ?

কথ্য—ডাবা বেনা নৈয়া গেচেনিরে মুনিরা ?

ভাবার্থ—মুজুরেরা (বা ভৃত্যেরা) হুক্কা ও তৃণ নির্ম্মিত অগ্নি সংরক্ষিণী লইয়া গিয়াছে কিনা ?

ধনপতিখোলা, থোল্লা, মোচাগারা, ভবানীপুর, ছিলমপুর।
মুরাদনগর থানা।

ডি কথ্য – ডিল্‌খাইচনা এত ?

ভাবার্থ—আহ্লাদে এত আট্‌খানা হইস্ নে ?

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, দিগলদী, পাচকিত্যা, কদমতলী, বালিয়াকান্দি, চান্দেরচর, রামকৃষ্ণপুর, মাইঝচর, তিলকনগর, গাউরাল, মুরাদনগর হোমনা, বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—ডিমার আগাদেম্ হেরারে।

ভাবার্থ—ডিম্বের অগ্রভাগ অর্থাৎ ক্ষুদ্রাংশও তাহাদিগকে দিব না। অর্থাৎ কিছুই দিব না' ( ডিম্ব = ০, অর্থাৎ কিছুই নয় )

ডু কথ্য—ডুলা বাইন্যান বর আট্কা।

ভাবার্থ—বাঁশের বেত্রনির্ম্মিত মৎস্যাধার বুনন করা বড় কঠিন।

কথ্য – ডুগাডাগি দিয়া বেন্নুন বর ভালা লাগে।

ভাবার্থ—লাউ কুমরার, কলমির, হেলেঞ্চার অগ্রভাগে ব্যঞ্জন ভাল হয়।

নবিনগর, শ্রীরামপুর, নারায়ণপুর, ইব্রাহিমপুর, ভোলাচঙ্গ ইত্যাদি। নবীনগর থানা

ডে কথ্য—ডেব্রা কাম্ করে কিভায় অ!

ভাবার্থ– অহে বাম্ হাতে কিরূপে কর্ম্মকরে ?

কথ্য– ডেমাক্ কৈরা কেম্তে থাকে হেয় দেইক্যাম্

ভাবার্থ—অহঙ্কার করিয়া সে কিরূপে থাকে দেখিব !

চেলিখলা, সাতমোরা রছুল্লাবাদ, শ্যামগ্রাম, নোয়াগা, মাঝীয়ারা, পেরাকান্দী, দরিকান্দি, গকুলনগর, ফর্দাবাদ, পূর্ব্বহাটী, সল্ফা—নবীনগর, রছুল্লাবাদ, বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—ডেনাডা একেরে মুচ্চুইরা ভাইঙ্গা লাইচে!

ভাবার্থ—বাহুটী উলট্ পালট করিয়া একবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে

কথ্য—ডেরা ঘর্ডাৎ হুইয়া থাক খেতা গাও দিয়া,

ভাবার্থ—কন্থা গায় দিয়া ছোট কুটীরে শুইয়া থাক।

কথ্য—ডেইয়া যাইগ্যা একই ফালে খাল্ডা ?

ভাবার্থ—এক লম্ফে খাল্টী লঙ্ঘন করিয়া যাও ?

ডৈ কথ্য—ডৈলের গাওডা দেক্লেই বুঝান্ যায়

ভাবার্থ—সুগঠিত শরীরটী দেখিলেই বুঝা যায়

বিটঘর, মীরকোটা, বাঘাওরা, বিদ্যাকূট, শিবপুর,
কাইতলা, মূলগ্রাম।

ডো কথ্য—ডোল জাবারে আর ধান ধরে না

ভাবার্থ—বাঁশের বেত্রনির্ম্মিত শস্যাধারে আর ধান্য ধরে না

ডৌ কথ্য সুডৌলের আত পাও

ভাবার্থ—সুবলিত হস্ত পদ

চৌদ্দগ্রাম, খণ্ডল, লাকসাম, পশ্চিম গাঁ।

কথ্য—ডৌরা মানু দেইক্‌তাম্ আঁরি নঁ

ভাবার্থ—ভীরুলোক দেখিতে পারি না।

বরদাখাত,নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল।

১ঢ কথ্য—ঢক্‌টা বর হুবইয়ের দেক্‌লাম্ না

ভাবার্থ—রকম্ বা আকৃতিটা বড় শুভজনক দেখিলাম না

পশ্চিম ত্রিপুরা, হোমনা, দাউদকান্দি, কচুয়া, মতলব।

কথ্য—ঢলক মুনপর্ত্তি আষ্ট হের দেওন লাগে।

ভাবার্থ—মনপ্রতি আটসের ফাউ ( অতিরিক্ত ) দিতে লাগে।

বরদাখাত, নুরনগর, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল।

কথ্য - ঢল্ লাম্‌চে ঐ পূবে দিয়া

ভ বার্থ--ঐ পূর্ব্বদিক্ দিয়া বৃষ্টি লামিয়াছে।

গোমতী, হাওরা, বিজয় নদীতীরস্থ প্রদেশে।

কথ্য—ঢল্ আইলে গাঙ্গ হাতুর, নাইলে পাতাপানি।

ভাবার্থ—বন্যা আসিলে নদীতে সাঁতার, নতুবা পদতলডুবে পরিমাণ জল

বরদাখাত, নুরনগর, নয়াবাদ।

২ঢা কথ্য—ঢাক্‌না দিয়া রাইক্কা দে জলের কলা।

ভাবার্থ—জলের কলসীটী ঢাকনী দিয়া রাখিয়া দে।

বাঞ্ছারামপুর, রূপদী, মীরপুর, বালুয়াকান্দি।

কথ্য—ঢাল্যা নাপ্যা দেও দুদ্ পুড়ি।

ভাবার্থ—দুগ্ধগুলি ঢালিয়া মাপিয়া দাও ?

সরাইল, নুরনগর, বরদাখাত, গঙ্গামণ্ডল, নয়াবাদ।

৫ঢে কথ্য—ঢেক্ উর্ত্তলাগ্ যে।
ভাবার্থ—হিক্কা উঠিতেছে ( সময় বিশেষে ) উদ্গারের উপক্রম হইতেছে
কথ্য—ঢেকুর দিয়া খায় ঢেউক্রা রা
ভাবার্থ—পরপ্রত্যাশীরা পরানুগ্রহে খায়।
কথ্য—ঢেম্না মাগীর পোলার বিয়া
ভাবার্থ—রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পুত্রের বিবাহ।

৩ঢি কথ্য—ঢিল মানেনা কেঐর কাচে ঐ
ভাবার্থ—কাহারও নিকটেই নত হয় না।

ফরিদগঞ্জ, হাইম্চর, রূপসা, হাজিগঞ্জ।

কথ্য—ঢিঁপাইন্ন্যা কাঁম্ঐ দেইক্তাম্ পাঁরিন।
ভাবার্থ—ধীর বা মৃদুগতি কার্য্যাই দেখিতে পারি না।
কথ্য—ঢিঢিপরি গিচে হের নামের উপুরদি।
ভাবার্থ—তাহার নাম অতি বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে।

নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সরাইল থানা।

৬ঢৈ কথ্য—এমুন ঢৈক্যা পাইলা তু দেক্চিনা! কুণ্ডাই ?
ভাবার্থ—এরূপ সুন্দর মৃৎপাত্র তো কোথাও দেখি নাই।
কথ্য—এমুন ডিকে টেল্যাইলেতু নাওডা খেইল্যা যাইব অক্কা।
ভাবার্থ—নৌকা খানা এরূপে টলাইলেত এখনই ডুবিয়া যাইবে।

৪ঢু কথ্য—ঢুলা পির্পায় কামুর দিলে বর পুরায়।
ভাবার্থ—কাল বড় পিপড়ার কামরে অতি জ্বালাতন করে।
কথ্য—ঢুল্যা পরচে হেইর উপ্রে।
ভাবার্থ—এ বালিকাটীর উপরে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে।
কথ্য—ঢুমাদিয়া লৈয়া পর্চে হার ডায়।
ভাবার্থ—ষাঁড়টী ঢুস্দিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছে।

৭ঢৌ কথ্য—ঢৌয়া হের কপাল।
ভাবার্থ—তাহার কপালে ঢুসাদে।

বাঞ্ছারামপুর, হোমনা চর, অঞ্চলে।

ন কথ্য—নলা নলা ভাত খাওউন না ।

ভাবার্থ—গ্রাসে গ্রাসে ভাত খাওয়া নহে।

গঙ্গামণ্ডল পাইটকারা, মেহেরকুল, লৌহঘর ।

কথ্য— আয় অ ! নকল্ করচ্ অ ! তুই আমার লগে ?

ভাবার্থ— ওরে তুই কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করিস্।

একলাসপুর, গজারিয়া প্রভৃতি দঃ পঃ ত্রিপুরা মতলব ও কচুয়া থানা।

কথ্য— ননাস্ ঠাইনগ ! আহেন হক্কাল ?

ভাবার্থ—জ্যেষ্ঠা ননন্দা ঠাকুরাণি ! আসুন সকাল ?

কথ্য—নওগ্গা কই নওগ্গা পয়সা।

ভাবার্থ—নয়টী কইমাছ নয় পয়সা।

কদমতলী, নাগেরচর, বালুয়াকান্দি, চেঙ্গাতলী, নারায়ণপুর, মণিপুর, ভাসানিয়া, হোমনা থানা।

না কথ্য—নাইয়ার মাইদর তেল্ দিয়া ঘুমা ?

ভাবার্থ—নাভিরমধ্যে তৈল দিয়া ঘুমাও ?

কথ্য—নাদাম্ বুইট্যা মানু এমুন আর দেখ্চিনা কুনুডাই।

ভাবার্থ—কোনখানে এমন ধূর্ত্ত লোক দেখি নাই।

কথ্য—নাহের তিলক এডা।

ভাবার্থ—এইটী নাকের তিলক।

চাঁদপুর অঞ্চলে, চাঁদপুর সদর।

নি কথ্য—নিলক্যা আবুদ্যাডার পাইল্ চাইঅ ?

ভাবার্থ—লক্ষ্যশূন্য অবোধটীর (ছোট শিশুটীর) প্রতি দৃষ্টিপাত করিও।

নবীনগর, শ্রীরামপুর, নারায়ণপুর, ইব্রাহিমপুর, ভোলাচঙ্গ, মীরকোটা, শিবপুর, বিত্তাকুট। নবীনগর থানা।

কথ্য—নিগ্বৈংশার বোক আগুন দিবাম আইজ।

ভাবার্থ—বংশহীন লোক্টার বক্ষে অদ্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিব।

( অর্থাৎ মৃত দাহ করিব )

কালীগঞ্জ, গাঙ্গেরকুট, আন্দিকুট, আকুবপুর, হয়দরাবাদ, হীরাকাশী,
কাসিমপুর। মুরাদনগর থানা।

কথ্য—নিরালা ধানের লগে হলাশ্ মিয়াইচ্ না ?

ভাবার্থ—অমিশ্রিত ধান্যের সহিত 'ঝরা' ধান্য মিশ্রিত করিও না।

গঙ্গানগর, লেসিয়ারা, গুণসাগর, চৌবেপুর, কাল্যারা, শাহাপুর
সীম্রাইল। কসবা থানা।

কথ্য—নিরান্যা কাচি আনাম্ নিরে কুডির বাজারতে ?

ভাবার্থ—কুটীর বাজার হইতে আগাছা তুলিবার কাস্তে আনিব কিনা ?

দঃ ত্রিপুরা—লাক্সাম, চৌদ্দগ্রাম, চিতসী, হাজিগঞ্জ, ভিংরা।

নু কথ্য—নুঁনা দঁরিয়্যারগৈঁ এঁডি পর্।

ভাবার্থ—এই গুলির উপর লোণা ধরিয়া গিয়াছে।

কথ্য—নুঁন্ছর্ যাঁরগৈঁ এন ছোঁৎকৈর।

ভাবার্থ—হঠাৎ এখানে চামড়া উঠিয়া গিয়াছে।

কথ্য—নুঁন দি অঁন ভাত খাঁইছৎ ন ?

ভাবার্থ—এখনও লবণ দিয়া ভাত খাস্ নাই ?

দিলালপুর, ধনীরামপুর, ঘোরাশাল, ডুমইরা, সুরগুদ্ধি, আলীরচর,
রঘুনাথপুর, মণিপুর, মুরাদনগর থানা।

নে কথ্য—নেঙ্গুর তুল্যা চাচ্না ? গাইনা বলদ্ ?

ভাবার্থ—গাভী কি বলদ্ পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া দেখ না ?

কথ্য—নেকির লাকান্ চাইয়া রৈচ্চ্কা হেই ফাইল ?

ভাবার্থ—বোকা মেয়ে মানুষের মত ঐদিকে চাহিয়া রহিয়াছিস্ কেন ?

উজানচর, নোয়ারচর, ঘনিয়ারচর, ভাঙ্গারচর, মাইজচর, নাগেরচর,
প্রভৃতি চর অঞ্চলে বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—যাইবা নেহিন্ বাহে ?

ভাবার্থ—বাবাও যাইবে নাকি ?

কথ্য—নেঘা রাইক্যা খুব পর ?

ভাবার্থ—মনোযোগের সহিত খুব পড়।

বরদাখাত, নুরনগর, সরাইল, গঙ্গামণ্ডল, লৌহগড়।

কথ্য—নেও তুল্‌চে দলান দিত।

ভাবার্থ—দালান প্রস্তুতের জন্য ভিত্তি গড়িয়াছে।

লাক্‌সাম, চৌদ্দগ্রাম, দৌলতগঞ্জ, নাথেরপেটুয়া।

কথ্য—নেঁওরা অই থাইক্‌ত্যাম্ ন।

ভাবার্থ—অধীন বা গলগ্রহ হইয়া থাকিব না।

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, মুরাদনগর।

নৈ কথ্য-- নৈচা আন্‌মান্ ডাবা ঐচে না।

ভাবার্থ—কাষ্ঠ দণ্ডের উপযুক্ত হুক্কার খোল হয় নাই।

রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, ছলালপুর হোমনা থানা।

কথ্য—নৈয়া যাওগা হাউক্কার তলে দিয়া।

ভাবার্থ—বাঁশের পোলের নীচদিয়া নুইয়া যাও।

কথ্য—নৈ লাগাইয়া তামুক খাও?

ভাবার্থ—নল সংযোগ করিয়া তামাকের ধূঁয়া পান কর।

লাকসাম, চৌদ্দগ্রাম, পশ্চিমগা, জগন্নাথ দীঘি, দৌলতগঞ্জ, নাথের পেটুয়া।

লাকশাম ও চৌদ্দগ্রাম থানা।

নো কথ্য—নোঁয়া বৌঁয়ে ভাত রাইন্‌ত পাঁরে নঁ।

ভাবার্থ—নববধূ অন্নপাক করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, রামপুর ইত্যাদি মুরাদনগর থানা।

কথ্য—নোলা মান্নুর লাকান্ আডচ্ কা?

ভাবার্থ—আতুর মানুষের মত হাটিস্ কেন?

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, রামপুরদীঘি ইত্যাদি, মুরাদনগর থানা।

নৌ কথ্য—নৌক্ বারে নাপিত্ দেখ্‌লে॰।

ভাবার্থ—নাপিত দেখলে নখ্ বৃদ্ধি পায়।

নয়নপুর, শশীদল, রাজাপুর, বাগ্‌সিমুল বুড়িচঙ্গ থানা।

ত কথ্য—তল্ লারা লাইরা দেয়াম্ দেইক্যা লৈচ্।

ভাবার্থ—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিহিত করিব দেখিস্।

আবদুল্লাপুর, গোপালনগর, ওয়াইদপুর, গুঞ্জর, নগরপার, ত্রিশ,
কোম্পানীগঞ্জ মুরাদনগর থানা।

কথ্য—তলাইয়া চাচনা গা ?
ভাবার্থ—গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ গে !

ফান্দাউক. গোয়ালনগর, ধর্ম্মমণ্ডল নাসিরনগর থানা।

কথ্য—তর্‌লাগি যাইতাম্ আর্ নাতে।
ভাবার্থ—তোর জন্য নিশ্চই যাইব না।

নবীনগর, শ্রীরামপুর, ইব্রাহিমপুর, জিনদপুর, শ্যামগ্রাম নাছিরাবাদ
মানিকনগর, শ্রীঘর, সাবাজপুর নবীনগর ও রছুল্লাবাদ থানা।

কথ্য—তানা হগ্গলেই খাইত লাগ্যে।
ভাবার্থ—তাঁহারা সকলেই আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।
কথ্য—তানির হতল্ ভাইয়ের লগেইদ্দ্য আমি বন্দুস্তী কর্চি।
ভাবার্থ—তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিতই আমি বন্ধুত্ব করিয়াছি।

আজবপুর, পরমানন্দপুর, ঔরাইল, ডুবাজাইল, হাজিমপুর,
দাসৌরা, সরাইল ও নাছিরনগর থানা।

তা কথ্য—তালি বালি কৌর্কা কেনে ?
ভাবার্থ—ছল চক্র করেন কেন ?

দিগল্দী, পাচকিত্তা, ডুমুইরা, রঘুনাথপুর, আলীরচর, সুরগুঞ্জি !

কথ্য—তানা দিষনা বারী বারীরে।
ভাবার্থ—বাড়ী বাড়ী পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া করিওনা।
কথ্য—তাপাল পর্চি।
ভাবার্থ—বিপদে পড়িয়াছি।

মুরাদনগর, মধ্যনগর, করিমপুর।

তি কথ্য—তিতির ডুগা আন্গা ?
ভাবার্থ—হেলেঞ্চার অগ্রভাগ নিয়া আইস ?

নেমৎপুর, নয়াগাও, কামাল্লা।

কথ্য—তিরাশে তিরাশে পাণি খায়।
ভাবার্থ—তৃষ্ণায় বারংবার (ঢুকে ২) জল পান করে।

যাত্রাপুর, ভবানীপুর, মোচাগাড়া, রহিমপুর,
মুরাদনগর থানা।

কথ্য—তিত্যাভাগ্ পরচ অ তুই ?

ভাবার্থ—তুই কি তৃতীয় ভাগ পড়িস্ ?

কথ্য—তিলা ডাইক্যা গেচে গা নয়া কাপড় ডীৎ।

ভাবার্থ—নূতন কাপড়গুলিতে তিলের মত ছোট ২ কালদাগ পড়িয়াছে।

বিদ্যাকূট, শিবপুর, নাটঘর, বাঘাওরা, মীরকূটা।
নবীনগর থানা।

তে কথ্য—তেনা তুনা পিন্দা কেম্নে বাইর্ অইব্যাম্।

ভাবার্থ—ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া কিরূপে বাহির হইব ?

হোম্না, শ্রীমদ্দি, সাপমারা, বলরামপুর, জয়পুর।
হোমনা থানা।

কথ্য—তেপইরা ভালা না খাইয়া এম্তে যাইত কা ?

ভাবার্থ—তৃতীয় প্রহর বেলার সময় না খাইয়া যাইবে কেন ?

শলফা, ভাঙ্গা নগর, পিপড়িয়া, চন্দনাইন, মুরাদ নগর।

কথ্য—তে কাট্যার মাইন্দে লাগ্যা রৈছে।

ভাবার্থ—ভগ্ন শাখার মূলে লাগিয়া রহিয়াছে।

জগন্নাথপুর, সংরাইস, বাজগড্ডা, তেলকচুয়া, বল্লভপুর,
কালিকাপুর, কুমিল্লা সদর।

কথ্য—তেনাই গেল্গি উড়ুম্ ডিন্।

ভাবার্থ—মুড়ীগুলি আর্দ্র (গুটা) হইয়া গিয়াছে।

মোগড়া, গঙ্গানগর, বটিয়ারা, মনিঅন্ধ, গাঙ্গাইল, মাঝিগচ্, বিষ্ণাউরা,

টাউন্না পারা, দরইন, নৌয়াদোল, দেবগ্রাম,
আখাউরা, কস্বা থানা।

তু কথ্য—তুকাইয়া কি পাইবাম্ গরু ডাইন ?

ভাবার্থ—তালাস করিয়া কি গরুগুলি পাইব ?

চাপিতলা, কুরাখাল, কুরুণ্ডী, ধনপতিখোলা, রোয়াচালা;
শ্রীকাইল, চারপারা, ভূতাইন, মুরাদ নগর থানা।

কথ্য—তুপা তুপা দিয়া উট্‌চে শৈল্ ডা।
ভাবার্থ—শরীরটী অল্প অল্প স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।
কথ্য—তুইক্যা তুইক্যা আন্দাইর ঘর কুচ্চু পাইনা।
ভাবার্থ—অন্ধকার ঘরে সন্তর্পণে অনুসন্ধান করিয়া কিছু পাইনা।

মণিপুর, চরনারায়ণপুর, ভাসানিয়া, কাশীপুর, চম্পকনগর,
মাথাভাঙ্গা, হোমনা থানা।

তৈ কথ্য—তৈনাতি কয়জোন্ আন্‌ছ?
ভাবার্থ—সহকারী কয়জন্ আনিয়াছ?

গুণাইঘর, মাসীগারা, কাকসার, পুলরা, গৌরসার, ধামতি
দেবীদ্বার থানা।

কথ্য—তৈ বচ্ পিয়ার বারীৎ গিয়া বৈলাম্।
ভাবার্থ—তার পর বাস্ পিসের বাড়ীতে যাইয়া বসিলাম।
কথ্য—তৈ কৈলাম্ ভালা ঐতনা অ?
ভাবার্থ—তবে বলিতেছি ভাল হবেনা হে।

ফৈজুরী, মণ্ডকাপুর, বাহেরচর, হারপাকনা, মটকিরচর,
ইসবনগর, মুরাদনগর থানা।

তৌ কথ্য—তৌলা কয়েক দই লৈয়া আউয় ইকন।
ভাবার্থ—কয়েক ভাণ্ড দধি এখানে লইয়া আইস।

ধরমণ্ডল, ফান্দাউক, গোকর্ণ, জ্যোঠাগা, গুনিয়াউক, নাছিরনগর
চাতলপার, নাছিরনগর।

থ কথ্য—থইয়া রাকবা ছলাটা হুথান?
ভাবার্থ—সেখানে ছালাটী রাখিয়া দাও?

শ্রীমদ্দি, বলরামপুর, চণ্ডীপুরা, তুলাতলি হোমনা থানা।

কথ্য—থক্ দৈরা রৈচৎ কা?
ভাবার্থ—স্তম্ভিত হইয়া আছিস্ কেন?

রামচন্দ্রপুর, আমিননগর, শঙ্গপা, ভাঙ্গানগর, পিপরিয়া মুরাদনগর থানা।

কথ্য—থতমত খাচ্ কিয়েরে ?

ভাবার্থ—জরসর ( চমকিত ) হইতেছিস কেন ?

কামাল্লা, রাজনগর, তেমুইরা, বলারপুকুর, চাপিতলা, বাখরাবাদ, আমীননগর, মুরাদনগর।

কথ্য—থল পড়ি কৈরা মল্ল।

ভাবার্থ—হাত পা ছুড়িয়া ছুড়িয়া মরিল।

থা কথ্য—তেলের থালি ভরা রৈচে দেখি, পর্‌ল কেম্‌তে ?

ভাবার্থ—তৈলাধার পূর্ণ রহিয়াছে দেখিতেছি, কেমন করিয়া পড়িল ?

ফান্দাউক, ধরমণ্ডল, হরিপুর, আদাঐর, নাছিরনগর।

কথ্য—থালি থালি ভাত খাবাই ক্যেরে তে ?

ভাবার্থ—থালা থালা ভাত কি জন্য খাওয়াই ?

চৌদ্দগ্রাম, জগন্নাথদীঘি, গুণবতী, চৌদ্দগ্রাম।

কথ্য—থাঁই ন এঁনে আর বাঁড়ীৎ।

ভাবার্থ—এখন আর বাড়ীতে থাকিনা।

নাথেরপেটুয়া, পশ্চিমগা, আবদুল্লাপুর,।

থাঁক্ থাঁক উপুইর মুঁখীল উট্‌ছে যাই।

ভাবার্থ—ধাপে ধাপে উপরের দিকে যাইয়া উঠিয়াছে।

দৌলতগঞ্জ, নাঙ্গলকোট, লাকসাম থানা।

কথ্য—এঁরে হেঁতে চোঁরের থাপ্যল ন ?

ভাবার্থ—ওহে ! সে চোরের মাল রাখে না ?

রামচন্দ্রপুর, শোভারামপুর, মাইজচর, কলাগাছিয়া। হোমনা।

থি কথ্য—থিৎ ঐতাম্ পাল্লামনা অখন।

ভাবার্থ—এখনও স্থির হইতে পারিলাম না।

কামাল্লা, যাত্রাপুর, ভবানীপুর, মোচাগরা, নবিপুর, রহিমপুর, মুরাদনগর, মধ্যনগর, মুরাদনগর।

কথ্য—থিত্ কত্‌লা টেকা অ মার্ল ?

ভাবার্থ—অহে ! ?হালে কতগুলি টাকা স্থিত ?

থে থেক্‌না মারে কিয়েরে কও চাইন্‌?

ভাবার্থ—ঝাকনি দেয় কেন বলত দেখি?

কথ্য—থেতা কৈরা ফালাইচে অক্কেরে।

ভাবার্থ একবারে চাপা করিয়া ফেলিয়াছে।

কথ্য—থেক্ থেক কৈরা লাইচে উডান্ ডা পারাইয়া।

ভাবার্থ—ঘন ঘন পায় হাটিয়া প্রাঙ্গনটী কাদা করিয়া ফেলিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মেরুরা, গৌতমপারা, সুশীলপুর, সরাইল, কালীকচ্ছ, ধর্ম্মতীর্থ, চুণ্টা। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সরাইল থানা।

থু কথ্য—থুক্ পালাইন্ না যে মাইজ্যাল?

ভাবার্থ—মেঝে থুথু ফেলেন না যেন।

দরিকান্দি, গকুল নগর, ফরদাবাদ, বিশারা, দাম্‌না, ছুবাচাইল, পূর্ব্বহাটী, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর থানা।

কথ্য—থুইয়া রাক্ টুপার্ মাইদর্।

ভাবার্থ—মৃণ্ময় ছোট ঘটের মধ্যে রাখিয়া দে।

কথ্য—থুইক্কা গেল্‌গা ইডা দেইক্যা ঐ।

ভাবার্থ—এইটী দেখিয়াই থামিয়া ( ভয় পাইয়া ) গেল।

রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, পাচকিত্তা, মস্তফাপুর, কৈজুরী, সোনাকান্দা, বাখরাবাদ। মুরাদ নগর থানা।

থৈ কথ্য—থৈ থৈ কৈরা পাণিডারে আওরাল্‌চে কেডারে?

ভাবার্থ—অরে! নাড়া চাড়া করিয়া জলগুলি কে ঘোলা করিয়াছে?

কথ্য—থৈলার মাইদ্দ্যে কৎলা টেকা আছিল্?

ভাবার্থ—থলির ( মণি বেগের ) মধ্যে কতগুলি টাকা ছিল?

আশুগঞ্জ, বাহাদুরপুর, তালসহর, পাণিশ্বর, আজবজুর, পরমানন্দপুর, ডুবাজাইন, দামৌরা। সরাইল, নাছির নগর থানা।

থৌ কথ্য—থৌকাইন্ নলর্ চাটীর উর্‌পে।

ভাবার্থ—নলের চাটীর উপরে রাখিয়া দিউন।

বিটঘর, মীরপুর, মীরকুটা, শিবপুর, বিদ্যাকুট, টিয়ারা,
নাটঘর, নবীনগর থানা।

দ কথ্য—দইখ্‌নের উঠান রৈদ্‌ উডন্‌ লাগ্‌ যে।
ভাবার্থ—দক্ষিণের উঠানে রৌদ্র উঠিতেছে।

আমোদপুর, হাজিপুর, সাগদা, সাব নগর, মালাই, ইচাপুরা,
মুরাদনগর থানা।

কথ্য—দইচ্চত্‌ পাইচে আম্রার্‌ আকুডায়।
ভাবার্থ—আমাদের শিশুটি ভয় পাইয়াছে।

গুণবতী, জঙ্গলপুর, সাতুচর, ফুলকরা, রাজবল্লভপুর,জগন্নাথদীঘি,
রতনগঞ্জ, বাহাদুর পুর, লাঙ্গল কোট।
চৌদ্দগ্রাম থানা।

কথা—এঁরই দঁয়াল্যার আপ্‌! কাঁপ্‌ড়ের গাটি কডে এড়ি আইচ?
ভাবার্থ—অহে দয়ালের বাবা! কাপড়ের গাটরী কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?

বরদাখাত, নয়াবাদ, নুরনগর।

দা কথ্য—দা'ম্‌ড়া ডা।দগ্‌ল ছিড়া কই গেল্‌গা।
ভাবার্থ—বলদটি দড়ি ছিড়িয়া কোথায় গেল।
কথ্য—দান্যা পাণি ছাইরা দিছে হেয়।
ভাবার্থ—অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে সে।

গঙ্গামণ্ডল, লৌহগড়, পাইটকারা, মেহেরকুল।

কথ্য—দানকে পাইচে তরে অ পোলা?
ভাবার্থ—ওরে ছেলে তোরে কি দানায় পাইছে।

দৌলতগঞ্জ, নাথের পেটুয়া, মনারা কিসমত, লক্ষ্মণপুর লাকসাম থানা।

কথ্য—দাই যাইম্‌ গৈ মাইর্‌ত আইলে।
ভাবার্থ—মারিতে চাহিলে দৌড়িয়া চলিয়া যাইব।

চিতসী, ফরিদগঞ্জ, রূপসা, বরদাখাত, নয়াবাদ, নুরনগর, ফরিদগঞ্জ।

দি কথ্য—দিগালী পাতালী ঐয়া হুইয়া রৈছে কিয়েরে অ ইডিয়ে।
ভাবার্থ—এইগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে (এলু থেলু বিশৃঙ্খল ভাবে) শুইয়া রহিয়াছে কেন?

জানিয়া ভাড়ই, বিহর, নারায়ণপুর, বাতাবাড়িয়া, খিলা, হাড়কোটা রামপুর, সাতবাড়িয়া, পশ্চিমগাঁ। লাকসাম থানা।

কথ্য—দিলার আপনি হেতারে কঁওগি আঁর ভাগে যেগাইন ঐচ্চে হেঁগাইন আঁনে দিত।

ভাবার্থ—দিলমাহাম্মদের বাবা নাকি তাহাকে বলগে আমার ভাগে যেগুলি হইয়াছে সেগুলি আমাকে দিবার জন্য।

কথ্য—দিশ ন আছে মুনছর এক্করে তর চক্করি আয় সরঙ্গায় ‥দাম বাইন চে।

ভাবার্থ—মুনছর! তোর একবারে দিগবিদিগ বোধ নাই। শীঘ্র আয় সরঙ্গা নৌকায় পা‥া তুলিয়াছে।

ধরমণ্ডল, দৌলতপুর, ফান্দাউক, বুড়িশ্বর, পিয়ালাপুর, গোয়ালনগর, টাকানগর, ইত্যাদি উঃ ত্রিপুরা নাছিরনগর।

ডু কথ্য—ডুনা পাইতা অয় ভাগর চাইল?

ভাবার্থ—ভাগের (বণ্টনের) চাউল ডবল পাইতে বোধ হয়।

নবীনগর, শ্রীরামপুর, ইব্রাহিমপুর, সাতমোড়া, চেলিখলা, রছুল্লাবাদ, শ্যামগ্রাম। নবীনগর রছুল্লাবাদ।

কথ্য—দুইক্ক্যার লাগি কান্দন্যা হগল ভালা মিলেনা অ!

ভাবার্থ—অহে! দুঃখীর দুঃখে কাঁদে এমন লোক সকল সময় প্রাওয়া যায় না।

শ্রীমদ্দি, সাপমারা, রামপুর, জয়পুর, ছলিভাঙ্গা, হরিপুর, বলরামপুর, গজা‥রা ইত্যাদি, হোমনা ও দাউদকান্দি থানা।

কথ্য—দু'হান পিঠা দেওনা ক্যান হেগ?

ভাবার্থ—তাহাদিগকে দুখানা পিষ্টক দাওনা কেন?

আশুগঞ্জ, পাণিশ্বর, আজবপুর, পরামানন্দপুর, উরাইল, ডুবাজাইন, হাসিমপুর, ভলাকুট, পঃ উঃ নাছিরনগর।

দে কথ্য—দেউক্ক্যান চাইন হোখান কিতা লড়‥চে?

ভাবার্থ—দেখুন দেখি, সেখানে কি নড়ি‥চে?

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, গৌতমপাড়া, সুশীলপুর, সরাইল, কালীকচ্ছ,
চুণ্টা, সাবাজপুর, মজলিসপুর, বাকাইল সরাইল থানা।

কথ্য—দেইনন্যা আমার টাইন ?

ভাবার্থ—আমার নিকট দিন না ?

গুণবতী, নাঙ্গলকোট, নাথেরপেটুয়া, দৌলতগঞ্জ, লাকসাম,
চৌদ্দগ্রাম, চিতসী।

কথ্য—দেইক্চঁনি, ভাইছাঁবেরা ! লাঁল গাঁবুর লাঁগাই দিচে হেঁতার বাঁড়ীৎ।

ভাবার্থ—ভাইসাহেবেরা ! দেখিতেছ কি ? ঐ তাহার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে।

ছলিভাঙ্গা, বলরামপুর খোলাকেরচর গজাইরা, দাউদকান্দি।

কথ্য—দেহ দেহ মাহী ! কয় টেহার য় হের বাহাতা আন্চ ?

ভাবার্থ—দেখ দেখ মাসি ! কয় টাকার কত সের বাতাসা আনিয়াছ।

বরদাখাত, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, হরিপুর, বড়কালার।

কথ্য—দেচ্চা মুরাইয়া হেরে তর্জ্জ লর্জ্জ কৈরা।

ভাবার্থ—তাহাকে মুষ্টি প্রহারে উলট্ পালট করিয়া দিস্না ?

চাঁদপুর, নৃসিংহপুর, সাপদি, ফরিদগঞ্জ, হাইমচর, গুণরাজদি
রূপ্সা, চাঁদপুর ও ফরিদগঞ্জ থানা।

দৈ কথ্য—দৈন্যা গুন্ আইন্চনি অ ঠাঁওর পুঁতিয়ে ?

ভাবার্থ—অহে ! ঠাকুর খুড়া ! ধৈন্যা গুলি আনিয়াছ কি ?

সাতবর্গ, শ্রীনগর, হরিপুর, আদাঐর, গুনিয়াউক, জ্যেঠাগ্রাম,
ভাটপাড়া, নাছিরনগর, সরাইল।

কথ্য—দৈখ্যল্ পাক্যা ডাইন্ কি বাক্কা সিস্ দেয় আর্ না !

ভাবার্থ—দৈয়াল্ পাখিগুলি কেমন মধুর সিস্ দিতেছে !

কালীগঞ্জ, গাঙ্গেরকোট, আন্দিকোট, আমোদপুর, হাজিপুর,
ইসলামপুর, বৈলঘর, ইছাপুর, মুরাদনগর।

কথ্য—দৈয়া যাইত লাগ্যে বুক্টা !

ভাবার্থ—বক্ষ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে !

চান্দুরা, সাতবর্গ, দাউদপুর, সহদেবপুর, সাতগা, সরাইল,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

দৌ কথ্য - দৌয়াইর্ ডাইন বাইঙ্গা ফাল্চৎ ক্যেরে ?
ভাবার্থ—দরজাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিস্ কেন ?

মনার কিসমত, নাথেরপেটুয়া লক্ষ্মণপুর, সাতবাড়ী,
পশ্চিমগাঁ, হামিরাবাগ, কাদিরপুর, চণ্ডীপুর, লাক্সাম থানা
কথ্য—দৌড়ি দাই যাঁরগৈ দৌলৎগঞ্জ ইষ্টিসনে টিয়স্ লাইগ্।
ভাবার্থ—টিকেটের জন্য দৌলতগঞ্জ ষ্টেশনে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া যাও।

বিটঘর, মহেশপুর, টিয়ারা, শিবপুব, রুদ্রাক্ষবাড়ী, মীরকোটা,
সেমন্তঘর, নবীনগর।

ধ কথ্য—ধলট যাওনে এইবার ঐক্কেরে ধান ঐচেনা।
ভাবার্থ—বন্যায় নষ্ট হওয়ায় এই বৎসর ধান হয় নাই।

ধরমণ্ডল, দৌলতপুর, ফান্দাউক, বুড়ীশ্বর, উত্তর সিংগা,
ইছাপুর, পিয়ালাপুর, গোয়ালনগর, ভলাকোট, উঃ নাছিরনগর।
কথ্য—ধনাই বাড়ীর্ত্তন্ আট্‌চে গা কিবঃ।
ভাবার্থ—ধনীরাম বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছে বোধ হয়।

হারখোল, মিতুরা, শ্যামেরখিল, নাঙ্গলকোট, চৌদ্দগ্রাম,
বিষ্ণুপুর, বাহাদুরপুর গুণবতী দঃ চৌদ্দগ্রাম।
কথ্য—ধঁরি আঁইন্তঁ পাঁইত্য নঁ হেঁতারে এঁক্করে।
ভাবার্থ—তাহাকে একবারে ধরিয়া আনিতে পারিবে না।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, মজলিসপুর, সাবাজপুর বাকাইন্, কাঞ্চনপুর,
আটলা, ওল্চাপারা পৈরতলা, গোকর্ণ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
কথ্য—ধর্‌মরাইয়া উট্‌ছে ইতা কিত্তাজানি।
ভাবার্থ—এটা কি জানি, নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়াছে ?
কথ্য—ধইয়া ধাইয়া লৈয়া আও ?
ভাবার্থ—ধৌত করিয়া লইয়া আইস ?

শ্রীমদ্দি, সাপ্‌মারা, তুলাতুলি, চেৎপুরা, ছলিভাঙ্গা, গজাইরা,
বলরামপুর হোমনাবাদ ও দাউদকান্দি।

ধা কথ্য—ধাওর্ কোন্ হানের আইচছ্ যে বেটা ?
ভাবার্থ—কোথাকার ধূর্ত্ত বেটা আসিয়াছিস্ ?

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, আমিননগর, সোলাকান্দা,
তিনমুড়িয়া রাজনগর।

কথ্য ধানাই পানাই কৈয়া দিন্ কাডাইচ্ না ?
ভাবার্থ—মিথ্যা টাল্ বাহানা করিয়া সময় কর্ত্তন করিস্‌না।

কৈজুরী, মস্তফাপুর, হাড্‌পাক্‌লা, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—ধাওন্না চিরা পাইন্যাদই আর মিডাই দিয়া খাওয়াইচে
ভাবার্থ—ধান্যযুক্ত-চিড়াও জলীয় দধি আর গুড় দিয়া খাওয়াইছে।
কথ্য—ধাক্কাওকা ? গাইল্ খাইতাবুল্লা ?
ভাবার্থ—গালি খাবার জন্য ধাক্কা দেও কেন ?

মিঠাইভাঙ্গা, আল্‌গী, শ্রীনগর রামকৃষ্ণপুর, রামপুর মাইজচর,
শোভারামপুর হোমনা থানা।

ধি কথ্য—ধিগ্‌নাচান্যা বেডী এ কেবুল ধিগ্‌নাচাইয়্, ফিরে।
ভাবার্থ—বাহাদুরী প্রিয়া স্ত্রীলোক কেবল বাহাদুরী করিয়া ঘুরে।

রূপসদ্দী, ভেলানগর, মীরপুর, পারাতলী. ছয়ফুল্লাকান্দি,
তেজখালী, খাল্লা বাঞ্ছারামপুর।

ধে কথ্য—ধেন্দামানু জব্বর হারুণ।
ভাবার্থ—বধির লোক বড়ই শঠ।
কথ্য—ধেনু দিয়া কাউয়া লরাইলাকেডারে ?
ভাবার্থ—ধনু দ্বারা কাক্‌দূর করিতেছে, এইটী কেরে ?

কুঠি, গঙ্গানগর, ভৈরবনগর, চৌবেপুর লেসিয়ারা কালিয়ারা
সাহাপুর, মকিমপুর মাধবপুর, কসবা থানা।

ধৈ কথ্য—ধৈরা আনাম্ হেরে, দেখাম্ কেডায় রাক্‌ত পারে ?
ভাবার্থ—তাহাকে ধরিয়া আনিব দেখিব কে রাখিতে পারে।
কথ্য—ধৈন্যা মৈন্যার কতায়্ কি আর্ পরাম্ অ ?
ভাবার্থ— অহে! ধনীরাম মানিরামের কথায় কি আর বাধ্য হইব ?

মুরাদনগর থানা।

পাণ্ডুঘর, মেটংঘর, কোরপানপুর, দেওরা শখচাইল, দেউলবাড়ী
মুরাদনগর থানা।

ধু কথ্য—ধুক্ ধুক্ করে পরাণডা আমার কিয়েরে অ ?
ভাবার্থ—অহে ! আমার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করে কেন ?

কাইতলা, বাদৈর, সয়দাবাদ, মনষ্কসাই বিনাউটী, রাউতহাট,
যমুনাই, পাতাইসার, কসবা থানা।

কথ্য—ধুন্যা লাইবাম্ কৈন্যাইয়া, চাইচ্ আবার ?
ভাবার্থ—কনুই প্রহারে তুলার ন্যায় ধুনিয়া ফেলিব দেখিস্।

ধূ কথ্য—ধূমার লাকান ইতান কিতান দেখি অ বেন্যা ভালা ?
ভাবার্থ—অহে ! ধূম্রের ন্যায় এ সব কি সব দেখি প্রাতঃকালে।
কথ্য—ধুক্কা দিয়া ফাক্কা মারচে হেয়।
ভাবার্থ—ফাকি দিয়া মজা মারিতেছে সে।
কথ্য—ধুত্তুরি তর্ ক্ষেতা পুর্ত্তাম্ নিয়া।
ভাবার্থ—দূরহ ! তোর আরাম নষ্ট করিব।

ভাটামাথা, ধরখার, সুলতানপুর, রামরাইন কসবা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

কথ্য—ধুরু বেডা আম্মক কুণ্ডাইনের।
ভাবার্থ—দূরহ বেটা নির্ব্বোধ কোথাকার।

লাকসাম চৌদ্দগ্রাম জগন্নাথ দীঘি।

ধো কথ্য—ধোহা বাইত্ ন'দিউম্ কাঁর্ আঁর্ আঁঙ্গ।
ভাবার্থ—আমাদের কাঁপর আর ধোপা বাড়ী দিব না।

দিওরুলপুর গজাপাড়া ধরমণ্ডল দৌলতপুর কান্দাউক নাসিরনগর থানা।

ধৌ কথ্য—ধোয়া কাপরডাইন ভরাইলে ক্যেরে তে ?
ভবার্থ—ধৌতকরা কাপড়গুলি ময়লা করিলে কেন ?

রামচন্দ্রপুর দিগলদী, রামপুর, রামকৃষ্ণপুর দৌলতপুর
মুরাদনগর ও হোমনা।

প কথ্য—পলডাইন্যা হুতায় কাপর বাইন ভালা অয় না।
ভাবার্থ—বিনিময়ের সূতায় কাপড় বোনা ভাল হয় না।

কুটী মকিমপুর মাধবপুর, চান্দলা রানীগাছ।

প কথ্য—পতাইয়া দিয়াম ইখন আইলে।

ভাবার্থ—এখানে আসিলে প্রতিশোধ লইব।

মাইজখার চাণ্ডিরা মন্দভাগ কাইমপুর কসবা থানা।

কথ্য—পলদা চাপা? হৈল পাইত্তি পারচ একাদ্‌টা।

ভাবার্থ—বংশ শলাকা নির্ম্মিত মৎস্যমারণ যন্ত্র দ্বারা চাপ দিলে দুএকটা শৌল মাছ পাইতে পারিস্‌।

কথ্য—পর্তিদিন যাইচ্‌ না হিখান কৈলাম্‌।

ভাবার্থ—প্রতি দিন সেখানে যাইস্‌ না বলিতেছি।

চিতসী, ভিংরা, হাজিগঞ্জ, আলীগঞ্জ, বড়কুন সোণাচো, কুল্লাস খিলাবাজার মেহার শ্রীপুর হাজিগঞ্জ থানা।

কথ্য—পঁডাইতাম্‌ পাঁই নঁ হেঁরে।

ভাবার্থ—তাহাকে বশীভুত করিতে পারি নাই।

ধামতী কাশারীখলা গৌরসার কাকসার মাসীগারা। দেবীদ্বার।

কথ্য—পল্লার্‌ পল্লা কৈয়া চাইছি হুনে না তে অ!

ভাবার্থ—অহে! বারংবার কহিয়া দেখিয়াছি সে শুনে না।

লালমাই, বাগমারা, দৌলতপুর, চিলানিয়া, কুমিল্লা সদর।

কথ্য—পঁইর্‌ত্তি নঁ লেঁইক্‌ত্তি নঁ কিঅরি খাঁবি আঁর?

ভাবার্থ—লিখা পড়া করিবি না, আর কি করিয়া খাইবি?

রামপুর ছলিভাঙ্গা মনিহারচর তুলাতুলি চণ্ডীপুর গজাইরা ইত্যাদি পঃ ত্রিঃ দাউদকান্দি ও হোমনা।

কথ্য—পলাচ কা অনে, ডরাচ্‌ নাহি।

ভাবার্থ—এক্ষণে পলায়ন করিস্‌ কেন? ভয় করিস্‌ নাকি?

চুন্টা ব্রামণ গাঁ। তেলিকান্দি বাগী হাসিমপুর কয়বলপুর গোয়ালনগর পিয়ালাপুর চাতলপার, সরাইল ও নাসিরনগর।

পা কথ্য—পাও পাকাল্যা আওকা? বওকা?

ভাবার্থ—পাধুইয়া আসুন, বসুন?

বরদাখাত মুরনগর নয়াবাদ ইত্যাদি।

কথ্য—পাকাল যাইত পারে না হেই বৌঅ।

ভাবার্থ—সেই বধু চুল্লিরকাছে অর্থাৎ পাক্ করিতে যাইতে পারে না ( অর্থাৎ অস্পর্শা হইয়াছে )।

রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, পেন্নই, পিপড়িয়া রোয়াচালা, কুরণ্ডি কুরাখাল দিগসাহী মস্তফাপুর ফেজুরা কদমতলী মুরাদনগর।

কথ্য—পাকাল্ গেছে এই বাইরায় জমিন ডি

ভাবার্থ—এই বর্ষায় জমিন গুলি একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে

কথ্য—পানা দেনা, ইসাব কৈরা দেইক্যা আইয়গিয়া।

ভাবার্থ—পাওয়ানা দেনা হিসাব দেখিয়া আইস গিয়া।

ধনপতিখোলা, কোরপান্পুর, মেডংঘর।

পা। কথ্য—পাইতে পাইলে কেডায় ঐ ছাইরা দেয়?

ভাবার্থ—হাতে পাইলে কে ছাড়ে?

হয়দরাবাদ, কাশিমপুর, আকুবপুর, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—পাজুন দিয়া বাইরা?

ভাবার্থ—গোরক্ষণী যষ্টি দ্বারা প্রহার কর?

সাতপারা, সীমরাইল, ভৈরবনগর, চৌবেপুর, খেওরা, যমুনাই, পাতাইসার, রাউতহাট কসবা থানা।

কথ্য—পাগা দিয়া বান্দাম্ আজগা চুরারে।

ভাবার্থ—চোরকে অদ্য গরুবান্ধা দড়ি দ্বারা বন্ধন করিব।

নিলখি, চম্পকনগর, নারায়নপুর, মণিপুর।

কথ্য—আওঅ! পাওন্ টাওন্ যেমুন তেমুন্ খাওন ঐচে ভালা।

ভাবার্থ—অহে! প্রাপ্তি যেরূপই হউক, খাওয়া ভাল হইয়াছে।

রামকৃষ্ণপুর, রামপুর, শ্রীনগর, মিঠাইভাঙ্গা।

কথ্য—পাইন দিতনা বর তুম্রা ছেটহা না দিলে।

ভাবার্থ—তোমরা টাকা না দিলে বড় ঠেকা থাকিবে না।

দৌলতপুর, দুলালপুর, ঘণিয়ারচর, কালমিনা, ক্ষুদাই-
দাউদপুর, মাতাভাঙ্গা, নোয়ারচর, হোমনা থানা।

কথ্য—পাগার দিতে কৈ গেচৎ গিয়া।

ভাবার্থ—বৃথা ঘুরিতে কোথায় গিয়াছিস ?

মকিমপুর, মাধবপুর, চান্দলা, বলদা, ষাইটশলা ব্রাহ্মণপারা,
লাড়ুচোর কসবা থানা।

পি কথ্য—পিলৈয়া বর তুই অ পোলা।

ভাবার্থ—অহে ছোড়া! তুইবড় পরশ্রী কাতর ?

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ চাপিতলা, পেন্নই

কথ্য—পিলাইয়া গেচেগা মুক্‌টা পচৈন্যার দেকলাম্।

ভাবার্থ—পঞ্চাননের মুখ মলিন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে দেখিলাম।

আৎকানগর, আমীনগর, শলকা, পূর্ব্বহাটী মুরাদনগর।

কথ্য—পিরা তুলত বুইল্যা পানি আন্‌গা কলা দিয়া।

ভ বার্থ—ভিটি বান্ধিবার জন্য কলস দিয়া জল আন গিয়া।

দোবাচাইল, বিশরা, ফরদাবাদ, দরিকান্দি, নবীনগর।

কথ্য—পিক্ পর্ত্ত লাগ্‌যে ফুরাডাৎত্তে।

ভাবার্থ—স্ফোটক হইতে পুঁষ পড়িতেছে।

কথ্য—পিছা দিয়া পুইরা ফালা।

ভাবার্থ—ঝাটা দ্বারা ঝাট দেও।

বিদ্যাকূট, শিবপুর, মীরকোটা, বাঘাউরা, সেমন্তঘর, নবীনগর।

কথ্য—পিট্যা এক্কুইবারে বাব্‌দশা লাগাইয়া দিবাম্।

ভাবার্থ—পিটিয়া ( পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া ) একবারে মারিয়া ফেলিব

থানারকান্দি, কৃষ্ণনগর, গোকর্ণ, জানিয়াপাড়া, নবীনগর,
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

পু কথ্য—পুট্‌কারী কৈরনা‚তে এম্বাতে!

ভাবার্থ—এইরূপে তামাসা ( রগড় ) করিওনা।

**নবীনগর, শ্রীরামপুর,** ভোলাচঙ্গ, নারায়ণপুর, ইব্রাহিমপুর,
**জিন্দপুর, হাজিপুর, বলইবাড়ী,** নবীনগর।

কথ্য—পুতাইয়া রৈছে উড়ুম ডি উদাম্ থাক্যা ঐ।

ভাবার্থ – মুড়ি গুলি খোলা থাকায়ই শুষ্ক বা শুটা হইয়া গিয়াছে।

খোস্কান্দি, ষরিষারচর, কল্যানপুর চুনারচার, বাঞ্ছারামপুর,
দশানী, পাইরাকান্দি, মইর্চ্চাকান্দি, তাতোরাকান্দি,
আকানগর, বাঞ্ছারামকুর।

কথ্য—পুনুরে! চপ্পর কৈরা আইয়া দেইক্যা যা ইডাকি উভাইয়া রৈছে ইখন!

ভাবার্থ—অরে পুর্ণ! শীঘ্র আসিয়া দেখিয়া যা এটা কি এখানে দাঁড়ায়ে আছে!

সাচার, পয়ারন্, শূলপুর, বুধন্তি, পোদ্দারপারা, মালীগাও,
জয়নগর, ইত্যাদি কচুয়া থানা।

কথ্য—পুতি নি অ! আম্গ বাইত্ যাইতানা কিয়েরে অ!

ভাবার্থ—অহে! খুড়া নাকি! আমাদের বাড়ীতে যাইবে না কেন!

ধরমণ্ডল, ফান্দাউক, আদাঐর, হরিপুর, সাতবর্গ, শ্রীনগর। নাসিরনগর।

পু কথ্য—পুনাইনিরে বা কৈত্তনে আইলায়্তে?

ভাবার্থ—পূর্ণ নাকি? কোথা হইতে আসিয়াছ?

রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, কামাল্লা, রাজনগর, নোয়াগাও, নেমতপুর, করিমপুর,
মধ্যনগর, দিলালপুর, ইছবনগর, মটকিরচর, হারপাকনা, পাচকিত্তা,
মস্তাপুব, কৈজুরী, দিগলী, কদমতলী, মুরাদনগর।

কথ্য—পুইক্যা হিংএ ঘাই দিলে উবুত্ ঐয়া নাচে।

ভাবার্থ—ছোট শিং মাছে কাঁটা বিদ্ধ করিলে অস্থির হইয়া লাফাইতে হয়।

কথ্য—পুন্যার মাইদ্ধ্যে কাচারিৎ খুব আরব্বা কর্‌ছিল্।

ভাবার্থ—পুণ্যাহ উপলক্ষে কাছারিতে খুব আড়ম্বর করিয়াছিল।

নয়াবাদ, বরদাখাত, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেহেরকুল, পাইট্কারা।

পে কথ্য—পেক্না মারাইয়না ইখান?

ভাবার্থ—অভিমান যুক্ত সোহাগ্ করিওনা এই স্থানে।

কথ্য—পেকে গোবরে লাতা লাতা কৈরা পাইচে আজ্‌গা।
ভাবার্থ—অদ্য কাদা ও গোবরে মিশাইয়া ফেলিয়াছে।
কথ্য—পেন্‌পেনি ঘেন্‌ঘেনি আর হারাদিন রাইতে ভালা লাগে না।
ভাবার্থ—সারা দিবারাত্রি আর বক্ বক্ শুনিতে ভাল বোধ হয় না।
কথ্য—পের্ পেরাইচ্ না যা অখন ?
ভাবার্থ—বক্‌বক্ করিস্ না, এখন যা ?
কথ্য—পেডেরার্ মাইদে কাগৎডি রৈচে।
ভাবার্থ—পেটিকা ( ঝাপি বা ঝাপার ) মধ্যে কাগজগুলি রহিয়াছে।

লুঘর, মেহেরকুল, পাইটকারা, রামচন্দ্র ইত্যাদি।

কথ্য—পেণ্ডার ডুর ডি খুয়াইয়া দেউ ?
ভাবার্থ—পিণ্ডাকারে রক্ষিত সূক্ষ্ম রজ্জুগুলি খুলিয়া দাও ?
কথ্য—পেদা লাগ্যা রৈচে পিড।
ভাবার্থ—পৃষ্ঠে গাত্র মল লাগিয়া রহিয়াছে।
কথ্য - পেতি টাইন্যা আনন্ লাগ্‌ব ছন মূলী।
ভাবার্থ—ভেলার মত বান্ধিয়া ঘর ছাউনীর তৃণ ও এক প্রকার সরল সরু বাশ আনিতে হইবে।

উঃ পূঃ নুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর।

কথ্য—পেতান্যা মানু ডাইন্ চাইয়া রৈচে হেই উজু।
ভাবার্থ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকগুলি সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছে।
কথ্য—পেত্‌নীর লাকান্ দেইক্যা আইচি।
ভাবার্থ—প্রেত্নীর মত দেখিয়া আসিয়াছি।

বরদাখাত নয়াবাদ গঙ্গামণ্ডল।

কথ্য—পেল পেলাইয়া খাওন লাগ্‌যে দেইক্যা আইলাম।
ভাবার্থ—বানর বা ছাগলের মত তাড়াতাড়ি খাইতেছে দেখিয়া আসিলাম।

রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, পাচকিত্ত্যা, মস্তাপুর।

কথ্য—পেকান্ লৈচৎ কিয়েরে পোলা ?
ভাবার্থ—ওরে ছোঁড়া! কাদা মাখিতেছিস্ কেন ?

চাপিতলা, পুর্ব্বহাটি, ফয়দাবাদ, রূপসদী, মুরাদনগর ও বাঞ্ছারামপুর।

পৈ কথ্য—পৈলা আগুন বিয়া ঐব।

ভাবার্থ—পহেলা অগ্রহায়ণ বিবাহ হইবে।

কথ্য—পৈল পর্‌চি বর নিকিন্ অ এম্ ন হেম্‌নে কৈতা?

ভাবার্থ—আমি কি বড় বিপদে পড়িয়াছি নাকি? যে যেমন ইচ্ছা, তেমনই বলিবে?

কথ্য—পৈলা মাডীৎ হসল খুব অয়।

ভাবার্থ—পলি মিশ্রিত মাটীতে ভাল ফসল হয়।

কথ্য—পৈতাইয়া দেক্‌গ্না বাইত্ বৈয়া।

ভাবার্থ—বাড়ীতে বসিয়া গিয়া হিসাব করিয়া দেখ?

কথ্য—পৈনের ধুমায় চৌকে আর কিচু দেখি।

ভাবার্থ—নাড়া দ্বারা মেটে কাঁচা পাতিল পোড়া দেওয়ার সময় যে ধূয়া হয়।

নবীনগর, বগডহর, সেমন্তঘর, বামাশুয়া, মীরকূটা, শিবপুর, বিটঘর, বিদ্যাকুট নবীনগর থানা।

পৈ কথ্য—পৈতান লাডিডা থুইরা রাখ?

ভাবার্থ—শয্যায় পায়েরদিকে যষ্টিটা রাখ?

নুরনগর, বরদাখাত, নয়াবাদ, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর, মেহেরকুল, পাইটকারা।

কথ্য—পৈরা রৈচি আইজ্ তিন্‌ডা দিন ধৈরা।

ভাবার্থ—আজ তিন দিন যাবৎ শয্যাগত আছি।

কথ্য—পৈক্ পাক্‌রার রায় কান্ কপাডী লাগ্‌যে।

ভাবার্থ—পক্ষীগুলির কলরবে কর্ণতালি লাগিয়াছে।

কুঠি, লেসীয়ারা, গঙ্গানগর, ভৈরবনগর, চৌবেপুর, খেওড়া, মেহারী, চারগাছ, ঈশাননগর, কাইতলা। কসবা থানা।

পো কথ্য—পোতা দিয়া আত্ ছেইচ্চা দেয়াম্।

ভাবার্থ—পাথরের নুরা দ্বারা হাত থেতা (পুনঃ২ আঘাতে চাপা) করিয়া দিব।

পূর্ব্বহাটী, তুবাচাইল, বিশারা, দাম্‌না।

কথ্য—পোতানীরে জিগাইয়া দেম্।

ভাবার্থ—পুত্র খাকীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দিব।

দরি কলাদি, রূপসদী, ভেলানগর, বাঞ্ছারাম ও নবীনগর থানা।

কথ্য—পোলাপাইতের্ পাইন্ ফিরা চাও ?

ভাবার্থ—ছেলেপেলেদের প্রতি ফিরিয়া তাকাও ?

কথ্য—পোনা মারণ যায় না উচা বাদে।

ভাবার্থ—বংশ বেত্র নির্ম্মিত মৎস্য মারিবার যন্ত্র ব্যতীত বাচ্চা মাছ মারা যায় না।

পৌ কথ্য—পৌয়াওনা আগুন হিতান আল্যা রাইক্যা ?

ভাবার্থ—শিয়রে আগুনের পাতিল রাখিয়া আগুন পোহাও না ? ( অগ্নি সেবন কর না। )

কথ্য—পৌয়াত্যালা কেডায়রে ফুল্‌ডি তুল্যা নিতি আইচ্চ ?

ভাবার্থ—ভোর বেলা কেরে পুষ্প চয়ন করিতে আসিয়াছিস্ ?

কথ্য—পৌয়া পৈসার মুরাদ অ নাই হের !

ভাবার্থ—তাহার পোয়া পয়সার তুল্য মূল্য বা গুরুত্ব নাই।

রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, দিগলদী, পাচকিত্যা, মস্তফাপুর, কৈজুরী।

ফ কথ্য—ফইর্ খাইচ্ না এত ?

ভাবার্থ—এত আহ্লাদে আট্‌খানা হইসনে ?

ঐ চাপিতলা ঐ কুরন্তি ঐ রোয়াচালা।

কথ্য—ফল্‌নায় কৈচে জাইত্ তুল্যা।

ভাবার্থ—অমুকে জাতের তুলনা দিয়া বলিয়াছে।

ঐ চুলুরিয়া ঐ পেন্নাই ঐ চন্দনাইন, মুরাদনগর।

কথ্য—ফডক্ বাজিয়ে আত্ পুইরা লাইচে হের।

ভাবার্থ—ফট্‌কা বাজিতে তাহার হাত পুড়িয়াছে।

কথ্য—ফর্‌ফরানি ডা মজাইয়া দেম্।

ভাবার্থ—বাচালতা দূর করিয়া দিব।

ফা কথ্য—ফাল্ ফালাইয়না এত ?

ভাবার্থ—স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক এত লম্ফ ঝম্ফ করিও না।

কথ্য—ফাগাইয়া আডচ্‌কারে নিতা !

ভাবার্থ—নিত্যানন্দ ! তুই পা এত ফাক্‌ করিয়া চলিস্‌ কেন ?

কথ্য—ফানা ফানা কলা টাঙ্গাইয়া রাকুচে দোকান।

ভাবার্থ—দোকানে কান্দি কান্দি কলা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

কথ্য—ফাইরা ফালাইচে ফানা ফানা কৈরা।

ভাবার্থ—ছিড়িয়া ( চিঁড়িয়া ) ফেলিয়াছে খণ্ড খণ্ড করিয়া।

কথ্য—ফালা বেটা ! টেকাডা এইক্কন্‌ ?

ভাবার্থ—বেটা ! এক্ষণ টাকাটী ফেল্‌ ( দাও ) ?

কথ্য—ফাউ দিতে দিতে পুঁজি সারা।

ভাবার্থ—দেয় বস্তুর অতিরিক্ত দিতেং মূলধন উজার ?

জগন্নাথপুর, সংরাইস, বাসগড্ডা বল্লভপুর, কুমিল্লা সদর।

ফি কথ্য—ফিঁরি আঁইলা ক্যায় ? মেলের তুন ?

ভাবার্থ—সভা হইতে ফিরয়া আসিলে কেন ?

চাঁদপুর, নরসিংপুর, হরিপুর ফরিদগঞ্জ, সাহুন্নাপুর হানারচর,
গুনরাজদী, সাপ্‌দী, শুখাদী, তরপুরচণ্ডী।

কথ্য—ফিঁক্কা হাঁলাই দি বেগ্গুন্‌ চলি আঁয় চটকুঁরি।

ভাবার্থ—সকলগুলি উৎক্ষেপন করিয়া ফেলিয়া দিয়া শীঘ্র চলিয়া আয়।

মনারা কিসমত, গুণবতী, নাঙ্গলকোট, চৌদ্দগ্রাম, লাক্‌সাম,
দৌলতগঞ্জ।

কথ্য—ফিঁর বঁই চাঁই ছুঁডু পোঁলা গাঁ।

ভাবার্থ—ছোট ছেলেটী ফিরিয়া বসিয়া চাহিয়া রহিয়াছে।

চাঁদপুর, মোহনপুর, নরসিংহপুর, মনিপুর, ফরিদগঞ্জ, সারংদী।

কথ্য—ফির হেন কৈরচ্চ নি বেক্‌টী।

ভাবার্থ—সকল গুলিই আবার স্নান করিয়াছিস্‌ নাকি।

ইব্রাহিমপুর, শ্রীরামপুর, নাবানপুর, ভোলাচঙ্গ, নবীনগর থানা।

ফে কথ্য—ফেলানী বাপ্‌ ! বিয়াইল্যা গাড যাইবানি ?

ভাবার্থ—ফেলানী নাম্নী বালিকার পিতা ! বিকাল বেলার হাটে
যাইবা কিনা ?

কালীগঞ্জ, গাঙ্গেরকোট, আন্দিকোট, হীরাকাশী, গাজীপুর,
ইস্‌লামপুর, হয়দরাবাদ, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—ফেইস্যা ফালাম চাইছ্‌ আগ্নাইয়া দেক্‌।
ভাবার্থ—অগ্রসর হইয়া দেখ.? চূর্ণ করিয়া ফেলিব।
কথ্য—ফেউ কৈরা হিয়ালে ডাকলেই ঘর হামায়।
ভাবার্থ—শিয়ালে ফেউ করিয়া ডাকিলেই ঘরের ভিতর ঢুকিয়া যায়।
কথ্য—ফেইয়া ফেইয়া মার্ত্ত আইয়ে হেয়।
ভাবার্থ—সে বারংবার ক্রুদ্ধ হইয়া মারিতে আসে।

রূপসদী, ভেলানগর, তেজখালী, ছয়ফুল্লাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর থানা

কথ্য—ফেণাইচ নাল কৈয়া দিলাম কৈ!
ভাবার্থ—হ্যালো! ক্রোধের সহিত বক বক করিস্‌ না কহিলাম কিন্তু।

নবীনগর, [illegible]রকান্দি, কৃষ্ণনগর, লালপুর, বাইশ মৌজার
বাজার, নবীনগর থানা।

ফৈ কথ্য—ফৈরামী কৈরা হর্ব্বনাশ কল্ল।
ভাবার্থ—শঠতা করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে।
কথ্য—ফৈচ্‌কা গেচেগা এক্কেরে।
ভাবার্থ—একবারে ছুটিয়া গেল ( মুক্ত বা ভ্রষ্ট ) হইয়া গেল।

রামচন্দ্রপুর, পূর্ব্বহাটী, ফরদাবাদ্‌।

কথ্য—ফৈলাচ্‌ না কৈলাম এম্নে।
ভাবার্থ—এইরূপে বাড়াবাড়ি করিসনে।

গঝুলনগর, দরিকান্দি, খাল্লা, ভেলানগর।

ফু কথ্য—ফুইল্যা রৈচে পেট্‌টা উচা ঐয়া।
ভাবার্থ—পেট ফাপিয়া উচু হইয়া রহিয়াছে।

রূপসদী, ছয়ফুল্লাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর থানা।

কথ্য—ফুয়াচনা জব্বর পোড়ায়।
ভাবার্থ—ফুৎকার দে, বড় জ্বালা করে।
কথ্য—ফুইরা হালাইচে ফুইচ দিয়া।
ভাবার্থ—সূক্ষ্মাগ্র লৌহসংযুক্ত বংশ শলাকা নির্ম্মিত মৎস্য মারণ যন্ত্র

দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছে।

কথ্য—ফুক্কুর কৈরা আইস্যা উট্ছে।

ভাবার্থ—হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে।

বরদাখাত, নয়াবাদ ইত্যাদি।

ব কথ্য—বতা লৈয়া লরালুরি করচ কা? কাডলের কোষ্ খা?

ভাবার্থ—কাঁটালের ব কল্ লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিশ কেন? কাঁটালের কোষ্ খা।

নবীনগর, মাঝিকারা, নারায়ণপুর, ভোলাচঙ্গ, শ্রীরামপুর, ইব্রাহিমপুর, নবীনগর থানা।

কথ্য—বছর্ বিয়াইন্যা গাইডা বেইচ্যা ফালাচ্ হু?

ভাবার্থ—বৎসর২ প্রসব করে এমন গাভিটী বিক্রয় করিস্ কেন?

কথ্য—বইন্যা খাইতি পার্ত্তিনা, কিতা কর্ত্তাম্ আমি।

ভাবার্থ—মিলিয়া মিশিয়া খাইতে পারিবি না, আমি কি করিব।

কুঠি, জাজিয়ারা, গুণসাগর, লেসিয়ারা, গঙ্গানগর, ভৈরবনগর, চৌবেপুর, খেওরা, কসবা থানা।

কথ্য—বর্বরার্ মত কতা কৈচ্ না অ!

ভাবার্থ—অহে! অসভ্যের মত কথা বলিস্ নে!

কথ্য—বনই! আম্রার বাড়ীৎ আই অ!

ভাবার্থ—ভগ্নি পতি! আমাদের বাড়ীতে আইস!

ধরমণ্ডল, ফান্দাউক, হরিপুর, আদাঐর, সাতবর্গ, শ্রীনগর, চান্দুরা, নবীনগর থানা।

কথ্য—বনই নিরে বা? বাড়ীৎত্তবা কোঅল?

ভাবার্থ—ভগ্নী পতি নাকি? বাড়ীর ত কুশল?

বা কথ্য—বাইঙ্গন্ আল্চইন্ না নো? কিতা খাইবায়তে?

ভাবার্থ—বেগুন আনেন নাই নাকি? কি খাইবেন?

চৌদ্দগ্রাম, লাক্সাম, নাঙ্গলকোট, গুণবতী দৌলতগঞ্জ, পশ্চিমগাঁ, চিতসী।

কথ্য—বাঁগুইনের চিন্ দেঁহি ন আঁর আড?

ভাবার্থ—হাটের মধ্যে বেগুনের চিহ্নও দেখিলাম না।

মাণিকনগর, নাসিরাবাদ, সাবাজপুর, শ্যামগ্রাম, শ্রীঘর, কাদৈর,
থুল্লাকান্দি, নবীনগর থানা।

কথ্য—বান্কুরালী আইয়া উরাইয়া নিচে, আইরা কোণাৎ।
ভাবার্থ—ঘুর্ণিবায়ু আসিয়া উড়াইয়া বায়ু কোণে লইয়া গিয়াছে।
কথ্য—বাইট্যা মান্সু নাডা।
ভাবার্থ—খর্ব্বাকৃতি লোক বড় দুষ্ট।
কথ্য—বাইতা পাল্লে বেলাবেলি যাইতার্ব্বা বারীৎ।
ভাবার্থ—নৌকা বাহন করিতে পারিলে বেলা থাকিতে বাড়ী যাইতে পারিবা।
কথ্য—বারাম্ পাইনা হের।
ভাবার্থ—তাহার অবসর অথবা মর্জ্জি পাইনা।
কথা—বাক্কা বেডালা দেখি দেক্‌তে হুন্‌তে।
ভাবার্থ—সুপুরুষটী দেখি? দেখিতে শুনিতে।
কথ্য—বাকামী কৈরনা যেব্‌লা হেব্‌লা।
ভাবার্থ--যখন তখন বাহাদুরী করিও না।

হাজিগঞ্জ, আলীগঞ্জ, ভিংরা, মেহার, চিতসী।

কথ্য বাঁইন্‌তাম্ পাঁরি নঁ এক্কেরে মৌঁন্‌ডা?
ভাবার্থ মন্‌টি একবারে স্থির করিতে পারি নাই।

হোমনা, বাঘমারা, কালমিনা, ঘনিয়ারচর।

বি কথ্য বিকায় না হাং পৈসাও বাজারডাৎ।
ভাবার্থ বাজারটার মধ্যে এক পয়সাও বিক্রয় হয় না।

ক্ষুদে দাউদপুর, মাথাভাঙ্গা,

কথ্য বিডাইল্যা মান্নুর খাইচ্চৎই এমুন।
ভাবার্থ অসৎ লোকের স্বভাবই এইরূপ।
কথ্য বিলাই কুত্তার লাকান্ কাইজ্যা কৈর না?
ভাবার্থ বিড়াল কুকুরের মত ঝগড়া করিও না।
কথ্য বিয়ালে গেচে বিয়ানে আইচে।
ভাবার্থ প্রাতঃকালে গিয়াছে, বিকাল্ল বেলায় আসিয়াছে।

বু   কথ্য   বুইট্যা মানুর কুট্যামি যায় না।
ভাবার্থ   খর্ব্বাকৃতিলোকের কুটিলতা দূর হয় না।
কথ্য   বুলাইচ্ না হেরে কৈলাম।
ভাবার্থ   তাহাকে অনর্থক উত্তেজিত করিস্ না।
রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, পাচকিত্যা, কদমতলী, মির্জ্জাপুর, কৈজুরী,
সোনাকান্দা, তেমুরিয়া মুরাদনগর।

বু   কথ্য—বুচাকলা ভাঙ্গাঘইটা বাদে আরকুনু বাডে পাই ছিনা।
ভাবার্থ—কানাভাঙ্গা কলসী ও ভগ্নঘটী ব্যতীত আর কিছু বণ্টনে পাই নাই।
গজারিয়া, মনিহারচর, ছলিভাঙ্গা, দাউদকান্দি।

কথ্য—বুরির বাহে নাহি? আহনা, যাই আলা।
ভাবার্থ—"বুরি" নাম্নী মেয়ের বাবা নাকি? আইসনা এখন যাই।
হোমনা, বাঘমারা, কালিকাপুর, বাধানগর কৃষ্ণনগর, উজানচর
ঘাগটিয়া, কালমিনা।

কথ্য—বুনির ছুইট্কা ফালাইয়া, কেম্তে আই?
ভাবার্থ—স্তন্য পায়ী শিশু ফেলিয়া কিরূপে আসি?
দুলালপুর, দৌলতপুর মিঠাইভাঙ্গা।

বে   কথ্য—বেপতাইরা ডির লাগ্যাঐ তাফাল পর্‌চি।
ভাবার্থ—অনভিজ্ঞ অকর্ম্মা গুলির জন্যই বিপদে পড়িয়াছি।
শ্রীনগর, রামকৃষ্ণপুর, রামপুর মাইজচর হোমনা।

কথ্য—বেয়া বেলাজার লাকান্ বারী ঢেকুর দিয়া খাইগ্যা।
ভাবার্থ—নাছারবান্দা নির্লজ্জের মত বাড়ী বাড়ী পরপ্রত্যাশী হইয়া খাও গে।
ধনপতিখোলা, বাঙ্গরা, পূর্ব্বধইর, নৈরপার মহেশপুর মাজুর
মুরাদনগর থানা।

কথ্য—বেগার্ত্তা করি যাইচ্ না।
ভাবার্থ—বিনয় করি যাস্‌নে।

কোরপানপুর, মেডংঘর, পাণ্ডুঘর, হীরাকালী মুরাদনগর থানা।

কথ্য—বেয়াই, বেয়াইনের লগে আউস রং কর্ত্তলাগযে।

ভাবার্থ—বৈবাহিক বৈবাহিকার সহিত রং তামাসা করিতেছে।

নয়াবাদ বরদাখাত, দঃ পূঃ সুরনগর, গঙ্গামণ্ডল।

কথ্য—রেণা ডাবা পাত্‌লা, পাজুন লৈয়া সবরে।

ভাবার্থ—খড় নির্ম্মিত অগ্নিসংরক্ষিনী, হুকা, পত্র নির্ম্মিত রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণ গোচালন-যষ্টে।

মোগড়া মণিঅলু, বচিয়ারা, দরইল, নৌয়াদৌন কসবা থানা।

কথ্য—বেন্দার বাড়ী দিয়া কাকাইল্ ভাইঙ্গা লাইবাম্ পাত্রযা!

ভাবার্থ—লইয়া সকাল মাঠে যা, বড় লাঠীর আঘাতে কটি ভাঙ্গব।

দরিকান্দি, মাঝীয়ারা, নোয়াগাও জল্লীদিঘ সাইর রচুল্লাবাদ চেলিখল্লা, মোল্লা রতনপুরা নদীনগর রচুল্লাবাদ থানা।

কথ্য—বেইক্যা গেলে সিদা কর্ত্তে পারা পারি লাগ্‌ব।

ভাবার্থ—বিরূপ হইলে, অনুকূলে আনিতে বহু কষ্ট।

পশ্চিমপা, চিওসী, দৌলতপুর, লাকসাম নাঙ্গলকোট, গুণবতী।

বৈ কথ্য—বৈঁ রৈচঁং কিঁরসাঁই ? ধাই হেঁগ অাঁইত।

ভাবার্থ—কি জন্য বসিয়া আছ ? দৌড়িয়া যা তাঁহাদের বাড়ীতে।

আলগীরচর ভুরভুইরা, চলনিয়া, তিলকনগর গারলটুলী বাঞ্ছারামপুর থানা।

কথ্য—বৈতাল বেডির চৈতাল্ দেখ্‌লে গাও খির্ খিরায়।

ভাবার্থ—অসতী নারীর কুকার্য্য দেখিলে ক্রোধে শরীর উত্তেজিত হয়।

কথ্য—বৈডা বাও আগা গল্‌ইত্ কেডায় অ ?

ভাবার্থ—নৌকার অগ্রভাগে বৈঠা বাহিতেছ কেহে ?

রামচন্দ্রপুর, দিগলদী চাপিতলা, পেন্নই, শলপা, পিপরিয়া ইত্যাদি। মুরাদনগর থানা।

কথ্য—বৈট্যা-লা ডুর ডারে শরত্যা !

ভাবার্থ—শরৎ ! ডুরটা গুটাইয়া ফেল।

নবীনগর মাঝিকারা, নারাণপুর, শ্রীরামপুর, ভোলাচঙ্গ, ভেল্লানগর
ইব্রাহিমপুর, নবীনগর থানা।

কথ্য—বৈয়া বৈয়া খাইলে কেম্নে চল্‌ব আর্ ?

ভাবার্থ—বসিয়া বসিয়া খাইলে আর কিরূপে চলিবে ?

কথ্য—বৈ আইয়ে জানি কৈত্তে ?

ভাবার্থ—কোথা হইতে জানি গন্ধ আসে ?

বৌ কথ্য—বৌন্নাগন্ধ কয় আম্‌ডি এরাইলে।

ভাবার্থ—আমগুলি বাকল্ ছাড়াইলে জঙ্গলিয়া গন্ধ আসে।

রামচন্দ্রপুর, দিগলদী, পাচকিত্যা, মির্জ্জাপুর, কদমতলী,
বাগসীতারামপুর, বালুয়াকান্দি।

ভ কথ্য—ভস্বা নাই এক্কই রে।

ভাবার্থ—একবারে ভরসা নাই।

কথ্য—ভৈসের লাকান্ গো দেয় ~~।

ভাবার্থ—এইটা মহিষের মত এক গুয়ে।

সাহাপুর, লালপুর, মহাজিদপুর, গোপালনগর, জিয়ারকান্দি,
গোপচর, গৌরীপুর ও লালপাড়া, দাউদকান্দি থানা।

ভা কথ্য—ভাওর কমর্ লাগে আম্‌গ।

ভাবার্থ—সম্বন্ধে আমাদের ভাসুর পুত্র হয়।

রাজাপুর, কাশীপুর, ভাসানিয়া, বলরামপুর, হোমনা থানা।

কথ্য—ভাও কৈরা রাইক্যা দেও পেডেরাৎ।

ভাবার্থ—ভাজ্ করিয়া পেটিকার মধ্যে রাখিয়া দাও।

হোমনা, বাঘমারা, শ্রীমদ্দি, ভাঙ্গারচর, বিজয়পুর, হোমনা থানা।

কথ্য—ভাউ দর না কৈরা কেম্‌তে আন্‌মু ?

ভাবার্থ—মুল্য স্থির না করিয়া কিরূপে আনিব ?

ঘাগটিয়া, কালমিনা, ঘনিয়ারচর, ক্ষুদেদাউদপুর,, তুলালপুর,
হোমনা থানা।

কথ্য—ভালাবাইয়া আন্‌লাম্ তরে অখন না জিগাইয়া যাজগা কাঃ ?

ভাবার্থ—তোকে ভাল বাসিয়া আনিলাম, এক্ষনে জিজ্ঞাসা না করিয়াই চলিয়া যাউতেছিস্ কেন ?

দৌলতপুর, শ্রীনগর, রামকৃষ্ণপুর, কলাগাছিয়া।

ভে কথ্য—ভেন্‌র ভেন্‌র কৈরা হারা দুপ্পুট্রা কাডাইলি!
ভাবার্থ—বক্ বক্ করিয়া সারা দুপ্রহর কাটাইয়া ছিস্!

চান্দেরচর, বাগগ্রাম, নাগেরচর, হোমনা থানা।

কথ্য—ভেটকাইলেই দিন যাইত না।
ভাবার্থ—হাসিলেই দিন যাইবে না।

শ্রীকাইল, চারপাড়া, ইছাপুর, সাতমোড়া, চেলিখলা, মুরাদনগর রছুল্লাবাদ।

কথ্য—ভেউরা বাইন্দাম্ কলাগাচ্ দিয়া।
ভাবার্থ—কলাগাছ দিয়া ভেলা প্রস্তুত করিব।

বরদাখাত, নয়াবাদ, হোসেনবাদ, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল।

কথ্য—ভেরনের গোডায় তেল অয়।
ভাবার্থ—ভেরেণ্ড ফলে তৈল হয়।

মালাই, জিনদপুর, আমোদপুর, বৈলঘর, হাজিপুর, মুরাদনগর থানা।

ভি কথ্য—ভিল্ ভিল্ কর্তে আচে পুকে জুকে জলডাৎ।
ভাবার্থ—জলটার মধ্যে পোকায় জলৌকায় কিল্ বিল্ করিতেছে।
কথ্য—ভিরাও নাওডা কিনার?
ভাবার্থ—নৌকাটী তীরের নিকট লইয়া আইস।

রামচন্দ্রপুর, চাপিতলা, পেন্নই, চুলুরিয়া, চন্দনাইন, মুরাদনগর থানা

কথ্য—ভিঘণা দিয়া ঘাই দেও!
ভাবার্থ—বিল্লার ডাটা দ্বারা ছিদ্র কর?
কথ্য—ভিজ্যা পুইরা মেন্নৎ কৈরাম, খাইতাম্ না কা?
ভাবার্থ—বৃষ্টিতে ভিজিয়া রৌদ্রে পুরিয়া পরিশ্রম করিব খাইব না কেন

ভু কথ্য—ভুইল্যা গেচৎগা দিকি এক্করে!
ভাবার্থ—একবারে ভুলিয়া গিয়াছিস দেখি!
কথ্য—ভুক্ লাগ্‌যে পেঁড।
ভাবার্থ—পেটে ক্ষুধা লাগিয়াছে।

চৌবেপুর, কাইতলা, মেহারী, চারগাছ, বাদৈরা, সরদাবাদ। কসবা থানা
কথ্য—ভূই চাইল্‌ গেচে হাজ্যা ভালা।
ভাবার্থ—সন্ধ্যা সময় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

গুণবতী, নাঙ্গলকোট, চৌদ্দগ্রাম, জগন্নাথদীঘি, লাকসাম,
দৌলতগঞ্জ, চিতসী, ভিঙ্গরা।

ভু কথ্য—ভুইয়ারুত্‌ চঁক্করি আঁই আঁর বেঁুগ্গইন্‌ পোলার্গরে ভাঁগ করি দিযাউ।
ভাবার্থ—ভূঞার পুত্র! শীঘ্র আসিয়া আমার সমস্ত বিষয় ছেলেদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া যাও।

নয়াবাদ, হোসনাবাদ, বরদাখাত, নুরনগর, গঙ্গামণ্ডল, লুঘর,
মেহেরকুল, পাইটকারা, সরাইল।

কথ্য—ভুর দিয়া ভিজাইয়া রাখ নাল্যা ডি?
ভাবার্থ—নালিতা গাছগুলি স্তূপ্‌ করিয়া ভিজাইয়া রাখ?

ভৌ কথ্য—কাত্তিক মাইয়া ভুলাভুলি ফালায়।
ভাবার্থ—কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে যমাষ্টক প্রভৃতি অশুভ বিষয়ে কল্পিত তৃণ নির্ম্মিত পুত্তলিকা অগ্নি সংযোগ করিয়া ফেলিয়া দেয়।

ম কথ্য—মল্লাম্‌ ঐলে আজ্‌গা বাঘের পাইতে পৈরা।
ভাবার্থ—বাঘের পাল্লায় পড়িয়া হয়ত অদ্য মারা যাইতাম্‌।
কথ্য—মট্‌কারা ঐয়া রৈচে মূলী গুলাইক্‌।
ভাবার্থ—ভঙ্গ প্রবণ হইয়া রহিয়াছে মূলীবাস গুলি।

মণিহারচর, তুলাতলী, ছলিভাঙ্গা, গজাইরা, দাউদকান্দি ও
হোমনা থানা।

কথ্য—মনার মারে ডাহ এহানে অহনই?
ভাবার্থ—এইক্ষনই মনোমোহনের মাকে এখানে ডাক?

রামচন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণপুর, দৌলতপুর, ঘাগটিয়া, উজানচর,
বাঞ্ছারামপুর।

কথ্য—মইর্চ্যা পৈরা রৈচে দাউ ডাং।
ভাবার্থ—দা'র মধ্যে মরিচা পড়িয়াছে।

মাণিকনগর, তাতোয়াকান্দি, মইচ্ছাকান্দি, পারিয়াকান্দি,
দশানী, দাশনদী, খাস্‌নগর, কল্যাণপুর।

মা কথ্য—মায় মা! কুমইর ডা আক্‌ কৈরা রৈচে ঐত্ত্য
ভাবার্থ—মাগো মা! ঐ কুম্বীরটা হা করিয়া রহিয়াছে।

নয়াবাদ, হোমনাবাদ, বরদাখাত, নুরনগর, সরাইল।

কথ্য—মাগ্‌না মদ বাওনেও খায়।
ভাবার্থ—বিনা মূল্যে মদ পাইলে ব্রাহ্মণেও খায়।

লুঘর, মেহেরকুল, গঙ্গামণ্ডল, পাইটকারা।

কথ্য—মাইগ্যা বেডার নাল্লৎ জিয়ন।
ভাবার্থ—স্ত্রীবশ পুরুষের জীবনে ধিক্‌।

বাঞ্ছারামপুর, হোমনা, নবীনগর, মুরাদনগর, দেবীদ্বার,
কসবা, বুড়িচঙ্গ, বরকান্তা থানা।

কথ্য—মাইয়! আম্রার ডেকাডা বাইন্দারাক্‌ ছুইট্যা যাব গিয়া।
ভাবার্থ—মা! আমাদের বাছুরটী বান্ধিয়া রাখ, ছুটিয়া পলাইবে।
কথ্য—মাইট্যা ডাবইর ডা যেমুন বৈয়া রৈচে।
ভাবার্থ—মেটে ডাবুরের মত বসিয়া রহিয়াছে।

লালমাই, বাঘমারা, দৌলতপুর, যাদবপুয়, জয়নগর,
কাপাসতলা, জয়শ্রী, চিলানিয়া।

কথ্য—মাঁইল্যা গুঁণ্‌ আঁইনচুনি।
ভাবার্থ—ডাটা তরকাকী আনিয়াছ কিনা।

বরদাখাত, নুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল, লুঘর, গঙ্গামণ্ডল
নয়াবাদ, হোসনাবাদ।

মি কথ্য—মিডা কতার বশ হগল্‌তেই।
ভাবার্থ—সকলেই মিস্ট কথার বাধ্য।

মোগড়া, বচিয়ারা, মনিঅন্ধ, ব্রাহ্মণগা, গোপীনাথপুর।

কথ্য—মিনা দিয়া রাক্‌বাম্‌ থাকতানা কিতা?
ভাবার্থ—নিষ্কর ভূমি দিয়া রাখিব, থাকিবেনা কেন?

বিনাউটী, ভাটামাথা, তন্তুব, দেবগ্রাম, নৌকাদ্রৌন বদইন,
কসবা থানা।

কথ্য—গিম্ মিন্না মানু্ ডাইন।

ভাবার্থ—নিস্তব্ধ প্রকৃতির লোক দানব বিশেষ।

কসবা, বায়েক, নয়ানপুর, শশীদল, কসবা থানা

কথ্য—মিল্যা মিশ্যা খাইলেই মাইন্‌ষে ভালা কয়।

ভাবার্থ—মিলিয়া মিশিয়া খাইলেই লোকে ভাল বলে।

গৌরীপুর, রায়পুর, দাউদকান্দি, লালপুর, সাহাপুর, মহাজিদপুর,
দাউদকান্দি থানা।

কথ্য—মিডাইয়া দিছি কাইজ্যাডা হেগ কাইল।

ভাবার্থ—কল্য তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছি।

পরমতলা, বৃন্দারামপুর, ছেপারা, ফয়তাবাদ।

মে কথ্য—মেন্দ্রাও পাইনা মুরাদনগর বাজার।

ভাবার্থ—মুরাদনগর বাজারে খারাপ জিনিষও সকল সময় পাওয়া যায় না।

রায়তলা, ভাগলপুর, ভুবনঘর, দরিকান্দি, মুরাদনগর থানা।

কথ্য – মেনা গরুর নত মেন্ মেনাইতে যায়।

ভাবার্থ শিংছারা গরুর মত ক্রমে বিশ্রী তুর্ব্বল হইয়া যায়।

কথ্য—মের্ত্তা গরুর ঢুমানী স্যার।

ভাবার্থ— শীর্ণ তুর্ব্বল গরুর শিং দিয়া ঢুস মারাই প্রধান কর্ম্ম।

কথ্য—মেকার ডরে কুনাৎ হামায়।

ভাবার্থ—মাক্কা নামক বন্য জন্তুর ভয়ে ঘরের কোণে প্রবেশ করে।

সোসকান্দি, সরিষারচর, বাঞ্ছারামপুর, সোণারামপুর, মৈর্চ্চাকান্দি,
আগানগর, জয়নগর, থুল্লাকান্দি, বাঞ্ছারামপুর, নবীনগর থানা

মৈ কথ্য—মৈয়ের বাইত্ যাম্, মজা মাইরা খাম্!

ভাবার্থ—মাসীর বাড়ী যাইব, মজা করিয়া খাইব!

হোসনাবাদ, নয়াবাদ, নুরনগর, গঙ্গামঙ্গল, লুঘর, পাইটকারা
মেহেরকুল।

কথ্য—মৈ জোর্‌চে চকম্ দিয়া।

ভাবার্থ—বংশ নির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ দ্বারা কর্ষিত মৃত্তিকা সমান করিতেছে

"চুন্টা, নাসিরনগর, গোয়ালনগর, গোকর্ণ, গোয়ালপারা, সরাইল ও নাসিরনগর, থানা।

কথ্য—মৈশান গেচে বাতান।

ভাবার্থ—বহু মহিষের মালিক বহু মহিষ রক্ষিত স্থানে গিয়াছে।

রামচন্দ্রপুর, ইত্যাদি মুরাদনগর থানা।

কথ—মৈরা জিয়া উটচৎ ?

ভাবার্থ—মরিয়া আবার জীবিত হইয়াছিস্ ?

মু কথ্য—মুচী ডাৎ তেলদে বাতি নিব্যা গেল্গা ?

ভাবার্থ—প্রদীপ জ্বালিবার মাটীর তৈলাধারে তৈল দাও ? নতুবা নিভিয়া গেল।

কথ্য—মুচ্ তাও দিয়া খারা ঐচে।

ভাবার্থ—গোঁপে চাঁরা দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কথ্য মুখী দিয়া হের থুতা ভাইঙ্গা দে ?

ভাবার্থ—তাহার মুখে ঘুসী দিয়া থুত্নী ভাঙ্গিয়া দে ?

যা কথ্য—যাতা দিয়া মাইরা লাম্।

ভাবার্থ—চাপিয়া মারিয়া ফেলিব।

উত্তর, মধ্য, পূর্ব্ব, পশ্চিম ত্রিপুরা।

র কথ্য—রগ্ কাইট্যা রক্তে ভাইয়া গেচে।

ভাবার্থ—শিরা বা ধমনী কাটা যাওয়ায় রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে।

কথ্য—রসা রান্ধ ঝাগুর্ মাচ্ দিয়া ভালা কৈরা।

ভাবার্থ—ভালরূপে মাগুর মৎস্যের ঝোল্ রন্ধন কর ?

কালীগঞ্জ, গাঙ্গেরকোট, ইসলামপুর, আন্দিকোট।

কথ্য—রডাইয়া দেয়াম্ মুগইর্ দিয়া বাইরাইয়া।

ভাবার্থ—মুগুরের আঘাতে আচ্ছারূপ জব্দ করিয়া দিব।

গজাইরা, মনিহারচর, বলরামপুর, হরিপুর, বরকাসার, ছলিভাঙ্গা, দাউদকান্দি ও হোমনা থানা।

কথ্য—রসি ঘরে আজ্গা আহি নাইকা।

ভাবার্থ—পাকের ঘরে অদ্য আসি নাই।

হোমনাবাদ, নয়াবাদ, বরদাখাত, গঙ্গামণ্ডল, মুরনগর, লৌহঘর, মেহেরকুল।

রা কথ্য—রারি! আবাগি! পোতানি! বাইর্ অ বাইত্তে।
ভাবার্থ—স্বামী খাকি, অভাগিনি, পুত্র খাকী, বাড়ী হইতে বাহির হ।
কথ্য—রাইতে বিয়ালে আইতে যাইতে অখন ডর করে।
ভাবার্থ—এখন রাত্রি বৈকাল অসময়ে যাইতে ভয় করে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, পৈরতলা, ওলচাপারা, মেরুরা, গৌতমপারা, সুশীলপুর, বাকাইল, কাঞ্চণপুর, ব্রাহ্মণবাড়ী থানা।

কথ্য—রাইঙ্গে২ থইয়া রাক্‌চইন ক্ষার কলা।
ভাবার্থ—পাতিলে২ গুব ও কলা রাখিয়া দিয়াছেন।

থোল্লা, খোষঘর, মাজুর, মহেশপুর, পূর্ব্বধইর, নৈরপার, মুরাদনগর থানা।

কথ্য—রা'র বেডারে বিচইন্ দিয়া বাওয়াস্তে?
ভাবার্থ—রায়ের পুত্রকে পাখা দিয়া বাতাস কর।
কথ্য—রায়খালা কাইজ্যা, কেরাঙ্গল দিন রাইত লাগ্যাঐ রৈচে।
ভাবার্থ—দিবা রাত্রি অভেদে বাদ বিসম্বাদ ঝগড়া চলিতেছে।

খণ্ডল, চৌদ্দগ্রাম, জগন্নাথ দীঘি, লাক্‌সাম।

রি কথ্য—রিঁং নিঁং কুঁচই বুইজ্‌ছাম্ পাঁই নঁ তুঁঙ্গ?
ভাবার্থ—তোমাদের রীতি নীতি কিছুই বুঝিতে পারি না।
কথ্য—রিদার পোঁলাগারে ঘেঁটিং ধঁরি লই আঁইচে।
ভাবার্থ—হৃদয়ের ছেলেটীকে ঘারে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে।

গুণাইঘর, ছেপারা, মাসীকারা, কাকসার, গৌরসার, ধাম্‌তি, কাঁশারিখলা, দেবীদ্বার থানা।

রু কথ্য—রুডা কতা কৈয়া কি কাম্ কও চাইন্?
ভাবার্থ—রুষ্ট কথা বলিয়া কি কার্য্য বল দেখি?
কথ্য—রুইক্যা আইচে মার্ত্ত বুল্যা কুল্যায় আমারে।
ভাবার্থ—কুলচন্দ্র আমাকে ক্রুদ্ধ হইয়া মারিবার জন্য আসিয়াছে।

কল্যাণপুর, রাধানগর, কৃষ্ণনগর, কালিকাপুর, উজানচর, দশানী
খোসকান্দী, বাঞ্ছারামপুর থানা।

কথ্য – রুমি জুমি আইরাকুণা দিয়া কুচু কাইল্‌চা দেখা যায়?
ভাবার্থ—বায়ু কোণ ঈষৎ কাল রঙ্গের কিছু২ মেঘ দেখা যায়।

রে কথ্য—রেইত্‌ কর্ত্তাম্‌ না তারে আজ্‌গা।
ভাবার্থ – তাহাকে অদ্য ক্ষমা করিব না।

হোমনাবাদ, নয়াবাদ, বরদাখাত নুরনগর, সরাইল, গঙ্গামণ্ডল,
লৌহঘর, পরগণা।

রে কথ্য—রেক্‌ যায় না গাঙ্গ্‌ হুকাইলে অ?
ভাবার্থ—নদী শুকাইলেও চিহ্ন যায় না।

চৌদ্দগ্রাম, জগনাথদীঘি, লাঙ্গলকোট, গুণবতী লাকশাম দৌলতগ
চিতসী, ভিংরা, হাজিগঞ্জ।

কথ্য—রেঁইন্‌দি বাঁন্দাবঁই, টিঁয়া আইন্‌চি দেঁড়কুঁড়ি হাঁউত গাঁ
হেঁতার্গ টাইত্‌।
ভাবার্থ—তাহাদিগের নিকট হইতে রেহানে আবদ্ধ হইয়া দেড়কুড়ি সাতটী টাকা আনিয়াছি।

রৈ কথ্য—রৈঁ রৈঁ কাঁইন্‌চৎ কিঁর লাইগ্‌?
ভাবার্থ—রহিয়া রহিয়া কি কন্য কান্দিতেছিস্‌?

মাসীগারা, কাকসার, শাকতলা গৌরসার ধাম্‌তি, কাশারীখলা
ফুলতলী দেবীদ্বার ও বরকান্তা থানা।

কথ্য—রৈরব কৈরা খামাখা ছন্ন ভন্ন ঐয়া কিফাইত্‌ ঐতনা।
ভাবার্থ—অনর্থক বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লাভ হইবে না।

চান্দুরা, সাতগঞ্জ, সহদেবপুর, সাতবর্গ, শ্রীনগর উঃ পুঃ সীমাতে।

কথ্য—রৈলা ক্যেরে বৈয়া খাইতায় ঘরর্‌ টেকা পৈসা।
ভাবার্থ—ঘরের টাকা পয়সা বসিয়া বসিয়া খাইতে রহিলে কেন।

গজাইরা, বলরামপুর, হরিপুর, মনিহারপুর, ছনিভাঙ্গা,
দাউদকান্দি থানা।

কথ্য—রৈচ্‌াদেহি কেম্‌তে থাহচ্‌ এহানে দেহুম্‌ অনে।
ভাবার্থ—থাক্‌ দেখি? কিরূপে এখানে থাকিস্‌ এক্ষনে দেখিব।

মুরাদনগর, ধামঘর রহিমপুর হোসনতলা ত্রিশ, নগরপার থোল্লা
টনকী ইত্যাদি মুরাদপুর থানা।

রৌ কথ্য—রৌয়া রুইতে রুইতে কার্ত্তিক মাইয়া টান্ পড়্‌ব।
ভাবার্থ—রোয়াধান গাছ রোপন করিতে করিতে বর্ষা শেষ হইবে।
কান্দাউক, ধরমণ্ডল বুড়িশ্বর হরিপুর আদাঐর উঃ পূঃ সীমান্ত।
কথ্য—রৌগ্গার পোলাডাইন বিত্তিমাইন্না অয়তান্।
ভাবার্থ—রঘুরামের ছেলেগুলি দুরন্ত সয়তান্।
বিটঘর মীরপুর সেমন্তঘর বাঘাশুরা মীরকৌট বাগ্‌ডহর
নবীনগর থানা।
কথ্য—রৌণা ঐয়া গেছেগা পয়াত্ত্যালা।
ভাবার্থ—বাত্রি ভোর্ ভোর্ সময় যাত্রা করিয়া গিয়াছে।

ল কথ্য—লরাইয়া দেও মেকুর্ ডিরে।
ভাবার্থ—বিড়াল গুলিরে তাড়াইয়া দাও ?
বুড়িশ্বর শ্রীনর ইছাপুর উত্তর সিংগা ইত্যাদি নাসিরনগর থানা।
কথ্য—লওকারে বা যাইবায় নিতে ফান্দাউকের বাজার।
ভাবার্থ—অহে ! ফান্দাউকের বাজারে যাইবে কিনা চল ?
তালসহর বাহাদুরপুর জালশুকা চারতলা ব্রাহ্মণবাড়ী থানা।
কথ্য—লর্‌দিয়া যাইন্‌না টিকস্ কৈরন্ গিয়া হিক্‌ন ?
ভাবার্থ—দৌড়িয়া যাউন সেখানে গিয়া টিকেট্ ক্রয় করুণ ?
ধরমণ্ডল দৌলতপুর ফান্দাউক পিয়ালাপুর ইত্যাদি নবিনগর থানা।
কথ্য—লগ্গুইন্‌ডা ঠেইক্যাবৈলা বাশর আক্যাৎ জাজৎ উট্‌তে।
ভাবার্থ—জাহাজে উঠিতে তাড়াতাড়ি গতিকে পৈতা খানা-বাশের
ভগ্নাবশিষ্ট কঞ্চিতে আট্‌কাইয়া গেল।
রামচন্দ্রপুর রাজনগর কামাল্লা যাত্রাপুর ভবানীপুর মোচাগারা
মধ্যনগর করিমপুর নেমৎপুর মুরাদনগর থানা।

লা কথ্য—লাম্বানি অ গাছের্ত্তে ? কিয়েরে উর্চ্চিলা করা গয়াম পার্ত্তা ?
ভাবার্থ—গাছ হইতে নামিবে কিনা ?, কাঁচাপেয়ারা পারিতে কেন
উঠিয়া ছিলে ?

কথ্য—লাচাইয়া মারে এক্করে মডরডাৎ উট্‌লে!
ভাবার্থ—মটরে উঠিলে একবারে ঝাকনি দিতে দিতে মারে।
পূর্ব্বহাটী, ভুবাচাইন, বিশারা, দান্‌না মাঝিয়ারা ইত্যাদি
নবীনগর থানা।

লা কথ্য—লাগালাগি কৈরা কেঅইর্ ঐ জুইত্ ঐতনা।
ভাবার্থ—পরস্পর বিবাদ করিয়া কাহারও সুবিধা হইবে না।
দরিকান্দি গকুলনগর ফরদাবাদ রূপসদী ভেলানগর তেজখালি
ছয়ফুল্লাকান্দি ইত্যাদি বাঞ্ছারামপুর থানা।

কথ্য—লাফা বাইগণের ভর্ত্তা ভাল লাগে।
ভাবার্থ—বড় গোল বেগুণ সিদ্ধ মসলাদি যোগে পিষিয়া খাইতে
স্বাদ লাগে।

কথ্য—লাভান্ দিয়া পাট বেপারীর কিচ্চু থাকে না।
ভাবার্থ—প্রাপ্তির অতিরিক্ত মাল দিতে দিতে পাঠ ব্যবসায়ীর কিছু
লাভ থাকে না।

লি কথ্য—লিল্লা বাতাসে ঘুমে ধর্‌চে।
ভাবার্থ—মৃদু মন্দ বাতাসে নিদ্রাবেশ হইয়াছে।
রামচন্দ্রপুর দিগলদী কদমতলী মীর্জ্জাপুর।

কথ্য—লিকে মাতারচুল্ গেইত্যা রৈচে।
ভাবার্থ—উকুনের ডিম্ মাথার চুল্ গাথিয়া রহিয়াছে।
পাচকিত্যা রঘুনাথপুর ডুমইরা সুরগুদ্ধি আনীরচর বগ্‌ডর
মুরাদনগর থানা।

লু কথ্য—লুচ্চামীতে ধরাপল্লে পিডের ছাল থাক্‌ত না।
ভাবার্থ—বদ্‌মাইসীতে ধরাপড়্‌লে পৃষ্ঠ চর্ম্ম থাকিবে না অর্থাৎ খুব
মাইর খাইবে।

কথ্য—লুকি দিয়া চাইলে কি ঐব?
ভাবার্থ—চুপি দিয়া দেখিলে কিছু হইবে না।
শোভারামপুর গাউরানটুলী তিলকনগর চলনিয়া ভূরভুরিয়া
বাঞ্ছারামপুর থানা।

কথ্য—লুকাইয়া কত তার্ন্ দেয় এর তামান্ নাই।
ভাবার্থ—গোপণ করিয়া কত দ্রব্য দেয়, তাহার সীমা নাই।

লো কথ্য—লোতা লোতা কুত্তার ছাওডী দেখতে বর খুপী।
ভাবার্থ—হৃষ্ট পুষ্ট কুকুরের ছানাগুলি দেখিতে বড় সুন্দর।
কথ্য—লোডায় লোডায় পানি ভৈরা আন?
ভাবার্থ—ঘটি ঘটী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া আইস?

লৌ কথ্য—লৌঘ্যু কোন্ ডাইনের্ জানি।
ভাবার্থ—কোথাকার ফাজিল্ (চঞ্চলবানর) জানি!
ডাল্পা, দেওরা, কুটি, চৌবেপুর, খেওরা, ইত্যাদি কসবা থানা।
কথ্য—লৌয়ার লাকান্ টনক্ ঐয়া থাকাম্।
ভাবার্থ—লৌহের মত শক্ত হইয়া থাকিব।
কথ্য—লৌয়া পাকাইয়া দিগ্‌লা বানাম্।
ভাবার্থ—কাঠির সাহায্যে পাট পাক্ দিয়া গরু বান্ধিবার দড়ি প্রস্তুত করিব।
মিঠাইভাঙ্গা, দৌলতপুর, দুলালপুর, ঘনিয়ারচর ইত্যাদি হোমনা থানা।
কথ্য—হয় না কিয়েরে দিতে দিতে তর্ অ!
ভাবার্থ—দিতে দিতে সহ্য হয় না কেন তোর?

হ কথ্য—হর্ব্বনাশ ঐয়া গেল্‌গা ত অ চাইয়া রৈচচ্?
ভাবার্থ—সর্ব্বনাশ হইয়া গেল তথাপি চাহিয়া রহিয়াছিস?
রামচন্দ্রপুর, কৈজুরী, মস্তাপুর, পাচকিত্যা হারপাকনা কামারচর নয়াগাও নেমৎপুর করিমপুর, ইত্যাদি মুরাদনগর থানা।
কথ্য—হলা ডি ভালা কৈরা চাচ্যা চাই বানাও? টেউর বানাও।
ভাবার্থ—বাশের শলাকাগুলি ভালরূপে চাছিয়া মৎস্য মারিবার চাই এবং টেউর নাম যন্ত্র বিশেষ প্রস্তুত কর?
কথ্য—হইয়ের বাইত হইয়ায় যায় পাকা সামগ্রিরি লৈয়া
ভাবার্থ—শখির বাড়ীতে সখা মিষ্ট সামগ্রী লইয়া যাইতেছে।
কথ্য—হরানন্দ কাত্তিক আন্তাম্ যাই কুমার বারিরত্তে।
ভাবার্থ—কুম্ভকার বাড়ী হইতে ষড়ানল কার্ত্তিকেয় আনিতে যাই।
কালমিনা, ঘাঘটিয়া, বাঘমারা, ইত্যাদি হোমনা থানা।
কথ্য—হালা, হম্বন্দীর লগে মস্কারি করত পার্ত্ত না কা?
ভাবার্থ—শ্যালক এবং সম্বন্ধীর সঙ্গে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, তামাসা করিতে পারিবে না কেন?

হোসনাবাদ, নয়াবাদ, গঙ্গ মণ্ডল, পাইট্‌কারা, মেহেরকুল, লৌহঘর, মুরনগর, সরাইল, সতরখণ্ডল, দাউদপুর পরগণা।

হা কথ্য—হাইট্‌ হাইট্‌ বাইচ্চা থাক্‌, আমার মাতাৎ যেত চুল্‌, তেত পর্‌মাই পা ?

ভাবার্থ—ষাইট্‌২ (ষষ্ঠী দেবীর নাম নিয়া সন্তানাদি কিম্বা তত্তুল্য ব্যক্তিদের দীর্ঘ জীবন কামনা করা হয়) দীর্ঘ জীবী হও, মস্তকের কেশের তুল্য। অসংখ্য বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হও।

কথ্য—হাই পোৎ লৈয়া হগ্গলেঐ ঘর্‌গিরস্তী করে।

ভাবার্থ—স্বামী পুত্র নিয়া সকলেই গৃহ ধর্ম্ম পালন করে।

কথ্য—হিয়াল কুত্তার লাকান্‌ মর্ত্ত লাগ্‌যে।

ভাবার্থ—শিয়াল কুকুরের মত মরিতেছে।

সাপমারা, রামপুর, ছলিডাঙ্গা, বলরামপুর, গজারিয়া, গোলকেরচর, ইত্যাদি হোমনা ও দাউদকান্দি থানা।

হি কথ্য—হিকা কতা মুহে ডেহে !

ভাবার্থ—শিখা কথা মুখে আট্‌কায়।

কথ্য—হিনান যাইবা নাহি নাঙ্গলবন্দ্‌ ?

ভাবার্থ—নাঙ্গল্‌ বন্ধের স্নানে যাইবে নাকি ?

কথ্য—হিয়াচ্‌ কাচা মৈচ্‌ খাইয়া ?

ভাবার্থ—কাঁচা মরিচ্‌ খাইয়া শিষ দিতেছিস্‌ কেন ?

হু কথ্য—হুধা ভাত্‌ খাইয়া বেহুদা টেহা দিয়া হিন্দুক ভরি না।

ভাবার্থ শুধু ভাত খাইয়া অনর্থক টাকা জমাইয়া সিন্ধুক পূর্ণ করি না।

হোশনাবাদ, নয়াবাদ, বরদাখাত, গঙ্গামণ্ডল, পাইটকারা, মেহেরকুল, লৌহঘর, পরগণা।

কথ্য—হুনা কতায় দুনা দুষ অয়।

ভাবার্থ—শুনা কথার দ্বিগুণ দোষ।

ব কথ্য—হুট্‌কী ভর্ত্তা ঐলে হান্‌কী ভরা ভাত খাইয়ালান্‌ যায়।

ভাবার্থ—শুষ্ক মৎস্য বাঁটিয়া মসলা মাখিলে সানক পূর্ণ ভাত খাওয়া যায়।

কথ্য—হুইচ্ হুত্অ লৈয়া খেতা হিয়াও।

ভাবার্থ—সূচ সূতা লইয়া কাঁথা সেলাই কর?

কথ্য—হুক্‌না মাডীৎঅ পাও পিছলে!

ভাবার্থ—শুষ্ক মৃত্তিকায়ও পদস্খলন হয়।

রামপুর, কলাগাছিয়া, শোভারামপুর, বালিয়াকান্দি, বাগসীতারামপুর, নাগেরচর, নারায়ণপুর ইত্যাদি হোম্‌না থানা।

হে কথ্য—হেওলা পৈরা রৈচে ঠেঙ্গার মাইদর্।

ভাবার্থ—(শৈবাল) শেওলা পড়িয়া রহিয়াছে কাঠের মধ্যে।

সাপমারা, চন্দনপুরা, তুলাতলি, রামপুর, ছলিভাঙ্গা, বল্লরামপুর, মণিহার গজাইরা ইত্যাদি হোম্‌না ও দাউদকান্দি থানা।

কথ্য—হেবা দে ঠাহুরের পায়।

ভাবার্থ—ঠাকুরের পায় নমস্কার কর।

কথ্য—হেরে মার্তে হনিবার মুঙ্গলবার চাইত না।

ভাবার্থ—তাহাকে মারিতে কোন বাধা হইবে না।

হৈ হৈলে ঐ হয়।

ভাবার্থ—সহ্য করিলেই সহ্য হয়।

কথ্য—হৈল মাচের লাকান্ ঘাড্ডা দেহা যায়।

ভাবার্থ—শৈল মৎস্যের মত গ্রীবা (ঘারটী) দেখা যায়।

হো হৌরের পোৎ! যাইতা না কাঃ?

ভাবার্থ শ্বশুরের পুত্র! যাইবে না কেন?

ধরমণ্ডল, দৌলতপুর, ফান্দাউক, চাপৈরতলা, হরিণবেড়, হরিপুর, সাতবর্গ, উঃ পঃ সীমান্তে।

হৌ কথ্য—হৌখান কিতার লাগি যাইতায়তে?

ভাবার্থ—সেখানে কিজন্য যাইবে?